# তরুণ তোমার জন্য

আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ

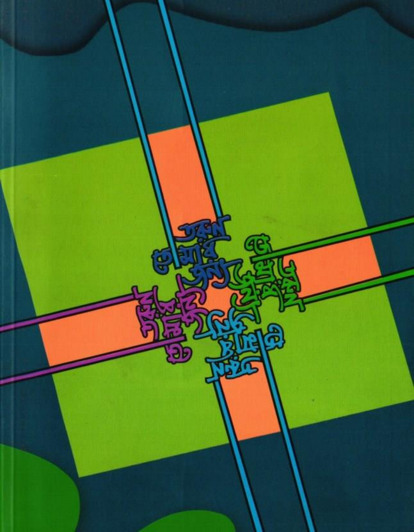

Wamy Book Series - 7

# তরুণ তোমার জন্য

আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

**World Assembly of Muslim Youth (WAMY)**
Bangladesh Office
Sector # 7, Road # 5, House # 17
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123

www.pathagar.com

তরুণ তোমার জন্য
আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

❖

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০৫
তৃতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০০৬
চতুর্থ মুদ্রণ
মে-২০১১

❖

প্রকাশক
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ
(ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
সেক্টর-৭, রোড-৫, হাউজ-১৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
ফোন: ৮৯১৯১২৩

❖

কভার
ফরিদী নোমান
ডিজিটাল ক্যানভাস
১০/এফ, টোলারবাগ, মীরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮০৫১৮১৫

❖

প্রিন্টার
ঝর্ণা প্রিন্টার্স
আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

❖

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

❖

শুভেচ্ছা মূল্য
৩০ টাকা মাত্র

Tarun Tomar Jonno
Abu Zafar Muhammad Obaidullah

❖

1st Publication
May 2004
2nd Edition
September 2005
3rd Edition
July 2006
4th Edition
May 2011

❖

Published by
Dawah and Education Department.
World Assembly of Muslim Youth
(WAMY)
Bangladesh Office.
Sector-7, Road-5, House-17
Uttara Model Town, Dhaka.
Phone: 8919123

❖

Cover
Faridi Noman
Digital Canvas
10/F, Tolarbag, Mirpur-1, Dhaka-1216
Phone: 8051815

❖

Printer
Jharna Printers
Arambug, Dhaka-1000.

❖

Copy Right
All Right Preserved by the Author.

❖

Price
Thirty Taka Only.



www.pathagar.com

# উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা

**জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক**

এবং

আম্মা **সৈয়দা বেগম** - কে

যারা আমার তারুণ্য ও যৌবনকে

আল্লাহ্‌র পথে নিবেদন করার

সুযোগ করে দিয়েছেন

www.pathagar.com

# শুভেচ্ছা কথা

সমগ্র বিশ্বের মহা পরিচালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা, যিনি ভালো কাজে অংশ নিতে সক্ষমতা দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাথীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর পথ ধরে চলবে এমন সকলের প্রতি।

WAMY বাংলাদেশ অফিস বাংলাদেশের মত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে জাতির কর্ণধার যুব সমাজের জন্য আদর্শ, ন্যায়ানুগ নিষ্কলুষ চরিত্র নির্মাণকারী, বোধোদায়ক শাণিত ও জ্যোতির অনুসন্ধিৎসু হয়ে সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রেরণাদায়ক পুস্তক প্রকাশ করতে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য WAMY-র পরিচালক, সকল কর্মকর্তা, সাহায্যকারী সকলকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস বইটি বর্তমান বিশ্বের আলোর সন্ধানী যুব সমাজের আদর্শ জীবন গঠনে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে।

মহান আল্লাহ্ যাতে আমাকেও সম্মানিত লেখক, পাঠকসহ সকলকে পরকালে যুগের শ্রেষ্ঠ লোকদের সাথে হাশর করেন, আমীন।

প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
চেয়ারম্যান
এডভাইজরি বোর্ড
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস



www.pathagar.com

# ভূমিকা

অগণন প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, এবং (দরুদ) সালাত ও সালাম মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং যারা অতিক্রান্ত হয়েছেন সকলের প্রতি।
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী) বাংলাদেশ অফিস ব্যতিক্রমধর্মী কাজে আগ্রহী। আমরা লক্ষ করছি যে, বাংলাদেশের যুব সমাজ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে খুবই আগ্রহী। জীবনকে বিনির্মাণ ও সমাজ গঠনে সার্থক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চায়। পারিপার্শ্বিক সকলকে আন্দোলিত ও উজ্জীবিত করতে চায়।
একই সময়ে দেখা যায় তাদের চিন্তাগুলো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সে স্থান দখল করেছে অলসতা, কর্মবিমুখতা, তাদের উপর নেতৃত্ব করছে অন্যায়, জুলুম, ন্যায়বোধতা নেই বললেই চলে।
আমরা জাতির যুবকদের হাতে আলোকবর্তিকা উঠিয়ে দিতে চাই। তাদেরকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে ডাকতে চাই। তাদের হাতে এমন পুস্তক শোভা পাক যা সামগ্রিকভাবে উপকারী, যা প্রামাণ্য হিসেবে ব্যতিক্রম, জ্ঞানের দিক থেকে অসাধারণ, বিষয় হিসেবে যুগান্তকারী, যা পড়ে পাঠক উপকৃত হবে। যুবকের চাহিদা পূরণে সক্ষম, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্যকারী, জীবনের সঠিক চিত্র বিনির্মাণে (অংকনে) সক্ষম, যুবকের ঈমান ও ইসলামী চরিত্র নির্মাণ করবে যে পুস্তক। তাদের সর্বোচ্চ সম্মানের দিকে ডাকবে এবং বীরত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সংশোধনের পথে আনবে। আমরা যুবকদের সচেতন করতে চাই এ সকল পুস্তক মনোযোগ দিয়ে পড়তে যা উপদেশে পরিপূর্ণ এবং জাতির কল্যাণে কার্যকরী।
আমি সম্মানিত লেখক আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যিনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও দায়ী ইলাল্লাহ। যিনি এই বইয়ের মাধ্যমে আদর্শ তরুণ জীবনের উজ্জ্বল চিত্র অংকন করেছেন।
সর্বশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনীত প্রার্থনা তিনি ওয়ামীর কর্মকর্তা এবং এই পুন্যময় কাজে অংশগ্রহণকারী ও সাহায্যকারী সকলকে- নবী রাসূল (স.) শুহাদা, সিদ্দিকীন, সালেহীনদের সাথে আখেরাতে একত্রিত করেন- আমীন।

ডা. মোহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান
ডাইরেক্টর,
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস



www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

'তরুণ তোমার জন্য' মুসলিম তরুণ যুবকদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি যুগান্তকারী বই। প্রতিটি জাতির ভবিষ্যত তার তরুণ যুবক প্রজন্ম। তরুণ সম্প্রদায় যদি সঠিক চিন্তায় বেড়ে উঠে, সঠিকপথে পরিচালিত হয় এবং তাদের মেধা, যোগ্যতা ও শক্তির যথার্থ ব্যবহার হয় তাহলে দেশ ও জাতি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

এজন্যই ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় World Assembly of Muslim Youth (WAMY) যা বিশ্বব্যাপী যুব চিন্তার পুনর্গঠন, তাদের চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মসূচির একটি হল বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমান বইখানি সে কর্মসূচিরই অংশ।

এ বইয়ের লেখক দীর্ঘদিন ধরে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের নিয়ে কাজ করছেন। অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যুবক তরুণদের চিন্তাকে নাড়া দেয়ার মত প্রয়োজনীয় অধ্যায় দিয়ে বইটি সাজিয়েছেন। আমরা আশা করি বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিম তরুণগণ এর আলোকে নতুন করে ভাবতে শিখবে। তাদের হৃদয়ে সামান্য ভাবনার উদয় হলেই আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

বইয়ের প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি। এতে এর পাঠক প্রিয়তা প্রমাণিত হলো। লেখক ও মুদ্রককে বইটি প্রকাশে সবিশেষ সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের প্রয়াসকে কবুল করুন! আমীন!

আলমগীর মোহাম্মদ ইউছুফ  
ইনচার্জ  
দাওয়াহ্ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট  
ওয়ামী, বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।



www.pathagar.com

# সূচিপত্র


❖ লক্ষ আশা বুকে : হাজার স্বপ্ন চোখে ৯

❖ দিন বদলের গান ১৩

❖ সুস্থ দেহ সবল মন ২২

❖ মহানবী (স.) ও আজকের যুবক কিশোর ২৫

❖ তারুণ্য ৩০

❖ মানুষের পরিচয় ৩৭

❖ সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কবল থেকে বাঁচতে হবে ৪২

❖ যুব অবক্ষয় : প্রতিকার কোন পথে ৬০

❖ মুসলিম তরুণের ভাবনার বিষয় ৭৪

❖ সেরা তরুণের কাহিনী ৯০




www.pathagar.com

www.pathagar.com

# লক্ষ আশা বুকে : হাজার স্বপ্ন চোখে

পৃথিবীর সব মানুষই কমবেশী স্বপ্ন দেখে। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে যাওয়া, আকাশের বুক চিরে উড়ো জাহাজে অনেক উপরে ওঠা, অথৈ সাগরে হঠাৎ ডুবতে ডুবতে হারিয়ে যাওয়া, কুঁড়ে ঘরে শুয়ে বিশাল প্রাসাদে ঘুরে বেড়ানো, উৎসবের দিনের অনেক আনন্দে হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হাজার স্বপ্ন আমাদের নিত্যসঙ্গী।

--স্বপ্ন দেখলাম আগ্রার তাজমহল ঘুরে ঘুরে দেখছি - এরই মাঝে হঠাৎ যেনো কার স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। জেগে দেখি শিয়রে মা দাঁড়িয়ে আছেন। এমনটা আমাদের প্রায়শই হয়।

এসব স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন। কিন্তু আমি যে স্বপ্নের কথা বলছি এ স্বপ্ন জেগেও দেখা যায় বরং এ স্বপ্ন জেগে দেখাই ভালো। এক কথায় এটাকে বলা যায় - আশা।

আমাদের হৃদয়ের গভীরে অনেক অনেক আশা। এসব আশা স্বপ্ন হয়ে ডানা মেলতে থাকে কল্পনার রাজ্যে। কল্পনার স্বপ্নরাই এক সময় বাস্তব বর্তমানে রূপ নেয়। ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। এভাবেই আমাদের আশা, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ভালবাসা সব মিলিয়ে ভরে ওঠে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী। বাংলাদেশের এক বড় কবি গোলাম মোস্তফা খুব মজা করে এই কথাটি বলেছেন-

*'লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে*
*ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'*

আসলেই তাই। আজ যারা পিতা, মাতা, শিক্ষক, সম্রাজপতি, সবাই কিন্তু এক সময় শিশু ছিল, কিশোর ছিল। এতটুকুন থাকতে আদর করেছিল সবাই যাকে, আজ তাকেই স্যার, স্যার বলে ছুটাছুটি করছে। গ্রামের কৃষকের ঘরে কাদা মাখামাখি করে যে শিশুটি বড় হয়েছে সেইই হয়তো আজ দেশবরেণ্য মন্ত্রী, বিরাট বড় লোক, অগাধ সম্পত্তির মালিক।

সব মানুষকেই স্বপ্ন দেখতে হয়। স্বপ্ন না দেখলে বড় হওয়া যায় না। পৃথিবীর সব বড় মানুষ, সব বড় দেশ স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। যারা নিজেরা স্বপ্ন দেখেনা অন্যকেও স্বপ্ন দেখাতে পারেনা তারা বড় হতে পারেনা, শীর্ষে যেতে পারেনা।

স্বপ্ন না দেখলে মানুষ বড় আশাও করতে পারেনা। যার আশা নেই, তার আছে হতাশা। হতাশা মানুষকে মেরে ফেলে। জীবন দেয় না। আশাই একমাত্র জীবনের প্রতীক।



www.pathagar.com

কবি তাই বলেছেন-

সংসার সমুদ্র মাঝে দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশাই তার একমাত্র ভেলা।

নবী করীম (স.) বলেছেন- মু'মিনের জীবন হচ্ছে আশা-নিরাশার দোলায় দোলায়িত।

## আমাদের অনেক আছে

কিছু লোক আছে যারা বলে- আমাদের কিছুই নেই। আমরা গরীব। আমাদের দেশটা গরীব। আমাদের জাতি গরীব। কি হবে আমাদের? আসলে এসব লোক হীনমন্যতায় ভোগে। কথায় বলে- 'চাচীর রান্না মজা বেশী; পরেরটা বড় করে দেখার মতো কিছু লোক সব সময়ই থাকে।

## আমাদের কি নেই?

আমাদের আছে উদার অসীম নীল আকাশ। আছে সবুজ-শ্যামল বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। আছে এঁকে বেঁকে ছুটে চলা রূপালী নদী। আরো আছে প্রাণ জুড়ানো ফসলের হাসি। এতো মজার মিঠে কড়া রোদ খুব কম দেশেই আছে। ইউরোপের এক ভদ্রলোক বলছিলেন- 'যদি পারতাম তাহলে তোমাদের দেশ থেকে এই মিষ্টি রোদ আমদানী করতাম' আমাদের মাটি সোনা ফলায়। এর যেখানেই বীজ ফেলি না কেন সেখানেই বেড়ে উঠবে সবুজ ঘাস কিংবা গাছ, ফুলে ফলে ভরে উঠবে সে গাছের প্রতিটি ডালপালা।

আমাদের আছে মাটির মমতা ভরা সুন্দর ঘরবাড়ি। সেখানে অভাব-দারিদ্রের ছাপ আছে, কিন্তু পাশাপাশি আছে বাবা, মা, ভাই বোন, দাদা-দাদী, নাতি নাতনী আর আত্মীয় পরিজনের এক অদ্ভুত কোলাহল। নবান্নের উৎসব, ঈদের আনন্দ, অন্য ধর্মের লোকদের পুজাপার্বন, ধর্মীয় সম্প্রীতি - কোনটাকে ছোট করে দেখবে? আমাদের কেউ মারা গেলে আমরা সবাই ছুটে যাই। জানাজায়-দাফনে কিংবা শশ্মানে-শ্রাদ্ধে আমরা মিলি। ইউরোপ-আমেরিকার মতো ঘরের কোণায় মরে-পঁচে গন্ধ হয়ে পড়ে থাকেনা আমাদের বৃদ্ধ মা-বাবা, দাদা-দাদী। আমাদের আছে ১৪ কোটি মানুষ, ২৮ কোটি হাত। ১২৫ কোটি মুসলিম ২৫০ কোটি হাত।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই হতে পারে এক একজন সোনার মানুষ। আমাদের মানুষেরা পরিশ্রমী, সৃষ্টিশীল। আমাদের সন্তান এফ.আর. খান বিশ্বের সর্বোচ্চ দালানের স্থপতি আর আমাদের জাতীয় সংসদের জন্য নকশা করে আমেরিকান স্থপতি - এটাই আমাদের ভাগ্য!

আরো আছে - আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সভ্যতা ও স্বাধীনতার ইতিহাস। আমেরিকা সভ্য হয়েছে মাত্র আড়াইশো বছর আগে, ইউরোপের কোন কোন অঞ্চল অতি সম্প্রতি। আর বাংলাদেশ সভ্য হয়েছে হাজার বছরের উপর।



www.pathagar.com

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম হচ্ছে কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহার। মুসলিম তরুণদের জানা দরকার, আমেরিকা যখন গোসল করতে শিখেনি তারও আগ থেকে আমরা সাবান ব্যবহার করতে শিখেছি। আমাদের বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড এর পথ প্রদর্শক। আমরা বরাবরই স্বাধীনচেতা, সংগ্রামী। দিল্লীর সুলতান-শাসকগণ পারেনি আমাদেরকে পরাধীন করে রাখতে, ইংরেজ পারেনি দমিয়ে দিতে। ঈসা খাঁ আমাদের গর্ব। তিতুমীর আমাদের অহংকার। হাজী শরিয়তুল্লা আমাদের প্রেরণা। শাহজালাল, শাহ মখদুম, খানজাহান আমাদের উজ্জ্বল চেতনা। আমরা ধন্য, আমরা আনন্দিত।

আমাদের অনেক কিছুই আছে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আরো থাকা চাই। আমাদের 'নিখাদ দেশপ্রেম' নেই, মীর জাফরেরা আমাদের দেশপ্রেমকে প্রশ্নময় করে তুলেছে। আমাদের বড় হওয়ার স্বপ্ন কম, মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস কম, সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবার উদ্যম কম।

**এসো তরুণ স্বপ্ন দেখি**

পৃথিবীর এতো রূপ-রস-গন্ধ দেখার পর সবারই ইচ্ছে হয়-যেনো অনন্তকাল বেঁচে থাকা যায়। কবি যেমন বলেছিলেন 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে'। কিন্তু চাইলেইতো আর বেঁচে থাকা যায় না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে 'জন্মিলে মরিতে হবে/কে কোথা রয়েছে কবে'। এবং এটাই সত্য। তবুও বেঁচে থাকার সাধ কারোরই ফুরায় না।

মানুষ মরে যায় একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য হচ্ছে অনেকেরই হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকার সাধ যা কারোরই ফুরায় না। অনেকেই হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকেন। তাদের শারীরিক মৃত্যু হয়, থেকে যায় কর্মময় জীবন। আমাদেরকেও তেমনি হাজার বছর ধরে বাঁচতে হবে।

আমাদেরকে স্বপ্নের ভেতর বাঁচতে হবে। আমাদেরকে অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতে হবে। প্রতিটি শিশু-কিশোরের চোখ ভরে দিতে হবে স্বপ্নে স্বপ্নে। প্রত্যেকের বুকের জমিনে ছড়িয়ে দিতে হবে অসংখ্য আশা। আমাদের স্বপ্ন হবে - নিজেকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, দেশের মানুষকে নিয়ে। আমাদের স্বপ্ন হবে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজানোর স্বপ্ন। চাঁদের হাসি ফুলের সৌরভে আকাশ-বাতাস ভরে দেয়ার স্বপ্ন চাই সকলের।

তোমাকে আমাকে অনেক বড় হতে হবে। নিজেদেরকে অনেক বড় করে গড়ে তুলতে হবে। 'পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়ার মন্ত্রে সবাইকে জাগাতে হবে। এটাই সুন্দর পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন। একতা, শিক্ষা, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও সেবা'র আদর্শে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। আমরা হবো ঐক্যের প্রতীক। আমরা শিখবো কি করে শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি এক সাথে, একযোগে করা যায়। আমাদের চরিত্র হবে সব চাইতে সুন্দর। স্বাস্থ্য হবে


www.pathagar.com

সুগঠিত। আর সেবা করবো আমরা সকলের প্রাণ খুলে। তবেই আমাদের গ্রহণ করবে।

এসব করতে হলে আমাদের কখনোই মন খারাপ করলে চলবেনা। পড়া, পড়া আর পড়া। প্রচুর পড়তে হবে। ক্লাসের বইয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় গ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া আরো কত কি। কোরআন পড়তে হবে। আর যাইই পড়িনা কেন তাকে বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং মানতে হবে।

তবেই আমরা হতে পারবো বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতো, দার্শনিক সক্রেটিসের মতো, পণ্ডিত অতীশদিপঙ্করের মতো, জ্ঞানী হযরত আলীর মতো। আর আমরা চাইলেই একদিন হয়ে যাবো কীটস, রুমী, হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুল এর মতো বড় কবি। তারাওতো একদিনে এতো বড় হননি। তোমাদেরই মতো শিশু, কিশোর ছিলেন তারা।

আরেকটি স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবে। আজকের যুগ হচ্ছে ইলেকট্রনিক যুগ, মিডিয়ার যুগ, তথ্যের যুগ। যাদের হাতে এসবের চাবি তারাই জগতের মোড়ল। আমরা কি চাইলে পারবো না এসব বিষয়ে বড় মাপের কিছু করতে? পারবো এবং পারতে হবে।

এই সেদিন স্বাধীন হলো মালয়েশিয়া। তাদের সভ্যতাও সেদিনের। আজ তারা সারাটা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। তারা ২০২০ সালের মধ্যেই পৃথিবীর ১নং দেশ, ১নং জাতি হতে চায়। বড় বড় দেশগুলো এখন ওদের ভয় পায়।

মালয়েশিয়া তার দেশের প্রতিটি মানুষের চোখে স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছে, বুকে আশার দোলা দিয়েছে। এই স্বপ্নের নাম ভিশন-২০২০। আমরাও কি একটা স্বপ্ন দেখতে পারি না যার নাম হবে স্বপ্ন-২০৫০? অর্থ-বিত্ত, জনবল-লোকবল, সম্পদ কিংবা-সংস্কৃতি এসবের কোন অভাব কিন্তু আমাদের নেই। দরকার একটি সিদ্ধান্তের। অভাব একটি সাহসী পদক্ষেপের।

তরুণরা কি এগিয়ে আসবে সেই সাহসী স্বপ্ন নিয়ে? 'স্বপ্ন-২০৫০'- আমাদের জন্য বয়ে আসবে এক নতুন সকালের বার্তা, এক নতুন জীবনের সন্ধান। আমরা সবাই পড়বো, কেউ মূর্খ থাকবোনা, কাউকে অশিক্ষিত থাকতে দেবোনা। আমরা সবাই দেশপ্রেমিক হবো, দেশকে ভালবাসবো, দেশের সম্পদের হেফাজত করবো। আমরা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থাকবো। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, জাতিভেদ রুখে দাঁড়াবো।

আমরা একা বড়ো হবোনা, আমাদের গোটা জাতিকে বড় করবো। আমরা হাত পাতবো না, অলস থাকবো না- আমরা একটা স্বপ্নের জন্য রাতদিন খাটবো।

আমরা আমাদের স্রষ্টার সব আদেশ মানবো, নিষেধ থেকে ফিরে থাকবো। তবুও কি আমাদের স্বপ্ন-২০৫০ বাস্তবায়িত হবেনা? হবে, হবে এবং হতেই হবে। এসো সেই স্বপ্নের পৃথিবীটা গড়ে তুলি।


www.pathagar.com

# দিন বদলের গান

## রাত-দিনের আবর্তন

*দিন শেষে রাত আসে, রাত শেষে দিন । পূবের আকাশে ঊষা দিবসের চিন্ ।*

ঠিক তাই । প্রতিদিন পূর্বের আকাশে যখন আস্তে আস্তে সূর্য মাথা তুলতে থাকে, ডিমের কুসুমের মত লাল সূর্য খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যখন চারিদিক আলোকিত করতে থাকে, তখন আসলেই একটি দিনের সূচনা ঘটে । আমরা চারিদিকের জনপদকে জাগতে দেখি । সবাই কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে । পাখির কলকাকলীর সাথে মানুষের কোলাহলও বাড়তে থাকে । এভাবে প্রতিটি দিন পৃথিবী জেগে ওঠে । জেগে ওঠে এর বাসিন্দারা ।

তারপর কোলাহল আস্তে আস্তে থেমে আসে । সূর্যের লালিমা এবার পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে । একসময় রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায় দিবসের কর্মক্লান্ত সূর্য । আমাদের কর্মব্যস্ততা কমে আসে । পাখির নীড়ে ফেরার মতো আমরাও ঘরে ফিরি । সবশেষে ঘুমের কোলে নেতিয়ে পড়ি আমরা । আমাদের দিনের ক্লান্তি হারিয়ে যেতে থাকে । প্রশান্তি আমাদের সঙ্গী হয় ।

এভাবেই দিন রাতকে তাড়া করে আবার রাত যেন তাড়া করে বেড়ায় দিনকে । সাধারণ চোখে দিন ও রাতকে এরকমই মনে হয় । কিন্তু, আমরা যদি একই সাথে সারাটা পৃথিবীকে দেখতে পেতাম তাহলে রাত দিনের পার্থক্যটা বুঝতে পারতাম না । বাংলাদেশে যখন রাত আমেরিকায় তখন দিন । আমরা যখন প্রবল ঘুমে অচেতন, তখন লন্ডন থেকে আমাদের কোন আত্মীয় হয়তো ফোন করছে দিনের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্য থেকে । হ্যাঁ, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী তার আপন কক্ষ পথে একবার ঘুরে আসছে । একই সাথে সে সূর্যের চারিদিকেও ঘুরছে ধীরে ধীরে । পৃথিবীর যে অংশটুকু ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের মুখোমুখি হয় সে অংশে দিন আর অপর অংশে তখন রাত হয় ।

রাত ও দিনের আবর্তনের মাঝে আমাদের জন্য আলাদা আলাদা করণীয় আছে । মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন- "আর তোমাদের জন্য রাতকে করেছি আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে করেছি কর্মময় ।" প্রতিটি সভ্য মানুষই দিন ও রাতকে সেজন্য আলাদা সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করেন ।

প্রিয়নবী একটি সুন্দর কথা বলেছেন- "প্রতিদিন সূর্য উঠার সাথে সাথে দু'জন ফেরেস্তা পৃথিবীর মানুষের কাছে বলেন- হে বনী আদম, আমি একটি নতুন দিন এবং আমিই তোমার সকল কাজের সাক্ষী । সুতরাং আমাকে সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করো । শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসবো না ।"



www.pathagar.com

প্রিয়নবী আরও বলেছেন, "ধ্বংস তার জন্য, যার আজকের দিনটি গতকাল থেকে উত্তম হলোনা।" পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, এর যত কল্যাণময়তা - সবকিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি ফেরেশতাগণও মানুষেরই খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরী করেছেন। আর সকল সৃষ্টিকে তৈরী করেছেন মানুষের অধীন করে।

আর আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের শক্তি-বিবেক, যার কারণে মানুষ ভাল ও মন্দ বুঝতে পারে, এই দু'য়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। সেই সাথে তিনি অন্য সৃষ্টির মতো মানুষকে শৃংখলে বন্দী করেননি বরং দিয়েছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা। সে ইচ্ছা করলে ভালটাও করতে পারে আর মন্দ কাজেও জড়িয়ে যেতে পারে।

সেজন্যই, ভাল ও মন্দের সত্যিকারের সিদ্ধান্তকারী মানুষ নিজে। সে চাইলেই নিজের জীবনকে সর্বোত্তমভাবে সাজাতে পারে, আবার সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়ও পৌঁছে যেতে পারে।

**অধিকার বঞ্চিত শিশু-কিশোরেরা**

আমাদের চারদিকে অশান্তি, অন্যায়, অরাজকতা, অসাম্য, অস্বস্তি ও অস্থিতিশীলতা। পৃথিবীতে এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রগতির যুগ চলছে। মানুষ বেড়াতে যাচ্ছে এখন মঙ্গলগ্রহে, সে ওখানে বাড়ি করারও স্বপ্ন দেখছে।

একদল মানুষ সুখ ও প্রাচুর্যের ভেতর আছে। আরেকদল মানুষ অভাব ও দারিদ্র্যকে নিত্য সঙ্গী করে দিন কাটাচ্ছে। একদল শিশু সারাদিন আনন্দ, হৈ চৈ, প্রাচুর্য আর আহ্লাদে বেড়ে উঠছে। আরেকদল শিশু বেদনা, বিমর্ষতা, প্রচণ্ড অভাব আর অবহেলায় বড় হচ্ছে।

অথচ পৃথিবীতে ঘন্টায় ১৬,০০০ শিশু জন্ম নিচ্ছে। সে সাথে শিশু অবস্থাতেই ঘন্টায় ৬০০০ মানব মারা যাচ্ছে। ইউনিসেফ হিসেব করে দেখেছে পৃথিবীতে প্রতি বছর এভাবে ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশী শিশু মারা যায়।

বাংলাদেশের শিশুদের কথাই ধরি। এখানে জন্ম নেয়া ৭ জন শিশুর ১ জন জন্মের সময়ই মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে এদের শতকরা ৭০ জন অপুষ্টিতে ভোগে, মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে শতকরা ১১ জন। শতকরা ৩৬ জন শিশুর ওজন হয় কম। মারাত্মক ডায়েরিয়ায় ভুগে কেবল ১৯৯৬ সালে ১ বছরে ১,১০,০০০ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশের শিশুদের শতকরা ৮০ জন সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠতে পারেনা। এরা বেড়ে ওঠে অসুস্থ শিশু হিসেবে। প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০ শিশু ভিটামিন এ'র অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। এক বছর বয়স না হতেই যেসব শিশু


www.pathagar.com

পৃথিবীর আলো বাতাস ছেড়ে বিদায় নিয়ে যায় তাদের সংখ্যাও অনেক। এক বছরে এ ধরনের ৫,০০,০০০ বা পাঁচ লাখ শিশু মারা যায়।

এই পৃথিবীকে আগামীর শিশুদের বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়ার অঙ্গীকার সবার। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে 'শিশু অধিকার সনদ' গৃহীত হয় এবং পরের বছর ১৯৯০ সালে তা আন্তর্জাতিক আইনের অংশে পরিণত হয়। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মাঝে ১৯১ টি দেশ এ চুক্তিটি অনুমোদন করে। বাংলাদেশ প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর একটি।

শিশু অধিকার সনদে রয়েছে মোট ৫৪টি ধারা। এসব ধারায় শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, অবহেলা ও নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষার বিবরণ রয়েছে, তাদের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

এতোগুলো আইন করার পরও কি আমাদের শিশুরা ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারছে? ধীরে ধীরে বাড়ছে কি সুস্থ কিশোর যুবক হিসেবে? ওরা কি সবাই পাচ্ছে সুন্দর একটি নামের অধিকার? আত্মপরিচয়ের অধিকার? পাচ্ছে কি মাথাগুঁজার একটি ঠাঁই; পরার একটি কাপড়, অসুখে একটু চিকিৎসা। না, সব অধিকার তারা পায়না। বরং অনেক অধিকার থেকেই তারা বঞ্চিত। এই শিশুদের অধিকার কেউই রক্ষা করবেনা। এই অধিকার তাদেরই রক্ষা করতে হবে। এজন্যই দেশে দেশে গড়ে উঠছে শিশু-কিশোর যুব সংগঠন। তরুণ-যুবকদের কাফেলা।

১৯৯০ সালে ঢাকায় ঘাতক ট্রাক কেড়ে নিলো এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী এক কিশোরকে। বখতিয়ার তার নাম। সেবার প্রেস ক্লাবে ঢাকার সব স্কুলের ছাত্ররা সমাবেশ করে জানিয়ে দিলো- 'ঘাতক ট্রাক আর কোন বখতিয়ারকে মেরোনা'। পরদিন পত্রিকায় পত্রিকায় ছাপা হলো খবর, সম্পাদকীয়। কিন্তু আজও কি শিশুদের জন্য রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়েছে? শিশুরা কি পেয়েছে নিরাপদ সড়ক? পায়নি। বন্যা, মহামারী হলেই আমরা ব্যানার নিয়ে মিছিল করি- "দুর্যোগে শিশুরা সবার আগে ত্রাণ পাবে।" কিন্তু শিশুরা কি সবার আগে ত্রাণ পায়?

অধিকার কেউ কাউকে দেয়না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। ছোট্ট শিশু কাঁদলেইতো মা তাকে দুধ দেয়। যে শিশু আদায় করতে জানে সেই বেশী বেশী পায়। আর যে চুপটি মেরে থাকে তাকে সবাই ঠকায়।

এজন্য তোমাকেই তোমার অধিকার চেয়ে নিতে হবে। আদায় করে নিতে হবে। শুধু নিজের জন্য নয় পৃথিবীর সকল শিশুর জন্য অধিকার চেয়ে নিতে হবে।

**অধিকার ও দায়িত্বের কথা**

অধিকার পেতে হলে, দায়িত্ব পালন করতে হয়। ছোট বড় সব মানুষেরই একটা বদ অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। আর তা হলো - আমরা সবাই অধিকার সচেতন,


www.pathagar.com

দায়িত্ব সচেতন নই। নিজের করার কাজগুলো ফেলে রেখে বড় বড় কথা বললে আমরা বলি কাজে ঠনঠন্। যারা ছোট, যারা শিশু, যারা কিশোর তাদেরকেই একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। ক্ষুধা, দারিদ্র, অপুষ্টি, অযত্ন, অবহেলা, অরাজকতা, অশান্তি ও অসুন্দরে ভরা এই পৃথিবীকে সবচেয়ে সুন্দর এক বাসযোগ্য পৃথিবীতে পরিণত করার কাজটি আমাদেরকেই করতে হবে।

তুমি ভাবছো, আমি ছোট আমি কি করে এ কাজ করবো?

হ্যাঁ তুমি, কেবল তুমিই পারো পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দেবার, দুনিয়ার রং বদলে দেবার কাজটি করতে। আর এ কাজ করতে হলে সবার আগে চাই সংকল্প।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি লিখেছেন -

*"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগতটাকে*
*কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।"*

আর সেজন্য তিনি আবার "খোকার সাধ" রচনা করেছেন। বলেছেন -

*"আমি হবো সকাল বেলার পাখি*
*সবার আগে কুসুম বাগে উঠবো আমি ডাকি।"*

এদেশের আরেকজন কবি রচনা করেছেন "শিশুর পণ"। তাঁর কথায় -

*"এই করিনু পণ মোরা এই করিনু পণ*
*ফুলের মতো গড়বো মোরা মোদের এ জীবন।"*

এই যে জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত, এই যে সবার নিজকে গড়ার সংকল্প, পৃথিবীকে জানার ও বোঝার আগ্রহ; এটি খুব বড় বিষয়। আমরা যেমন শ্লোগান দিই - 'পৃথিবীকে গড়তে হলে/সবার আগে নিজকে গড়ো'- তেমনিভাবে সব শিশুকে জীবন গড়ার মন্ত্রে জাগাতে হবে। একটি শিশু গড়ে ওঠা মানে একটি মানব জাতি গড়ে ওঠা। এক একজন করে গড়ে উঠলেই একদিন পৃথিবীটা ভাল মানুষে ভরে উঠবে। আমি ছোট, আমাকে দিয়ে কিছু হবেনা - এটা ভুলে যেতে হবে।

পৃথিবীর বড় বড় কাজগুলো ছোটরাই করেছে। বড়রা বাঁধিয়েছে গোল, ছোটরা সাজিয়েছে পৃথিবী। দেখো, কোথাও একদল শিশু একত্রিত হলে তারা খেলায় মেতে ওঠে, আনন্দে মেতে ওঠে। হৈ চৈ শোরগোল সব মিলিয়ে তারা জীবন জাগিয়ে তোলে। আর বড়রা? প্রায় সময়ই তারা ভুল বুঝাবুঝি, ঝগড়া ফ্যাসাদ, অন্যায় অসুন্দরে মেতে থাকে। শিশুরা নিষ্পাপ। সুতরাং শিশুদের প্রায় সকল কাজেই পাপহীনতার লক্ষণ থাকে। বড়রা প্রায়শ: পাপী। এজন্য তাদের কাজে পাপের বহিঃপ্রকাশ থাকে। তাই যুবক কিশোরেরা চাইলেই একটি পাপমুক্ত সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে।

## নিজকে গড়তে হলে চাই একটি পরিকল্পনা

পরিকল্পনা কথাটি শুনে খুব ভয় পাচ্ছো? ভয়ের কিছুই নেই। পরিকল্পনা মানে প্লান। কিছু একটি করতে হলে আগে চাই প্লান; কাজ কিভাবে করবো তার


www.pathagar.com

হিসাব নিকাশ। যেমন ধরো, তুমি ভাবলে বছর শেষে ১২০০ টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনবে। এটি ভাবছো তুমি জানুয়ারী মাসে। ১২ মাসে ১২০০ টাকা জমাতে হলে তোমাকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা জমাতে হবে। প্রতি মাসে ১০০ টাকা জমাতে হলে মাসের ২০ দিন ৫ টাকা করে জমালেই চলবে। যে এভাবে ভেবে চিন্তে টাকা জমায় মাস শেষে তার ১০০ টাকা জমবে আর বৎসরে ১২০০ টাকাও হয়ে যাবে। কিন্তু যে সব কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেবে তার দ্বারা কখনো তা হবে না। কারণ, আগামীকাল কোনদিনই আসবেনা। সেই দোকানীর গল্প তোমরা জানো।

পাড়ার মাস্তান এসে বললো - একটা সিগারেট বাকীতে দাও। দোকানী একটা কাগজ দেখিয়ে দিলো। ওখানে লেখা- 'আজ নগদ কাল বাকী'। এটা দেখে মাস্তান চলে গেলো। পরদিন যথারীতি এসে সে বললো কাল বলেছিলে আজ আসতে সুতরাং বাকী দাও। দোকানীও যথারীতি কাগজটি দেখিয়ে দিলো। আমাদের জীবনে কোন কালই কাল নয়। সময়ের নিয়মে প্রতিটি কাল - আজ হয়ে যায়। তুমিতো অনেক বড় হতে চাও। সেজন্য প্রতিদিনের কাজ ঐদিনই শেষ করে ফেলবে। আগামী দিনের সব কাজের পরিকল্পনা করবে। মনে করো তুমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল -এর যেকোন একটা হতে চাও। আর তা হতে গেলে তাতে সময় আছে ধরো ৮ বা ১০ বছর। এখন থেকে তোমাকে ভাবতে হবে। ৮/১০ বা ৬ সালের একটি পরিকল্পনা নিতে হবে। ধীরে ধীরে বছরে বছরে তৈরী হতে হবে।

## সময়কে কাজে লাগাও

পরিকল্পনা এমনি এমনি বাস্তবায়িত হবেনা। জীবনটা হচ্ছে সময়ের সমষ্টি। আবার এভাবেও বলা যায় - সময় জীবনের একক। সময় খুব দ্রুত চলে যায়। যারা খুব সুখী তাদের সময় তাড়াতাড়ি শেষ হয়। আবার যাদের অনেক দুঃখ, কাজ যাদের শেষ হয় না তারা পড়ে মুসিবতে। যাদের জীবনে কষ্টে ভরা তাদের সময় শেষ হতে চায় না। কথায় বলে- দুঃখের রাত্রি শেষ হতে চায় না।

আমাদের কাজ অনেক, সে তুলনায় সময় কম। কেউ কেউ বলে ইস্, দিনটি যদি ৩৬ ঘন্টার হতো। তাহলে কত কাজ করে ফেলতাম। বাস্তব কিন্তু তা নয়। দিনকে ৩৬ ঘন্টা করে দিলে ওরা আবার বলতো দিনটা ৭২ ঘন্টার হলেই ভাল হতো।


www.pathagar.com

এজন্য বুদ্ধিমান লোকেরা কোন কাজ জমিয়ে রাখেন না। নীচের কয়েকটা কাজের কথাই ধরো-

❖ আমাদেরকে প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগতে হবে। আজানের সাথে সাথে জেগে উঠবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন, অজু শেষ করে পারলে কিছুক্ষণ কোরআন পড়বে। জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে ফজর নামাজ আদায় করবে।

❖ নামাজ শেষে কিছুক্ষণ ব্যায়াম বা শরীর চর্চা করবে। এতে মন প্রশান্ত হবে। শরীর বিন্যাস হবে। সকালে দ্বিতীয় দফা ঘুমের চেয়ে জেগে থাকলে অনেক লাভ। একটু বাতাসে হাঁটো, একটু শরীরটাকে খাটাও তোমারই ভাল লাগবে। এক উর্দু কবি বলেছেন- "সুবাহকি হাওয়া, লাখো রূপাইয়া কি দাওয়া"। সকালের বাতাস, লক্ষ টাকার ঔষধের মতো।

❖ নামাজ তোমার আত্মার খাবার। এবার দরকার আসল খাবারের। শরীরটা ভাল রাখতে হলে তুমি অর্থ সম্পদওয়ালা নও, প্রতিদিন গোশত খেতে পারবে না- তাতে কি? বেশী করে ডাল খাও, শাক সবজি বাড়িয়ে দাও। মাকে বলো কি তোমার সুষম খাবার।

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার আগে দেখে নাও সব পড়া রেডি আছে কিনা?

ক্লাসে পড়া না পারলে, অন্যরা তার জবাব দিতে পারলে, শিক্ষকের বকা খেলে ছাত্রদের মন খুব ছোট হয়ে যায়। দরকার কি তোমার মন ছোট করার? এজন্য সব পড়ে আসতে হবে। আমরা পড়াকে সঙ্গী করে নেবো। সেই যে গানের কথা - "পড়ো এবং পড়ো, পড়েই জীবন গড়ো, যে পড়ে সে বড়।' আমাদেরকে পড়ে বড় হতে হবে। যে পড়েনা, সে বড় হয়না। না পড়ে হয়ত কেউ কেউ টাকাওয়ালা হতে পারে, কিন্তু না পড়ে কেউ বড় মানুষ হতে পারেনা।

❖ আমরা সবাইকে বড় মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। এজন্য কতিপয় নিয়মনীতি মানতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ ঘন্টা পাঠ্য বই পড়বে। ১ ঘন্টা উপদেশমূলক বই পড়বে, বেশ কিছু শব্দ শিখবে। শব্দের ব্যবহার শিখবে। প্রতিদিনই পরদিনের পড়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে। সকাল ও রাতে রুটিন করে পড়লে ভাল রেজাল্ট করা যাবে। সেজন্য একবেলা নয়, দু'বেলাতেই পড়তে হবে। যা পড়বে তা লিখবে এবং নিজের বুঝার জন্য হলেও লিখবে। লেখা সুন্দর হওয়া, প্রয়োজনীয় বানান ঠিক করা - এসব



www.pathagar.com

ছোট কাজগুলোও করতে হবে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, তাহলে পড়ার আনন্দ পাবে।

❖ প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়বে। মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়বে। এতে তোমার সাধারণ জ্ঞান বাড়বে। দুনিয়ার খোঁজ খবর জানা হবে। দেশের খোঁজ খবর জানা হবে। পারলে একটা বাংলা আর একটা ইংরেজী পত্রিকা পড়বে। যাদের পক্ষে সম্ভব মাসে কিছু ডাইজেস্ট জাতীয় পত্রিকা পড়বে। যারা পত্রিকা পড়তে সুযোগ পাওনা তারা দিনে কমপক্ষে একবার রেডিওর খবর শুনবে।

❖ যেসব ছেলে মেয়েরা বাবা-মায়ের সাথে বাসায় থাকে তাদের বাড়ির কাজে সাহায্য করা দরকার। নিজের বেডরুমটা নিজে গুছাতে পারো। নিজের কাপড় চোপড় নিজে কাঁচতে পারো। রোদে কাপড় শুকালে ঘরে আনতে পারো। ছোট ভাই-বোনদের পড়াতে পারো। ওদের স্কুলে আনা নেয়া করতে পারো। মেহমানদের নাস্তা পরিবেশন করতে পারো। আত্মীয়-স্বজনের বাসায় খোঁজ খবর দিতে নিতে পারো। ছোট খাটো বাজার সদাইও করতে পারো। বড়দের কিছু কিছু কাজ করে দিতে পারো। এভাবে তুমি ঘরের একজন সদস্য হিসেবে বেশ কাজে লাগতে পারো। এগুলো বলে কয়ে হয়না, মনের আনন্দে করতে হয়।

❖ সব সময়ই মনে হয় আমার সময় নেই। আসলে সময় আছে, সে সময়কে কাজে লাগানোর বুদ্ধি আমাদের নেই। সময়কে কাজে লাগাতে হলে নিজেদের সুবিধা অসুবিধাকে সামনে রেখে একটা টাইম চার্ট তৈরী করা যায়।

**নীচের চার্টটি যে কেউই মেনে চলতে পারে**

| ঘুম | পাঠ্য বই | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | পারিবারিক কাজ | সামাজিক কাজ | অন্যান্য কাজ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৭ ঘন্টা | ০৬ ঘন্টা | ০৫ ঘন্টা | ০২ ঘন্টা | ০১ ঘন্টা | ০৩ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা |

প্রতি মাসের অবস্থাকে সামনে রেখে এরকম একটি চার্ট তৈরী করে প্রতিদিনের কাজ কর্ম করলে জীবন খুব স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর হয়ে যাবে। এক দু'দিন এই রুটিনের অন্যথা হলে পরবর্তীতে তা পুষিয়ে নিতে হবে। মনে কর অক্টোবর মাসে বোনের বিয়ের কারণে তোমার পাঠ্য বই পড়া হয়েছে গড়ে ৪ ঘন্টা। নভেম্বরে চেষ্টা করো সেটিকে গড়ে ১ ঘন্টা বাড়িয়ে দিতে। এভাবেই চার্টে


www.pathagar.com

কমবেশী করে একটা ব্যালেন্স তৈরী করতে হবে। তাহলেই দেখবে দিনে দিনে জীবন সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। জীবনের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে।

**কমপক্ষে একটি বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন করা**

রুটিন কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ বড় কিছু করে ফেলতে পারেনা। এজন্য প্রত্যেক মানুষকে নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করতে হয়। সবাই ছোট বেলায় একটু আধটু ছড়া-কবিতা লিখে কিন্তু সবাইতো আর কবি হয় না। ঠিক তেমনি সুযোগ পেলে দু'এক লাইন গান সবাই গায়, আর না হোক বাথরুমে তো গায়ই। তাই বলে সবাই গায়ক হয়না। চাইলেই যে কেউ বিজ্ঞানীও হতে পারেনা। পারেনা বড় ব্যবসায়ী হতে। বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হলে সে কাজে ঝোঁক থাকতে হয়, থাকতে হয় সুযোগ সুবিধা আর থাকতে হবে কপাল, ভাগ্য, সুযোগ। কার কপালে যে কি থাকে! একটি বিখ্যাত প্রবাদ রয়েছে 'কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন'।

রাস্তার পাশে জাম্বুরা বা কাগজের বল বানিয়ে বস্তির ছেলেদের সাথে হৈ চৈ করে ছোটবেলা কেটেছে যাদের তারাই যে একদিন হয়ে যাবে পেলে, ম্যারাডোনা কিংবা রোনালদো একথা কি কেউ জানতো? নিশ্চয়ই জানতো না। আজ তারাই কিনা বিশ্বের মানুষের মুখে মুখে। মাত্র ২৬ বৎসরের যুবক রোনালদো। জানতো কত টাকায় সে সাইন করেছে তার নতুন ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের সাথে। মাত্র ৪৫ মিলিয়ন ডলার। ব্রাজিলের সরকার ওর নামে রাস্তার নাম রেখেছে। এজন্যই বলি তোমার ভেতর কোন বিষয়টি আছে তা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

সে কাজ আগ্রহ নিয়ে, মন লাগিয়ে চেষ্টা করতে হবে। সাধনা আর সাধনাই মানুষকে সফল করে। ইংরেজীতে বলে- practice makes a man perfect. চেষ্টা করলে এক সময় তোমার মাঝেও পরিবর্তন আসবে। তবে যাই বলো ভাই, প্রত্যেক কিছুরই একটা বয়স থাকে। নির্দিষ্ট সময় আছে।

আন্দ্রে আগাসী ৩২ বছর বয়সে চেষ্টা করেছিলো বিশ্বের এক নাম্বার টেনিস তারকা হতে। পারেনি। ২২ বছরের হিউটের কাছে হেরে গেছে! এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য সময় থাকতেই যা কিছু করার করে নিতে হয়। তুমি এখন কিশোর, যুবক তুমি। এখনই তোমার সেরা সময়। এখনই তোমার সৃষ্টি ও উদ্যমের সময়। আজই তোমাকে পরিকল্পনা নিতে হবে। আজই তোমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।


www.pathagar.com

আগামীকালের জন্য কিছুই রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কাল পর্যন্ত বাঁচার গ্যারান্টি তোমাকে কে দেবে? আজকের কাজ আজকেই শেষ করতে পারবে যে, ভাগ্য তারই কপালে চুমো খাবে। চারদিকে যে দিন বদলের হাওয়া, যুগ বদলের গান- সেখানে তুমিই হবে প্রধান নায়ক।

দিন বদলের সংগ্রামে তুমিই হবে সিপাহসালার। "যাত্রা তব শুরু হোক কর হানি দ্বারে-নবযুগ ডাকিছে তোমারে।"

সেই করাঘাতের প্রথম দিনেই তোমার বন্ধ দরোজা খুলে দাও। খুলে দাও সব কটি বন্ধ জানালা, নতুন দিনের সূর্যালোকে আলোকিত হোক তোমার সমস্ত স্বত্তা, সমগ্র জীবন।


www.pathagar.com

# সুস্থ দেহ সবল মন

জন্মের পর আমরা ধীরে ধীরে বড় হই। আমাদের তিনটি সত্ত্বা রয়েছে- দেহ, মন আর আত্মা। Body, Mind and Soul. দিন যত যায় আস্তে আস্তে আমরা বড় হতে থাকি। আমরা শরীরে বড় হই, মন বড় হয় এবং আত্মাও সমৃদ্ধ হয়। মানব শিশু মায়ের পেটে থাকতেই তার একটা আকার-আকৃতি লাভ হয়। অনেক শিশু মায়ের পেটে থাকতেই তার অসুবিধা দেখা দেয়। মায়ের যত্ন, নিয়মিত খাবার গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম ইত্যাদির ফলে অধিকাংশ শিশুই সুস্থ সবল নাদুস নুদুস হয়ে জন্মায়।

একজন শিশু জন্মের পর থেকে তার পরিবেশ, বাবা-মা, ভাই-বোনের যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, শরীর চর্চা, অসুস্থ হলে ডাক্তারের সেবা- ইত্যাদি সব কিছুর মিলিত চেষ্টায় তার শরীর সুস্থ থাকে। কথায় আছে - সুস্থ দেহ সবল মন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভাল থাকে।

## আমাদের পরিবেশ

যেখানে আমরা বসবাস করি সেখানেই আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের ছোট্ট ভাই বোনেরা সেখানেই আমাদের সাথে খেলে, গড়াগড়ি যায়। আমরা একে অন্যের সাথে মেলামেশা করি। আমরা জানি অধিকাংশ রোগ জীবাণু (Germs) সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়ায়। জীবাণু সাধারণতঃ বাতাস, পানি, ধুলা-বালি হয়ে মানুষের শরীরে ঢোকে। জীবাণু আমরা খালি চোখে দেখিনা। অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এসব দেখা যায় না। অথচ আমাদের চারদিকে জীবাণু আর জীবাণু। আমাদের পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

সেজন্য আমাদের প্রথম কাজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness) ঈমানের অংগ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়মিত পরিষ্কার করা ও রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজন ঘরদোরসহ আশেপাশের সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়লে পাঁচবার অজু করতে হয়। অজুতে শরীরের ঐ সমস্ত অংশ ধুতে হয় যেসবে প্রায়শঃই ময়লা লাগে। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতেই হাত-পা-মুখ ইত্যাদি ধুয়ে নিলে ভালো।

সকাল ও রাতে অন্তত দু'বার দাঁত মাজা প্রয়োজন। প্রস্রাব-পায়খানার পর ভালমতো পরিষ্কার করা প্রয়োজন। টয়লেট পেপার বা ঢিলা ব্যবহার, সাবান দিয়ে হাত ইত্যাদি ধোয়া আমাদের স্বাভাবিকভাবেই পরিচ্ছন্ন রাখে। খাওয়ার পরও অনুরূপ পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আমাদের হাত-পায়ের নখ নিয়মিত কাটা, চুল ধোয়া ও কাটা, লোমকূপ পরিষ্কার রাখা দরকার। কাপড়- চোপড় নিয়মিত না ধুলে নানা রোগ দেখা দেয়। অনেকে



www.pathagar.com

গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া নিয়মিত পরিষ্কার করেনা। এসব পরপর দু'দিনের বেশী পরা উচিত নয়। একজনের ব্যবহার করা কাপড় অন্যজন পরা মারাত্মক ক্ষতিকর। নিয়মিত গোসল, সাঁতার কাটা এক্ষেত্রে খুব কার্যকর।

অনেকেই ব্যস্ততার কথা বলে নিজের থাকা, খাওয়া, পড়া ও বসার জায়গা পরিষ্কার করেনা। তাদের বাথরুম, টয়লেট ইত্যাদিও খুবই অপরিচ্ছন্ন থাকে। পরিবেশ স্বাস্থ্যকর না হলে শুধু খেয়ে-দেয়ে স্বাস্থ্যবান থাকা যায়না। সেজন্য সবার আগে চাই একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে, সবুজ গাছ-গাছালির ছোঁয়া আছে; সর্বোপরি কোন রকম দূষণ নেই এমন একটি পরিবেশে বড় হতে পারলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

## খাওয়া-দাওয়া

আমরা বাঁচার জন্য খাই, খাওয়ার জন্য বাঁচিনা। ছোট্ট শিশুটি সেই যে মায়ের পেটে থাকতে খাওয়া শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে খায়। জীবনে একজন মানুষ তার স্বাভাবিক ওজনের ১৪০০ গুণ খায়। কিন্তু সে কেন খায়? কি খায়? কতটুকু তার খাওয়া প্রয়োজন?

সহজ কথায় বাঁচার জন্য আমাদের খেতে হয়। খেতে হবে। না খেয়ে যেমন নিজকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবেনা তেমনি আবার অতিরিক্ত খেয়েও নিজেকে মেরে ফেলা যাবেনা। মানুষের বৃদ্ধির জন্য বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ক্যালরি, খাদ্যপ্রাণ, ভিটামিনসহ নানা রকম উপাদানের। আমাদেরকে ছোট্টবেলা থেকেই এসব খাবারের যা যতটুকু প্রয়েজন ততটুকু গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। খাদ্যাভ্যাস ঠিকমত গড়ে না উঠার করণেও অনেক সময় আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। হয় অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাই না হয় রয়ে যাই রোগ শোকা।

**প্রতিদিন আমাদেরকে নীচের সাতটি গ্রুপের খাবার কম বেশী গ্রহণ করতে হবে**

১. সবুজ ও হলুদ রংয়ের শাক-সব্জি। যেমনঃ মিষ্টি কুমড়া, গাজর, লেটুস ইত্যাদি।
২. ফল-ফলাদি, অন্তত একটি ফল- কলা, কমলা, পেপে, পেয়ারা...।
৩. তাজা সব্জি ।
৪. দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার যেমন- পনির, দধি ইত্যাদি।
৫. প্রোটিন- মাছ, গোশত, ডাল, ইত্যাদি।
৬. শর্করা জাতীয় খাবার ভাত, গম বা ময়দার রুটি ইত্যাদি।
৭. চর্বি বিশেষ করে সবজি থেকে তৈরী চর্বি, মাছের চর্বি ইত্যাদি।

খাওয়ার ক্ষেত্রে রাসুল (স.) এর সুন্নত মেনে চললে আমাদের অনেক লাভ। এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি আর পেটের বাকী এক ভাগ খালি রাখলে শরীর সুস্থ থাকে।


www.pathagar.com

সারাদিন খাই খাই করলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকেনা।

খেতে হবে নিয়মিত, পরিমাণ মত, স্বাস্থ্যসম্মত। আর খাওয়ার পর তা হজম হতে হবে। যারা খায় অথচ হজম ঠিকমত করতে পারেনা তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকেনা। তবে অতিরিক্ত যত্ন নিতে গিয়ে না খেয়ে না খেয়ে গ্যাস্ট্রিক বা আলচার বাঁধালেও চলবেনা। দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকলে এসব রোগের জন্ম হয়।

ঘুমঃ অনেকেই ঘুম যেতে পারেনা। ঘুম তাদের হয়না। একজন সুস্থ শিশুর ঘুম দরকার ৮ ঘন্টা; কিশোরের দরকার ৬ ঘন্টা। যুবকের দরকার ৫ ঘন্টা। সাধারণতঃ ৬ ঘন্টা ঘুম একজন মানুষকে যথেষ্ট সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। আল্লাহ্ রাতকে ঘুমের জন্য আর দিনকে কাজের জন্য দিয়েছেন। এজন্য রাতে সকাল সকাল ঘুমানো ও অতি ভোরে সুবহে সাদিকের সময় ঘুম থেকে জাগা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। সবারই সেই কবিতাটি জানা আছে-

Early to bed, Early to rise,
*Makes a man healthy, wealthy and wise.*

আমরা সবাই নিশ্চয়ই সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও জ্ঞানী হতে চাই। যারা নিয়মিত সকালে আর দুপুরে ঘুমায় তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকেনা।

### ব্যায়াম ও খেলাধুলা

স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে নিয়মিত কিছু কিছু ব্যায়াম ও খেলাধুলা করা প্রয়োজন। প্রতিদিন সকাল বা বিকালে বিশ / পঁচিশ মিনিট হাঁটলে শরীর বেশ সতেজ থাকে। অনুরূপ কিছু কিছু ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম করা যায়। ব্যায়াম করলে শরীরের অতিরিক্ত ক্যালরি ক্ষয় হয়। ক্ষয় হলেই তবে আবার গ্রহণ করার ইচ্ছে জাগে, ক্ষুধা লাগে। সেজন্য আমরা মাঠ থেকে এক ঘন্টা ফুটবল, ক্রিকেট বা ভলিবল খেলে এলেই প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগে যায়।

একজন মানুষ দেহের দিক থেকে সুস্থ থাকলেই তার মন সুস্থ থাকে। আমরা আমাদের শরীরকে সুস্থভাবে গড়ে তুলি। গড়ে তুলি সুস্থ ও সবল মন। তারপরই নিজকে গড়ার জন্য কাজগুলো হয়ে যাবে খুবই সহজ।



www.pathagar.com

# মহানবী (স.) ও আজকের যুবক কিশোর

রবিউল আউয়াল মাস এলেই সমস্ত মুসলমানের মনে বেজে ওঠে গান-

*'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে / মধু পূর্ণিমারই ... সেথা চাঁদ দোলে।*
*'নবী এলেন, এলেন নবী গাইলো বনের বুলবুলি / নবী এলেন ....,*

ঘরে ঘরে আয়োজন হয় মিলাদ মাহফিলের। মসজিদে মহল্লায় আয়োজন হয় ছোট-বড় সুন্দর অনুষ্ঠানের। বড়দের সাথে সাথে ছোটরাও এসব মাহফিলে গেয়ে ওঠে - 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা / ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা / ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা / সালাওয়াতুল্লা আলাইকা'

কণ্ঠে কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়:

*'বালাগাল উলা বিকামালিহি*
*কাশাফাদ্দোজা বি জামালিহি*
*হাসুনাত জামিউ খিসালিহি*
*সাল্লু আলাইহে ওয়া আলিহি।'*

এ মাসের ১২ তারিখে আমাদের প্রিয় নবীর জন্ম দিন। আবার এ দিনেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের প্রিয় নবী পৃথিবীর সর্বকালের সেরা মানুষ। তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমতের ভাণ্ডার। সমস্ত মানুষের তিনিই নেতা। তাঁর ভালবাসাই সবার কামনা। চাওয়া পাওয়া। আল্লাহ্র তিনি প্রিয় বন্ধু, পেয়ারা হাবিব। আজ থেকে পনরশ' বছর আগে তিনি এসেছিলেন আরব দেশে। সমস্ত আরব তখন ছিল অন্ধকারে ঢাকা। হানাহানি, খুনাখুনি, অন্যায়, অবিচার ছিলো ওদের প্রতিদিনকার কাজ। নবী ওদের মাঝে এসে ওদেরকে এক আল্লাহ্র পথে ডাকলেন। আল্লাহ্র কালাম শিখালেন। এক সময় আরবরা তাঁর নেতৃত্বে মুক্তি পেল। পেলো কোরআনের রাজপথ। পেলো মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা।

নবীর (স.) শিক্ষায় এক সময় সবাই মুক্তি পেলো। পৃথিবী হলো সুন্দর। ইসলামের সুশীতল ছায়া সব মানুষকে মুক্তি, শান্তি ও সুখ দিলো। নবী (স.) এর বিদায়ের পর আবার পৃথিবীতে ধীরে ধীরে অশান্তি নেমে এলো। আমরা বর্তমানে সেই অশান্ত পৃথিবীর বাসিন্দা। এ সব অশান্তি থেকে বাঁচতে হলে আমরা যারা এখন কিশোর তাদেরকে সুন্দর হতে হবে। হতে হবে নবীজির প্রিয় উম্মত। সুন্দর মানুষ।



www.pathagar.com

## আজকের যুবক কিশোর

আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। মানুষ পাখায় ভর করে উড়ে গেছে চাঁদে, পা রেখেছে মঙ্গলে। আজ ইলেকট্রনিক্সের যুগ। পৃথিবী হয়ে গেছে একটা ছোট্ট গ্রামের মতো। আমেরিকায় একটা খেলা হচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামে বসেও সে খেলা জীবন্ত দেখা যাচ্ছে। লোক মরছে কসোভয়, ঘরে বসে আমরা তা দেখছি। 'ভালো থেকো' লিখে জন্মদিনে কানাডায় অবস্থানরত ছোট ভাইয়ের কাছে জানিয়ে দিতে সময় লাগছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

কত যুবক কিশোর রয়েছে পৃথিবীতে? শতকরা ৩০ জন যুবক কিশোর। পৃথিবীর মানুষ যদি হয় ৬০০ কোটি তাহলে যুবক কিশোরের সংখ্যা ১৮০ কোটি প্রায়। এরাই পৃথিবীর ভবিষ্যত। আগামী পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত এদের কাঁধেই যাবে। আজ তাদের সবাইকে গড়ে উঠতে হবে সুন্দর হয়ে। ফুলের সৌরভ আর মনকাড়া রং নিয়ে তাদের বেড়ে উঠতে হবে।

কিন্তু সে ব্যবস্থা কোথাও নেই। ঘরে নেই, স্কুলে নেই, সমাজে নেই, রাষ্ট্রে নেই, আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় নেই। সব খানেই নেই নেই রব।

জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত। জন্মের পর একটি সুন্দর নামের অধিকার, পিতার পরিচয়ের অধিকার, দুর্যোগে আশ্রয়ের অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তার অধিকার - কোন অধিকারই তারা পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছেনা। উন্নত দেশগুলোতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিশু ভ্রূণ হত্যা করা হয়। অধিকাংশ দেশে শিশুরা অপুষ্টি, অনাহার, অচিকিৎসা ও অবহেলার শিকার।

কত ছেলে-মেয়েই যে পিতার পরিচয় জানেনা সে খবর কে রাখে? কে ওদের বুকে নিয়ে একটু আদর করে? পিতৃ-মাতৃহীন এইসব ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা বন্ধ। দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছেনা তারা। বাবা-মা যাদের আলাদা হয়ে গেছে এমন ছেলেমেয়েরা নিরাপত্তা হারাচ্ছে, ভবিষ্যত হারাচ্ছে। শিশুদের ধরে ধরে পাচার করা হচ্ছে একদেশ থেকে আরেক দেশে। যুবকদের করা হচ্ছে এসবের বাহক। কোথাও তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়া হচ্ছে, কোথাও তাদের বানানো হচ্ছে উট দৌড়ের জকি, কোথাও তারা তৈরী হচ্ছে খারাপ কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে। অসংখ্য শিশু পঙ্গু হচ্ছে যুদ্ধে, বাবা-মাকে হারাচ্ছে কিংবা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হচ্ছে।

অসংখ্য ছেলে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। বই পড়ছে। ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙ্গাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ হবার শিক্ষা পাচ্ছে কি?



www.pathagar.com

বইতে অনেক পড়া আছে, ছড়া আছে, কবিতা আছে, মজার মজার গল্প আছে, হয়তো ম্যালা কিছুই আছে- কিন্তু সেখানে নেই মানুষ হওয়ার কথা, নেই উদার হবার কথা, সৎ থাকার কথা।

দেশকে ভালবাসার কথা, মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের কথা, সমাজের প্রতি দায়িত্বের কথা - এসব শিখতে পারছেনা আমাদের যুবক কিশোররা। টেলিভিশনের সামনে বসে, ভিডিও গেমস খেলতে গিয়ে, ইন্টারনেটে প্রবেশ করে এরা আধুনিক হচ্ছে, জানতে পারছে অনেক কিছুই, পাশাপাশি তাদের ভেতর জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য অসৎ ইচ্ছা, তারা হয়ে উঠছে বেপরোয়া, এমনি খুন-খারাবীতেও তারা জড়িয়ে পড়ছে অনাকাঙ্খিতভাবে।

## একজন যুবক কিশোর এর জন্য নবী (স.) এর আদর্শ

নবী করিম (স.) কেমন ছিলেন? কেমন ছিলো তাঁর চরিত্র? নবী (স.) এর স্ত্রী মা আয়েশা বললেন- 'কেন; তোমরা কি কোরআন দেখোনি? নবী (স.) হচ্ছেন কোরআনের প্রতিচ্ছবি।"

আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান দিয়েছেন 'আল ইসলাম'। আল ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ কোরআন আকারে নবী করিম (স.) এর উপর নাজিল হয়। আর নবী করিম (স.) কোরআনের বিধান সমূহকে বিস্ত ারিতভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেন। তাঁর জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনা, কথা, কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় হাদীস। কোরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে চিন্তা করলেই পাওয়া যায় শিশু-কিশোরদের জন্য আল্লাহর নবী কি আদর্শ রেখে গেছেন।

## আল্লার বান্দাহ হিসেবে

১. আল্লার উপর ঈমান আনতে হবে। কখনো শিরক বা অংশীদারিত্ব করা যাবেনা।

২. জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন করতে হবে, তাঁর নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৩. নামাজ কায়েম করতে হবে। রাসুল (স.) বলেছেন- 'সন্তানের বয়স সাত হলে তাকে নামাজ আদায় করতে বলো, দশ বৎসর বয়সে নামাজ না পড়লে ওদের মারো।'

কোরআনে রয়েছে- 'নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। 'নামাজ মু'মিনের মিরাজ' (আল্লাহর সাথে সাক্ষাত)।

## সমাজের একজন হিসেবে


www.pathagar.com

১. সন্তান হিসেবে আব্বা-আম্মার কথা মেনে চলতে হবে। তাদের অবাধ্য হওয়া যাবেনা।

২. ভাই-বোনের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবেনা। নবী (স.) বলেছেন- 'রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবেনা।'

৩. সমাজে বড়কে সম্মান ও ছোটদের আদর করতে হবে। হাদীসে আছে, 'যারা বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করেনা তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' রাসূল (স.) বড়দের সম্মান করতেন এবং ছোটদের আদর করতেন।

৪. সৎকাজ করতে হবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. সমাজের অভাবী লোকদের পাশে থাকতে হবে। ওদের সাহায্য করতে হবে। আমরা পেট পুরে খাবো আর প্রতিবেশী উপোষ করবে তা চলবেনা। রাসূল (স.) বলেছেন- 'ঐ লোক জান্নাতে যাবেনা, যে পেটপুরে খেলো আর তার প্রতিবেশী উপোষ করলো।'

৬. লজ্জাশীলতা থাকতে হবে। লজ্জা হচ্ছে ঈমানের ভূষণ। যার লজ্জা নেই সে সুন্দর মানুষ নয়। নবী (স.) যখন ছোট ছিলেন তখন একবার কাবা ঘরের মেরামতের কাজ চলছিলো। সব শিশুরা পরণের কাপড় খুলে তা মাথায় দিয়ে ইট টানছিলো। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ খালি মাথায় ইট টানছিলেন। তা দেখে চাচা আবু তালিব বললেন - সবার মতো তুমিও ওভাবেই ইট টানো। শিশু নবী একবার ওভাবে টেনেই লজ্জায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং লুঙ্গিখানা পরে নিলেন।

৭. আমাদের কথা সুন্দর হতে হবে। আল্লাহর নবী বলেছেন- 'তোমরা শিশুদের কবিতা শেখাবে। তাহলে তাদের কথা সুন্দর হবে। আল্লার নবী সব সময় সুন্দর কথা বলতেন।

৮. সমাজের কল্যাণে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে। নবী করিম (স.) যখন কিশোর তখনই তিনি যুদ্ধ, হানাহানি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণাই পোষণ করেননি বরং তা বন্ধের জন্য ছোটদের নিয়ে সংগঠন করেন। এ সংগঠনের নাম ছিল- 'হিলফুল ফুযুল'।

৯. সুন্দরকে গ্রহণ করতে হবে; অসুন্দরকে পরিহার করতে হবে। আমরা যতো বড় হবো ততবেশী নবীজির জীবন পড়বো। তাঁর জীবনের সব সুন্দর দিক নিজেদের খাতায় লিখে নেবো। সেসব সুন্দর দিক আমাদের জীবনেও ফুটিয়ে তুলবো। আর যেসব অসুন্দর বিষয় প্রিয় নবী পরিহার করতে বলেছেন সেসবেরও তালিকা করবো। ইচ্ছে করে কখনো ওসব বিষয়



www.pathagar.com

জীবনের জন্য গ্রহণ করবো না। কখনো যদি ভুলে কোন অসুন্দর বা খারাপ কাজ করে ফেলি সাথে সাথে তাওবা করবো।

১০. আমাদের যতো যা আছে তার সব কিছুর চেয়ে ভালবাসবো নবীকে। নবীকে ভালবাসলেই আল্লার ভালবাসা পাবো আমরা। নবীকে ভালবাসলেই আমাদের জীবন ফুলের মতো সুন্দর হবে। আমরা ফুটে উঠবো ফুলের সৌরভে।

১১. আজ অনেকেই আল্লাহর নবীর ব্যাপারে ভুল ও মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহর নবীর (স.) জীবন বিধান ইসলামকে সেকেলে বলে। ওরা বলে বেড়ায়- নবী (স.) যুদ্ধবাজ ছিলেন। ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে জয়ী হয়েছে। আসলে ওরা ইসলামকে জানেনা, জানতে চায়ওনা। আমাদের অনেক মুসলিম পরিবারেও আজ একই অবস্থা।

আমাদের কাজ হবে ওদের এই মিথ্যা প্রচারের জবাব দেয়া। ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা। নবী (স.) এর জীবনের সব প্রিয় ঘটনা সবাইকে জানিয়ে দেয়া। আসলে কি- নিজে না জানলেতো অন্যকে জানানো যায় না। আর নিজে না মানলেও অন্যকে মানানো যায় না। আমাদের লাইব্রেরীতে নবী (স.) এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী রাখবো, তা পড়বো ও অন্যদেরকে তা পড়াবো।

## চাই একটি ইসলামী সমাজ

আজকের শিশু-কিশোরেরা যেসব কষ্টের মাঝে আছে, পৃথিবীর বুকে যত অশান্তি আছে, হানাহানি আছে- যে কথাগুলো আমরা আগেই বলেছি সেখান থেকে ওদের বাঁচানোর পথ কি? ঘরে বসে বই পড়ে, নবীজির জীবনী জেনে, কিছু কিছু ভালো কাজ করে কিছু ভালো থাকা যায় কিন্তু পুরো পৃথিবীর অশান্তি তাতে দূর করা সম্ভব নয়। সমস্ত পৃথিবীর বুকে শান্তি আনতে হলে পথ একটাই। আর তাহলো নবীজির আদর্শে সমাজ গঠন। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন। নবীজি মক্কায় থেকে ইসলাম কায়েম করতে পারেননি। চলে গেছেন মদীনায়। প্রতিষ্ঠা করেছেন ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র। আর সে রাষ্ট্রই পরবর্তীতে সারা দুনিয়ার মানুষকে মুক্তি ও শান্তির পথ দেখিয়েছে।

আজ পৃথিবীর আবাল-বৃদ্ধ বণিতার মুক্তির সেই একটি মাত্র পথ। নবীর দেখানো পথে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন। সেই কাজ বড়দের শুধু নয়, যুবক-কিশোরদেরও।


www.pathagar.com

# তারুণ্য

জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের নাম তারুণ্য। জীবন যখন শৈশবের বাল্যখিল্য ও ভীতিমুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে বোধ ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ হতে থাকে তখনই তার গায়ে লাগে যৌবনের রং। ক্রমাগত জয় ও সাফল্য জীবনের যে অধ্যায়কে সর্বতো সুন্দর করে তোলে তাকেই আমরা বলি তারুণ্য।

বয়স যাদের ১৪ থেকে ৩০ কিংবা ১৫ থেকে ৪০ এর কোঠায় তারাই তরুণ, যুবক। জাতিসংঘ তারুণ্যকে ২৫ বছর ব্যাপী এক সুন্দর সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১৫ থেকে ৪০ এর মধ্যকার টগবগে ২৫টি বছর তাদের মতে তারুণ্য।

কিন্তু বয়সের এই চৌকাঠই কেবল তারুণ্যের চৌহদ্দি নির্দেশ করে না। তারুণ্য মনের ব্যাপার, বোধের ব্যাপার, কেবল বয়সের ব্যাপার নয়। তারুণ্য বয়সের সীমানা পেরিয়ে এই যে অসীমে হারায় এটাই তার প্রকৃত ধর্ম।

**কে তরুণ**

তরুণ এক অসাধারণ অনুপম সুন্দরের স্রষ্টা।
তরুণ এক অকল্পনীয় অসহনীয় ভাঙ্গনের প্রমিথিউস।
তরুণ এক অসাধ্য সাধনের পারঙ্গম কারিগর।

তরুণ এক প্রতিবাদী সাহসী সত্তা যার কোন অন্যায় অনাচার সহ্য হয়না। প্রতিবাদ ছাড়া সে বাঁচতে পারেনা। যেখানে সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে সেখানেই সে মিছিলের ভাষায় গর্জে উঠে। যেখানে প্রতিকারহীন মানবতা বারবার অশ্রু ঝরিয়ে বোবা কান্নায় মুষড়ে পড়ে, সেখানেই সে রূপান্তরিত হয় সিংহ দিলীর যোদ্ধা পুরুষে। নির্জীব, নিষ্প্রাণ নিরহংকার, নির্বোধ মানুষ নিরীহ বটে, তার শত্রু নেই কারণ তিনি বোবা, কিন্তু তিনি তরুণ নয়, তিনি সমাজ সভ্যতার গতি পরিবর্তনে বলিষ্ঠ কোন ভূমিকা রাখতে পারেননা। অহংবোধকে অন্যায় মনে হতে পারে কিন্তু তরুণের জন্য তা অপরিহার্য।

এই অহংবোধ মানে ইকবালের সেই 'খুদী' যেই খুদী বুলন্দ হলে মানুষ উর্ধ্বাকাশের 'শাহীন' হয়ে যায়। হীনমন্যতা তরুণের নয় এটি বার্ধক্যের লক্ষণ, শিশুত্বের বহিঃপ্রকাশ।

বড়ত্ব বা ছোটত্বের জটিলতা ও দ্বন্দ্বে ভোগে না তরুণ। সে বুঝে কাজ, কাজ আর কাজ। সৃষ্টি আর গড়া। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সে মেতে উঠে। রাত কিংবা


www.pathagar.com

দিন, পাহাড় কিংবা জঙ্গল, মরু কিংবা সাগর কিছুই তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। যৌবনাবেগে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকল কিছু। সমস্ত ভয়ংকরকে অতিক্রম করার এক অসম্ভব সুন্দর তার হাতের তলোয়ার। কালো, অসুন্দর, অসহনীয় ভয়ংকরকে ধ্বংস করে সেই সুন্দরের আয়োজনের মাধ্যমে।

## ফিরে দেখা সোনালী অতীত

**ইতিহাসের সকল কল্যাণ, সুন্দর ও ঐতিহ্যের রূপকার তরুণ।**

প্রৌঢ়ের প্রাজ্ঞতা, বৃদ্ধের পরামর্শ তরুণকে পথ দেখিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে কিন্তু কঠিন সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী আর গহীন জঙ্গল কেটে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মাড়িয়ে, আকাশের নীলিমা ছাড়িয়ে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে পথ রচনার কাজটি তরুণকে করতে হয়েছে।

**যার হয় ন'য়েই হয়, নইলে নব্বইতেও নয়।**

এটি বুদ্ধিবৃত্তির কথা। নয়তে বুদ্ধি না গজালে যেমন নব্বইতে গজায় না তেমনি যে তারুণ্যে কিছু করতে পারেনা পরবর্তীতে তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা দুরাশামাত্র। এরপরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকে, সেটি স্বাভাবিকতা নয়। ব্যক্তি থেকে সমষ্টিগত সব রকম অর্জনের দিকে নজর দিলে দেখতে পাবো তারুণ্যই অর্জনের সময়। দশ বছরের প্রত্যয়দীপ্ত বালক আলীই পেরেছিলেন আবু জাহেল, আবু সুফিয়ানদের রক্তচক্ষু ও বুদ্ধিবৃত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে নবী মুহাম্মদের (স.) পাশে এসে দাঁড়াতে। অহুদের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাফেরদের জয়ের নায়ক তরুণ সেনাপতি খালেদই পেরেছিলেন মুসলিম জাহানের সীমানাকে দিগন্ত বিস্তারী করার জন্য একের পর এক রোম-পারস্যের হৃদকম্পন সৃষ্টি করতে। জিব্রাল্টার পাড়ি দিয়ে তরুণ সেনানায়ক তারেক পেরেছিলেম স্পেনের বুকে চাঁদ-তারা খচিত ইসলামী নিশান উঁচিয়ে ধরতে।

মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনেরও বহু আগে যুবক মুহাম্মদ বিন কাসেম সক্ষম হয়েছিলেন সিন্ধু পাড়ি দিয়ে ভারত বর্ষে ইসলামের মশাল জ্বালাতে। তারুণ্য দীপ্ত বখতিয়ার পেরেছিলেন সতের সওয়ারী নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের বাংলায় লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তিদাতা, ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হতে। মাত্র বার বছরের কিশোর আকবর, যুবক বাবর পেরেছিলেন বিশাল ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস রচনা করতে।



www.pathagar.com

ক্রীড়াঙ্গনে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ছে কারা? টেনিসে র‍্যাংকিং এর অবিশ্বাস্য রেকর্ড ভেঙ্গে গড়ছে কে-স্টেফি, হিঙ্গিস ওরাইতো। ক্রিকেটে ব্যাটে বলে আগুন ঝরিয়ে রেকর্ড গড়ছে কারা - শচীন, আফ্রিদি, আজহার, আকরাম, লারা, জয়সুরিয়াসহ নাম নাজানা অসংখ্য তরুণ।

মাত্র ৬ বছরের শিশু হোসেন তাবাতাবায়ী যখন কম্পিউটারের মতো সমস্ত কোরআন শরীফ মুখস্ত করে ফেলে, প্রতিটি বিষয়ে কোরআনের আয়াত অনর্গল বলতে থাকে, আরবীতে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তব্য রেখে সবাইকে চমৎকৃত করে, শেখ সাদীর রচনাবলী মুখস্ত বলতে থাকে তখন কি তারুণ্যকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়।

যদি তাকাই স্বাধীনতার ইতিহাসের দিকে, যদি চেয়ে দেখি ইতিহাসের চেনামুখগুলোর দিকে-কারা ওরা? দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলোর ভালবাসার স্রোতে যে বিজয়ী নেলসন ম্যান্ডেলা-যৌবনই তার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, ত্যাগ ও সাধনার সময়। কর্ম ও সাধনার এক মহৎ প্রেরণা তিনি। এখনও তিনি তরুণ। সেদিনও তিনি বলেছেন - "আমি বুড়িয়ে যেতে চাইনা"। ঠিক যেমনটা চাননি শেখ সাদী।

আমাদের অতীতে তাকাই। বৃটিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তরুনরাই ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই কিশোর গেরিলারা বুকে মাইন পেতে শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে যদি আত্মদান না করতো আজ কোথায় থাকতাম আমরা। মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে নয়, বোনের স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে নয়, বাবার শক্তচাহনীতে ঘরের আড়ালে লুকিয়ে নয় - ঘরের বাঁধন কেটে পিছুটানমুক্ত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তরুণরাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

'গণতন্ত্রের মুক্তি চাই, শ্লোগানে সুসজ্জিত হয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পনকারী তরুণ নূর হোসেনের স্মৃতি কি কোনদিন হারিয়ে যেতে পারে? 'জান্নাতের সিঁড়িতে দেখা হবে- মা' বলে রাজপথে শ্লোগানে মেতে ওঠা তরুণ আমীর হোসাইন আর তার সঙ্গী হাফেজ আব্দুর রহীমকে কেউ ভুলে থাকতে পারবে?

এরাই আমাদের অতীত, এরাই আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গর্বের ধন এরাই। আজও কি নদীতে হারিয়ে যাওয়া 'আমিনার' আঁচলের রেশ ধরে বোনকে বাঁচাবার আশায় আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনা ছোট ভাই আব্দুর রহীম? পাশের ঘরে লেলিহান অগ্নিশিখার বিরুদ্ধে পানি আর বালির যুদ্ধে নিরন্তর লেগে যায়না


www.pathagar.com

পাড়ার তরুণেরা? বন্যায় ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার অদম্য প্রেরণায় গাঁয়ের তরুণরা কি আজও জোট-বদ্ধ হয়না?

কল্যাণ ও সৃষ্টির জন্য যুথবদ্ধ হতে দেখা যায় তরুণকে। অকল্যাণ ও ভাঙ্গনের জন্য কি ওভাবে কেউ যুথবদ্ধ হয়? হয়না, হতে পারেনা।

**আজকের তারুণ্যঃ গন্তব্য কোথায়?**

চারিদিকে এক ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পরিবেশ। কোথায় ছুটছে আমাদের তরুণেরা? কোথায় এদের গন্তব্য। ঘটনা-দুর্ঘটনার শিকার কিংবা নায়ক যাই হোক না কেন প্রতিদিনের কাগজের পাতা উল্টালেই তরুণ তরুণীদের ছবি আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে। এইতো মাত্র বারো বছরের তরুণ ঈশা, আঠারো বছরের টগবগে তরুণ তারেক কাসেম, উনিশ বছরের তরুণী ইয়াসমীন, ষোড়শী শীলা, কেন ওদের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি? বিশ্বের শতকরা ২৪ জন মানুষ তরুণ। তরুণের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মৃত্যু ও জন্মের অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকছে তরুণ। তাকে তো টিকতেই হবে। একটি টেকসই মানব সমাজে তরুণরাই হচ্ছে প্রাণ। পৃথিবীর বিশাল দিগন্তে চোখ বুলিয়ে শুধু বাংলাদেশকে নিয়েই যদি আমরা চিন্তা করি খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। এক বিরাট ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের যুব তরুণ সমাজ।

বিশেষ করে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গামী তরুণ তরুণীদের পোষাক আশাকে, কৃষ্টিতে কালচারে এক মারাত্মক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। মৃদুমন্দ সমীরণে তারা প্রফুল্লচিত্ত হলে দোষের কিছু ছিলনা। কিন্তু এ যে কাল বৈশাখির মরণ ছোবল! ঘরের বাঁধন টুটে ওরা ছুটে চলে অজানা শংকায় পথ হারানো গন্তব্যে।

ষোড়শী এলিয়েদা এমনি এক গন্তব্যহীন ছুট দিতে গিয়ে হেরোইনসহ ধরা পড়ে বাংলাদেশে। দুঃসহ সময় কাটে তার কারাগারের অন্ধকারে। তার জন্য ছুটে আসতে হয় মার্কিন মুলুক থেকে উদ্ধারকারী দলকে।

বার বছরের ইশা মা বাবার অনুপস্থিতিতে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে মেতে ওঠে তুমুল আড্ডায়; ভিসিআর, আর ডিশ এর বিরাট আয়োজনের কাছে হেরে যায় ওর কিশোর মনের কোমলতা, বন্ধুদের হাতে নির্মম নির্দয়ভাবে প্রাণ হারাতে হয় তাকে।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে হাইভলিউমে ব্যান্ড শুনতে শুনতে তারেক কাসেম বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলো মেঘনা তীরে। ওর শিল্পপতি পিতা আজো পুত্রশোকে কাতর। তাঁর ছেলেকে তিনি আর ফিরে পাননি।



www.pathagar.com

কোথায় কেন হারিয়ে গেলো মা-বাবার এই বুকের ধন? সিনে প্রেমের মহড়ায় আবেগআপ্লুত তরুণ রাস্তা ঘাট, স্কুল-কলেজ, পার্ক স্ট্রীট সর্বত্র উত্যক্ত করছে নারীকে। প্রত্যাখ্যাত হলে হয় এসিডে দগ্ধ করছে সুন্দর মুখের সেই মেয়েটিকে, না হয় তুলে নিয়ে রাত ভর নির্যাতন করে হাত কেটে, গলাকেটে ফেলে রাখছে রাস্তার ধারে।

শুরু হয়েছে মডেলিং আর সুন্দরী প্রতিযোগিতার ঢল। রাতারাতি তারকা খ্যাতির আশায় সুন্দরী মেয়েটি ছুটে যাচ্ছে মডেলিং কোম্পানীর কাছে, অংশ নিচ্ছে ওদের ইচ্ছে মতো ফটো সেশনে। কয়জনের তারকাখ্যাতি জোটে? অধিকাংশ মেয়েকেই ব্ল্যাকমেইল এর শিকার হতে হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ধীরে ধীরে তাকে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে কুৎসিত এক আদিম ব্যবসার সাথে। কে জানে কত তরুণী এভাবে এক সময় আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায়।

স্রোতের মতো ভেসে যাচ্ছে এবং আসছে তরুণ দল। গডফাদারদের নিয়ন্ত্রণে এরা চলে। বয়ে আনতে হয় ড্রাগ, অস্ত্র আর নিষিদ্ধ ঔষধ। ছোট একটি শহরে হাজার হাজার তরুণ তরুণী এতে জড়িয়ে পড়ছে। এই তরুণ-তরুণীরা ড্রাগ আসক্ত হয়ে পড়ালেখা লাটে তুলেছে। পয়সার অভাব হলেই বাবা মার পকেট কাটছে, ঘর বাড়ীর কোন কাজে এদের আগ্রহ নেই, একমাত্র শান্তি ড্রাগ নিয়ে, সিরিঞ্জ পুশ করে অচেতন হয়ে পড়ে থাকার মধ্যে। এভাবে শেষ হচ্ছে অসংখ্য তরুণ তরুণীর জীবনী শক্তি।

ডিশের বদৌলতে সংস্কৃতির তথাকথিত মুক্ত হাওয়ায় অবগাহন করে সর্বত্র শুরু হয়েছে টিএনএজ ভালবাসা, টিএনএজ ক্রেজ আর তারই পরিণতিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছে টিএনএজ ক্রন্দনে। কে দেখছে এসব? দেশের প্রায় এক কোটির উপরে যুবক বেকার। এদের হাতে কাজ নেই, কর্ম নেই, ওদের নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। বেকারত্বের এই সুযোগ নিয়ে মাফিয়াচক্র এই তরুণ তরুণীদেরকে তাদের খপ্পরে টেনে নিচ্ছে।

কি আশ্চর্য! এই ছোট দেশে প্রতি বছর ৫০০ কোটি টাকার মাদক পাচার হয়। ১০ লাখ লোক এই ব্যবসার সাথে জড়িত। তার অধিকাংশ তরুণ। প্রতি বছর শত শত তরুণ তরুণী অকালে ঝরে পড়ছে অবৈধ অস্ত্রের নির্মম আঘাতে। মাঝে মাঝেই দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোতে প্রকাশ্য অস্ত্রযুদ্ধ হয়। কারা এই তরুণদের জীবন সংহারী ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক?


www.pathagar.com

## কেন ওরা এমন হলো

কেন ওরা এমন হবেনা? আমাদের সমাজ সভ্যতা, আমাদের পরিবারগুলো, আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা কোথায়ও আমরা কি পেরেছি আমাদের তরুণদের জন্য একটু সুন্দর আয়োজন রচনা করতে। আমরা পারিনি। ওরা আজ তাই বেড়ে উঠছে 'নেই রাজ্য, নৈরাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে।'

আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে। যে দেশের শতকরা ৩০ জন শিশুকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বড় হতে হয় সেদেশের শিশুরা কি করে প্রাণবন্ত তরুণে রূপ নেবে। জন্মের পর থেকেই বৈষম্য, অসাম্য ও অবহেলার শিকার এসব তরুণেরা ভেতরে ভেতরে একটি চাপা ক্ষোভ লালন করতে থাকে। এই ক্ষোভই পরবর্তীতে রূপ নেয় নানা অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণে। শৈশব কৈশরে আধাপেটা খেয়ে বেড়ে ওঠা, বই পুস্তক নিয়ে স্কুলে যাওয়ার বয়সে কর্মজীবি মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার বিড়ম্বনা যাদের আছে তারা কেমন তরুণে রূপ নেবে?

আমাদের তরুণদের আমরা বড় করতে চাই, ভাল করতে চাই, চাই সোনার মানুষ করতে। অথচ তার আয়োজনটা কি? আম পেতে হলে বাগানে জাম গাছ লাগালে কি চলবে?

শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে বাগানের সেই গাছ যা থেকে আমরা ফল খেতে চাই। আমাদের শিশু কিশোর যুবকরা তৈরী হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একটা অপরিকল্পিত, অনুপযোগী ও অসুন্দর আয়োজন। বৃটিশের রেখে যাওয়া কারখানা থেকে কি করে বাংলাদেশের উপযোগী উৎপাদন সম্ভব?

আজ তাই শিশুদের হাতে হাতে ভারতীয় বা বিদেশী পাঠ্য বই। এসব বইতে আমাদের দেশের প্রতিফলন নেই। ওরা এমন হলো আমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রার ছায়াপাতের কারণে। অনেক পরিবারেই অর্থ বিত্ত বাহ্যিক জৌলুস সবই আছে, নেই সেখানে চিত্তসুখ, দেখার মতো সুন্দর পরিবেশ।

মা-বাবার দাম্পত্য কলহ, পরকীয়া প্রেম, বড় ভাই বোনদের বল্গাহীন জীবনধারায় ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা তরুণ তরুণীকেও অসুস্থ মন নিয়ে বেড়ে উঠতে বাধ্য করে। ডিশ কালচারের খপ্পরে পড়ে ওদের জীবনে পারভারশানকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। মা-বাবা, ভাই-বোনের মাঝে পারস্পারিক শ্রদ্ধা



www.pathagar.com

ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ রচনা হওয়ার কথা তা হচ্ছে না কারণ অধিকাংশ পরিবার তা ধরে রাখতে ব্যর্থ।

তরুণ তরুণীরা কি শুধু পড়ে শেখে? না, তারা অধিকাংশ বিষয় দেখে শেখে। তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে অনেক অভিভাবকই আজকাল সন্তানের অভিভাবকত্বের ব্যাপারে অসচেতন। তারা সন্তানকে বেড়ে ওঠতে দিতে চান পাশ্চাত্য ধাঁচে। ওরা ওদের মতো চলবে, যেমন খুশী করবে, বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হুল্লায় মেতে উঠবে। যেখানে খুশী সেখানে যাবে। আর অভিভাবক শুধু তাদের চাহিদা পূরণ করতে থাকবেন। এর ফলে কি হচ্ছে? উঠতি তরুণ তরুণীরা নিজের রুমে বন্ধু বান্ধব নিয়ে রাতভর আড্ডা দিচ্ছে, ড্রাগ নিচ্ছে, দুষ্ট চিন্তা থেকে নানারকম অপকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে তার পড়ালেখার ক্যারিয়ার ধ্বংস হচ্ছে। অথবা পড়ালেখা ঠিক থাকলেও তাদের কোন নৈতিক মান থাকছে না।

একটি দরদী সমাজের বাসিন্দা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা এবং গোটা সমাজকে দরদী সমাজে পরিণত না করতে পারলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কি হিসেবে গড়ে উঠবে? আমরা কাদের উপর ভর করে সামনে এগুবো? আমরা কি বারবার পেছনে হাঁটবো?

## তারুণ্যই আমাদের সুন্দর আগামীর প্রতিশ্রুতি

আমাদের এক সময় বলা হতো 'তলাহীন ঝুড়ি'। আজ আমরা তলাহীন নই। আমরা আর তলাহীন থাকতে চাই না। ইতোমধ্যে ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় আমরা অতিক্রম করে এসেছি। আমরা বিশ্ব সভায় একটু হলেও স্থান করে নিতে পেরেছি। আগামী শতাব্দীতে আমরাই হবো সভ্যতার অন্যতম নিয়ামক। 'অ্যারমাগেডন' এর ধাক্কা সামলিয়ে পশ্চিমা সভ্যতা কতটুকু সামনে যেতে পারবে জানি না, আমরা কিন্তু 'হান্টিংটন' এর আশংকাকে সত্যে পরিণত করে পাশ্চাত্যের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো। নেই, নেই এবং নেই এর বিরাট শূণ্যতার মাঝেও আমাদের আছে লক্ষ কোটি তরুণ, ওদের বেকার হাত। এই শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় কাজ চায়, চায় হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা, ওরাও দেশ গড়ার কারিগর হতে চায়, স্বপ্নময় পৃথিবীর বাসিন্দা হতে চায়।

এখন দেখতে চায় ওদের চোখে বড় হওয়ার স্বপ্ন, হৃদয়ে দেশ মাতৃকার জন্য প্রগাঢ় ভালবাসা আর নিজের প্রতি অবিচল আস্থা জন্মিয়ে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসলেই হলো।


www.pathagar.com

# মানুষের পরিচয়

## বিচিত্র এ পৃথিবী

কি বিশাল এ পৃথিবী! কি বিচিত্র এর সবকিছু। সাত সমুদ্র, সাত মহাদেশ, গহীন অরন্য-বন বনানী, কত বড় পাহাড়, বরফে ঢাকা হিমালয়, কি ভীষণ আগ্নেয়গিরি! এত বড় পৃথিবীটাও কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা সৃষ্টি।

গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের নাম আমরা জানি। একটি ছায়াপথে রয়েছে অসংখ্য, অগণিত নক্ষত্র।

পৃথিবীর মত কয়েক কোটি পৃথিবীর স্থান হবে এক একটি নক্ষত্রে। ও রকম অসংখ্য নক্ষত্র থাকবে এক একটি ছায়াপথে। ওরা পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দুরে? কত দুরে?

আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। ধরি পৃথিবীর বয়স এখন ৫০০ কোটি বৎসর। কোন কোন নক্ষত্র থেকে সেই যে প্রথম দিন থেকে আলো আসছে সে আলো আজো পৃথিবী ছুঁতে পারেনি।

কত পথ চললো ওরা? ৫০০,০০০০০০০ (পাঁচ শত কোটি বছর) ×৩৬৫ (দিন) × ২৪ ঘন্টা × ৬০ মিনিট × ৬০ সেকেন্ড × ১,৮৬,০০০ কি.মি.= অসীম মাইল। এ হিসাব করা কি সম্ভব? অসম্ভব।

নারকেল, খেজুর, তাল, সুপারী গাছ, কত গাছইতো আমরা দেখি।

দেখতে প্রায় একই রকম। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময় খেজুর গাছের মাথা কাটলে রস বের হয়, তাল গাছেরও কিছু হয়, কিন্তু সুপারী বা নারকেলের তা হয় না। আবার খেজুর বা তাল গাছের গোড়া কাটলে কি রস হয়? হয় না। ওদের মাথাটাই যেন রস তৈরীর কারখানা।

একই মাটি, একই রস- অথচ গাছে গাছে বিচিত্র ফুল, বিচিত্র ফল, বিচিত্র পাতা। এই বিশাল সৃষ্টি জগত কি করে এত বিচিত্রতা নিয়ে হলো?

## প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা আছে এবং জগতের সব কিছুর স্রষ্টা একজন

একটি গল্প আমাদের জানা। ইমাম আবু হানিফার গল্প। এক লোকের সাথে তার তর্ক - সব কিছু এমনি এমনিতেই হয়। ঠিক হলো তর্কের জন্য নির্দিষ্ট দিন। সময় দেয়া আছে দশটায়। আবু হানিফা এলেন সাড়ে দশটায়। কেন এত দেরী? আবু হানিফা বললেন - আমিতো নদীর ওপাড় থেকে এলাম। নদীর পাড়ে এসে দেখি নৌকা নেই। অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখি ভেসে



www.pathagar.com

ভেসে এলো কাঠ, এলো পেরেক, হাতুড়ি, এলো বাদাম ইত্যাদি। তারপর হয়ে গেল নৌকা। আর সাথে এলো একজন মাঝি। ব্যস, এতে যা একটু দেরী।

ভদ্রলোক বললো - তা কি করে হয়! নৌকা কি এমনি এমনি হয়?

ইমাম এবার বললেন- একটা ছোট্ট নৌকাই যদি এমনি এমনি না হয়, তাহলে কি করে এত বড় পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহরাজী এমনি এমনি হয়? লোকটি পরাজয় মেনে নিলো।

সব কিছুরই স্রষ্টা থাকে। সেই সাথে থাকে সেটি কিভাবে চালাতে হয় সে ব্যাপারে স্রষ্টার বিধান। একটা ঘড়ি, গাড়ী বা একটা উড়োজাহাজের কথাই ধরি না কেন। এর যিনি স্রষ্টা যেভাবে চালাতে বলেন তা না করে যদি আমি উল্টো - পাল্টা করি তা কি ঠিক মতো কাজ করবে? করবে না।

কেউ কেউ বলে থাকেন - স্রষ্টা একাধিক।

পৃথিবীর নানা সৃষ্টি ও বিচিত্র বিষয়ের দিকে একবার দেখি। সূর্য কি একই নিয়মে পূর্ব আর পশ্চিমে ওঠে এবং ডোবে না? নদীতে জোয়ার ভাটা একই নিয়মে হয় না? সমস্ত সৃষ্টির ভিতরে কি একই নিয়ম-শৃঙ্খলা ক্রিয়াশীল নয়? যদি স্রষ্টা একাধিক থাকতো তাহলে সমস্ত সৃষ্টিতে ঐসব স্রষ্টার এককেকটা খেয়াল-খুশী চলতো এবং জগতে শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকতো না। এক সময় ডারউইন নামক একজন বিজ্ঞানীর দেয়া তত্ত্ব মতে বলা হতো- মানুষ বানরের বংশধর। পরিবর্তন হতে হতে বানর থেকে মানুষ হয়েছে। ডারউইনের তত্ত্ব এখন অচল। আসলে উন্নত বিশ্বে বহু আগেই এটি বাদ পড়েছে। Theory বা তত্ত্ব একটি নিয়মে তৈরী হয়। Hypothesis, এরপর Antithesis এরপর Synthesis এবং সবশেষে Theory.

## মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব

আঠারো হাজার মাখলুকাতের মাঝে মানুষ সেরা। আশরাফুল মাখলুকাত। বাকী সব সৃষ্টিকেই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষ কেবল একটি সৃষ্টি মাত্র নয়। স্রষ্টার সে প্রতিনিধি, খলিফা। তার কাজ দুটো - আল্লাহর দাসত্ব ও তার প্রতিনিধিত্ব করা।

আল্লাহ বলছেন- 'মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবলমাত্র আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিভূ বা প্রতিনিধি পাঠাবো।' এই হচ্ছে কোরআনের ভাষ্য।


www.pathagar.com

**মানুষের জীবন চক্র**

পদার্থ বিজ্ঞানে শক্তি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব আছে। 'শক্তি অবিনাশী, তার কেবল রূপান্তর ঘটে।" মানুষের মূল তার দেহ নয়, রূহ বা আত্মা, জীবন বা প্রাণ।

প্রাণকেই আমরা বলি শক্তি। এই প্রাণেরও বিনাশ ঘটেনা। জন্মের পূর্ব থেকে আমরা একটা জীবন চক্রে ঘুরতে থাকি।

**প্রথম স্তরঃ** আলমে আরওয়াহ।

**আল্লাহ সমস্ত রূহ বা মানব আত্মা সৃষ্টি করে এক বড় জমায়েত করেন। সে জমায়েতে প্রশ্ন করেন- আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সমস্বরে সেদিন আমরা বলেছি- হ্যাঁ। সেই যে রূহের জগত বা আলমে আরওয়াহ; সেখানে একেকজন একেক মেয়াদের জন্য থাকছেন। ৫০০ কোটি বছরের কেউ কেউ সেখানে** আছে।

**প্রথম স্তরঃ** আলমে দুনিয়া।

মানুষকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এখানে আসতে হয়। পৃথিবীর প্রথম মানুষ 'আদম' (আ.), তাঁর স্ত্রী 'হাওয়া'। এ দুজনকে আল্লাহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করেছেন। পৃথিবীতে পাঠিয়েছেনও বিশেষ প্রক্রিয়ায়। আর সব মানুষই আদম হাওয়ার সন্তান হিসেবে বিশেষভাবে মায়ের উদরে বাবার ঔরষে জন্ম নেয়। এখানে তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকে। অতঃপর মৃত্যু অবধারিত। সবাইকে মরতে হয়। সবচেয়ে ছোট এখানকার অবস্থান।

**তৃতীয় স্তরঃ** আলমে বরযাখ।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ জগতে সবার প্রবেশ ঘটে। একেই আমরা বলি কবর। **এখানেও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। প্রথম মানুষ তো প্রায় ৫০০ কোটি বছরই ওখানে আছে।**

**তৃতীয় স্তরঃ** আলমে আখেরাত।

মৃত্যুর পর অপেক্ষার প্রহর শেষে একদিন সকলকেই হিসেবের জন্য ঐ আদালতে দাঁড়াতে হবে। সে দিনের বিচারের পর কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামে যাবেন। আর ওখানে থাকতে হবে অনন্তকাল। ৫০০/৭০০ মত **কোটি বছর মাত্র নয়।**

এ জীবন চক্রের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সময়টাই সবচেয়ে দামী, গুরুত্বপূর্ণ। ওর উপরই নির্ভর করছে জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য বা ব্যর্থতা। আদদুনিয়াউ মা'জরাআতুল আখিরাহ। দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শষ্য ক্ষেত্র।



www.pathagar.com

এ যেনো মৌসুম শেষে ধানের ক্ষেতে চাষীর উপস্থিতির মতো। সফল চাষী সে যে সময় মত বীজ বুনেছে, সার দিয়েছে, নিড়ানী দিয়েছে আর মাঠে পেয়েছে বিপুল ফসল। আর যে এর কিছুই করেনি মৌসুম শেষে ফসল কাটতে এলে তাকে কাটতে হবে আগাছা।

### মানুষ সৃষ্টির আগে

পৃথিবীতে মানুষের আগে অন্য জাতি ছিল। জ্বীন জাতি। কিন্তু জ্বীনরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করলো। হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি করলো। আল্লাহ্ ফেরেশতা পাঠিয়ে ওদের ধ্বংস করলেন। ধ্বংস করতে আসা ফেরেশতারা একজন সুবোধ সুন্দর জ্বীন বালকের প্রতি স্নেহ হলো। আল্লাহকে বলে সেই বালককে ফেরেশতাদের মহলে নিয়ে নিলো। নাম দিলো আজাজীল। ঐ আজাজীল বড় হলো। ইবাদত করতে করতে সবার শীর্ষে এলো। সবার শীর্ষে আসা এই আজাজীলই পরে হলো শয়তান। সে কথা পরে আসছে।

### আল্লাহ্ স্থির করলেন মানুষ বানাবেন

তিনি যা চান তাই হয়ে যায়। 'কুন্-ফায়াকুন'। এর ব্যবস্থাপনার জন্য ফেরেশতারা হলো কর্মচারী। তাদের জ্ঞান/দায়িত্ব সব কিছু সীমিত। কেউ রিয্ক বন্টন করে, কেউ পানি বন্টন করে, কেউ জীবন নিয়ে যায়। এদের ডাকলেন। না ডাকলেও পারতেন। তবুও পরামর্শের শিক্ষা দেয়ার জন্য ডাকলেন। ডেকে বললেন - আমি পৃথিবীতে প্রতিভূ, খলিফা পাঠাবো।

ফেরেশতারা বললো - আপনি কি এমন কাউকে বানাবেন যারা গিয়ে হানাহানি, রক্তারক্তি করবে? আপনার তসবিহ্ তাহ্লিল করা আর হুকুম পালনের জন্য আমরাইতো রয়েছি। আল্লাহ্ বললেন - আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

অতঃপর ফেরেশতা ও আদমকে বসিয়ে সৃষ্টি জগতের সব কিছুকে তাদের সামনে আনলেন। কিছুটা সিডি বা ভিসিডি চালানোর মতো। সব কিছু আসতে লাগলো একের পর এক।

এবার বললেন - এসবের নাম বলো; ফেরেশতারা বললো - আমরাতো তাই-ই জানি, যা আপনি শিখিয়েছেন। এবার আদমের পালা। আদম সব কিছুর নাম বললেন। আল্লাহ্ বললেন- ফেরেশতারা, আদমকে সেজদা করো।

সবাই সেজদা করলো, করলোনা ইবলিস বা আজাজীল। সে বড়াই করলো। বললো আমি আগুনের আর আদম মাটির। কেন আমি তাকে সেজদা করবো? অতঃপর আল্লাহ্ বললেন - দুর হ, 'তুই অভিশপ্ত'।



www.pathagar.com

এরপর আদম হাওয়াকে বেহেশতে দিলেন। বললেন সব খাও, শুধু এ গাছটার কাছে যেওনা। ওর কাছে গেলে বিপদগ্রস্ত হবে। শয়তান কিন্তু লেগে আছে। তার কুমন্ত্রনা শুরু হলো।

অতঃপর আদম-হাওয়া গন্ধম খেলেন। যেই না খাওয়া অমনি তাদের পোষাক হাওয়া হয়ে গেলো। তারা হয়ে গেলেন বে-আব্রু। তারা লজ্জায়, ভয়ে অস্থির হলেন। অহংকার করলেন না।

বললেন- রাব্বানা জালামনা আনফুছানা ওয়া ইনলাম তাগফির লানা ওয়া তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন। "হে আমাদের রব, আমরা আমাদের উপর জুলুম করেছি, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর রহম করুন আর আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না।"

অতঃপর আল্লাহ্ বললেন- এখান থেকে নেমে যাও। শয়তান তোমাদের দুশমন। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে পথের দিশা যাবে, তা মেনে চলো। তাহলে তোমাদের কোন ভয় বা শংকা নেই। সেই আসা এ পৃথিবীতে।

আবার আমরা ফিরে যেতে চাই জান্নাতে, প্রথম স্বর্গে। আমাদের পিতা, প্রথম মানুষ জান্নাতে ছিলেন, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এলেন, আবার সেখানেই আমাদের ফিরতে হবে।

জ্ঞানের কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহর প্রতি সমর্পনের কারণেই শ্রেষ্ঠ।

**মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় কাজগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ**

১. আল্লাহর বান্দা হিসেবে অনুভূতি থাকা/স্রষ্টার আনুগত্যের চেতনা।
২. আল্লাহর বিধানসমূহ জানা/স্রষ্টার বিধানসমূহ মেনে চলা।
৩. আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালন করা, নিষেধসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।
৪. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। মানুষ-মুমিন-মুসলিম।
৫. সৎ ও অসৎ গুণসমূহের তালিকা করে সৎ হওয়ার চেষ্টা, অসৎ না হওয়া।
৬. খলিফা হিসেবে জগতে আল্লাহর বিধান চালুর চেষ্টা করা।
৭. জগতের আগে নিজেকে গড়া/পরিবারকে গড়া/ সমাজকে গড়া।
৮. আমরা যে শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখা।
৯. দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া, আখেরাতের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা।
১০. এই সফলতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহকে খুশী করে, আবার জান্নাতে ফিরে পাওয়া।


www.pathagar.com

# সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কবল থেকে বাঁচতে হবে

## সংস্কৃতি ও মুসলিম জাতি

সংস্কৃতি একটি শব্দ মাত্র নয় বরং এটি একটি অভিধা, একটি পরিভাষা, একটি সামগ্রিক বিষয়। ব্যক্তির চেয়ে সংস্কৃতির সংশ্লিষ্টতা সমাজ, সমষ্টি ও সংঘবদ্ধ জীবনের সাথে। সংস্কৃতি মূলতঃ জাতীয় পরিচয়।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলাদেশের কালচার'- এ লিখেছেন 'ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিত্ব, সমাজের তেমনি সংস্কৃতি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে যেমন তার পোশাক-আশাক, চাল-চালন কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদিতে ফুটে উঠে তেমনি সংস্কৃতিতে একটি সমাজের সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটে।'

'মুসলিম' একটি আদর্শিক জাতির নাম। আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান 'আল ইসলামক'কে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে, পরিপূর্ণ মাত্রায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত ব্যক্তিকে বলা হয় মুসলিম। এ রকম পরিপূর্ণ মাত্রায় আত্মসমর্পিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)। কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে 'তোমাদের জাতির পিতার নাম ইব্রাহীম আর তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছিলেন 'মুসলিম'। সময়ের বিবর্তনে, স্থান, কাল পাত্র ভেদে আদম সন্তান নানা গোত্র ও ছোট ছোট জাতিগত পরিচয়ে বিভক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা তাদের আসল মর্যাদা বা সম্মান নিরূপক নয়। "হে মানুষ, তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছে, অতঃপর ছোট ছোট গোত্র ও জাতিতে ভাগ করা হয়েছে কেবলমাত্র পরিচয়ের জন। অবশ্যই তোমাদের মাঝে তারাই সম্মানিত যারা অধিকতর আল্লাহওয়ালা, তাকওয়ার অধিকারী।" সমাজ বিবর্তনের ধারায় পৃথিবী নানাদেশে বিভক্ত হয়েছে, নানা ভাষাভাষী মানুষ এইসব দেশে বসবাস করছে, ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছে কিন্তু এত কিছুর পরও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা বিলুপ্ত হয়নি বরং ধীরে ধীরে ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহুদীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা মুসলিম জাতিকে তেমনি একটি ধর্মীয় জাতি মনে করে থাকেন। কিন্তু ইসলাম কেবল একটি ধর্ম মাত্র নয় বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অন্য ধর্মের লোকেরা কতিপয় আনুষ্ঠানিক



www.pathagar.com

ইবাদাত/উপাসনার ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চললেই চলে কিন্তু ইসলামে আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের দেয়া বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মানতে হয়। ফলে 'মুসলিম' জাতির অন্তর্ভূক্ত হতে হলে সকল ব্যাপারেই ইসলামকে একমাত্র বিধান হিসেবে মেনে নিতে হয়।

কোন কোন ধর্মীয় জাতির অন্তর্ভূক্ত লোকেরা 'ব্যক্তিগত' ভাবে ধর্মানুসারী হলেই ধর্মে তাদের মুক্তির গ্যারান্টি। আর ইসলামে তা সামষ্টিকভাবে ইসলামের অনুসারী হওয়ার মাঝে। ইসলামের সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ইবাদাতের মূল সুর সামষ্টিকতায়, জামায়াতবদ্ধতায়, জামায়াতী জিন্দেগীতে নিহিত। ইসলামের প্রধান আনুষ্ঠানিক ইবাদাত 'নামাজ' কায়েম করতে বলা হয়েছে, শুধু পড়তে বলা হয়নি।' 'নামাজ' ইসলামের সামষ্টিক/সামাজিক জীবনের একটি চমৎকার মডেল। মূলতঃ নামাজের মধ্য দিয়ে ইসলামী জিন্দেগীর পবিত্রতা, সৌন্দর্য, সাম্য ও সম্প্রীতির অনুপম চিত্রটি ফুটে ওঠে। নামাজের আরকান-আহকামসমূহ মুসলিম জাতির একটি ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। সাংস্কৃতিক বিবেচনায় কেবল নামাজের দিকে তাকালে রাবাত থেকে জাকার্তা, উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম জাতির সদস্যদের সাংস্কৃতিক ঐক্য অনুধাবনের জন্য 'কমনসেট' খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

কেবল নামাজ নয়, জীবনের অন্য সকল ব্যাপারে ইসলাম যে চিরন্তন বিধান দিয়েছে তা কালোত্তীর্ণ , স্থান-কাল-পাত্র তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। আল কোরআন ও হাদীসে পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতিগুলো লক্ষ্য করুন। পোশাকের আকার আকৃতি উপাদান ও ধরণ ধারণ নিয়ে ইসলাম কথা বলেনি। মোট ছয়টি মূলনীতি পাওয়া যায় কোরআন ও হাদীসের কিতাবুল লিবাস-এ। সেগুলো হলোঃ

১. পোশাক সতর ঢাকতে হবে। শরীর প্রকাশ করবে না।

২. পোশাক পবিত্র হতে হবে।

৩. পোশাক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।



www.pathagar.com

৪. পুরুষরা মহিলাদের পোশাক পরবে না।

৫. মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরবে না এবং

৬. অন্যধর্মের পরিচায়ক পোশাক পরবে না।

শীত প্রধান দেশের পোশাকের ধরনধারণকে ইসলামী পোশাক মনে করলে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষ কি করে পরিধান করতো? নিঃসন্দেহে পোশাক সংস্কৃতির একটি বাহক বা পরিচায়ক।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মুসলিম একটি আন্তর্জাতিক জাতি। এই জাতির রয়েছে একটি অসাধারণ সুন্দর সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান (Cultural identity) জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য তার রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা। এসব নির্দেশিকার প্রত্যেকটিতে ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসের পরিপূর্ণ প্রতিফলন রয়েছে। মুসলিম জাতির সদস্যদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের এই প্রতিফলনেক আমরা 'ইসলামী সংস্কৃতি' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

'মুসলিম' শব্দটি শরিয়তের পরিপূর্ণ ভাব ও মর্যাদা বহন করার পাশাপাশি এটি বর্তমান দুনিয়ার মানুষের কাছে একটি জাতির পরিচয়ও বহন করে। নানা রকম ভ্রান্তির কবলে পড়ে 'মুসলিম' শব্দটি নামধারী এক শ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে যারা ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করেনা বরং ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামের বিরোধিতা করে থাকে। আবার এক শ্রেণীর লোক ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম অনুসরণ করলেও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার প্রয়োজন অনুধাবন করেন না বরং এই মেনে চলাকে খানিকটা অসম্ভব ও অবাস্তব মনে করেণ।

সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতির দুটো উপাদান। একটি আদর্শিক, অপরটি স্থানিক (Local)। যেমন : মুসলিমগণ যখন বাংলাদেশে আসে তখন এখানকার মানুষের জীবনে তারা পৌত্তলিকতা দেখতে পান। এই পৌত্তলিকতা তারা গ্রহণ করেননি। পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত করেছেন তারা এখানকার মানুষের বিশ্বাসকে, জীবনকে। অপরদিকে এ এলাকার মানুষের পোষাক 'লুঙ্গি' পরিবর্তন করতে বলেননি,মাছ ভাতের খাদ্য বদলাতে বলেননি। যখন স্থানীয়, লোকায়ত



www.pathagar.com

কিংবা ব্যক্তিগত সংস্কৃতির পদমূলে মুসলমানগণ আক্বীদা বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়েছে তখনই তারা ইসলামী সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাতি হিসেবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের পতনের সূচনা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মুখে কেউ কেউ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে অনুসরণের ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তাদের প্রজন্মসমূহ ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারেনি। ইসলাম সব সময়ই সামষ্টিকতা ও সামগ্রিকতা নির্ভর, সংস্কৃতিও তাই। সে কারণে সামষ্টিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে গেলে ব্যক্তিগতভাবে তা অনুসরণ করা অসম্ভব।

## মিডিয়া ও সংস্কৃতি

মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমসমূহ সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা ও তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিষয়-আশয়কে শিল্পিত উপায়ে উপস্থাপনের জন্য জন্ম নিয়েছে কবিতা/গান/নাটক. চিত্রকলা সহ নানা বাহন বা কর্মের। মিডিয়ার জন্ম মূলতঃ একজনের অনুভবকে দশজনের কাছে উপস্থাপনের জন্য, দশ জনকে তার সাথী করার জন্য। মিডয়ার ক্রমবিকাশ হলে তা পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি থেকে দল, দল থেকে জাতি, জাতি, থেকে রাষ্ট্র পর্যায়ের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এ হাতিয়ারের কাজ হলো সংস্কৃতিকে গ্রহণীয় বর্জনীয় করে তোলা।

প্রথমেই প্রথিবীতে ছোট মিডিয়ার (Small media) জন্ম হয়। প্রিন্টমিডিয়া মূলতঃ ছোট মিডিয়া। খবরের কাগজ, বই-পুস্তক প্রিন্টমিডিয়া। বিগত কয়েক দশক থেকে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বড় মিডিয়া (bigmedia) বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। রেডিও, টিভি, ডিশ, ইন্টারনেট, অডিও-ভিডিও এসব হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। বর্তমানে দুনিয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার হলো মিডিয়া। একটি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে এই মিডিয়ার।

ইলেকট্রনিক যুগের মানুষ তাই অবতীর্ণ হয়েছে মিডিয়া লড়াইয়ে। মিডিয়া লড়াইয়ের প্রধান বিষয় সংস্কৃতি। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহায়তায় পাল্টে দেয়া হচ্ছে মানুষের বোধ-বিশ্বাস-আচার-অনুষ্টান সব কিছুকে।



www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য মিডিয়া এক অসাধারণ হাতিয়ার। এ সত্যটি অনুধাবনের পর ইহুদী ও হিন্দুত্ববাদীগণ পৃথিবীর বড় বড় মিডিয়ার মালিক অর্জন করে নিয়েছে। একদিকে মুসলমানদের উপর পরিচালিত সমস্ত দমন-নিপীড়নের সংবাদ চেপে গিয়ে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে অপর দিকে ইসলামী আক্বীদা, বিশ্বাস ও ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমূলে নষ্ট করার জন্য নিত্য-নতুন কর্মসূচী সাজিয়ে আকর্ষণীয় উপায়ে পরিবেশন করে যাচ্ছে। ফলে এই মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে কখন যে নিজের অজান্তে মুসলিম জাতির অর্ধসচেতন সদস্যগণ সাংস্কৃতিক অপমৃত্যুর শিকারে পরিণত হচ্ছে তা বুঝতেই পারছেনা।

## মিডিয়া ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার খতিয়ান টানলে দেখা যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত। এখানকার প্রিন্ট মিডিয়ায় সরকারের চাইতে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশি হলেও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল একচেত্রভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত। সরকারী ব্যবস্থাপনায় আগে দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট নামক সংস্থার অধীনে দৈনিক বাংলা, Bangladesh Times ও সাপ্তাহিক বিচিত্রা নামক পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতো যা সাম্প্রতিক কালে বিলুপ্ত হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর 'সচিত্র বাংলাদেশ' ও 'নবারুণ' নামক পত্রিকা প্রকাশ করছে বহুদিন থেকে। বাংলা একাডেমী ও শিশু একাডেমী কতিপয় বই প্রকাশ করে আসছে। আর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেশ কিছু বই-পুস্তক ও চারটি শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করছে। এই হলো মোটামুটি খতিয়ান। অপরদিকে বেরসকারী উদ্যোগে জাতীয় ও স্থানীয় মিলে প্রায় সত্তরটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচেছ। যার কয়েকটি একযোগে একাধিক স্থান থেকে মুদ্রিত। এছাড়া রয়েছে বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা। লিটল ম্যাগাজিনতো রয়েছেই। প্রকাশনা সংস্থার অধিকাংশই বেসরকারী। প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও সংবাদসমূহ এ দেশের পাঠক-পাঠিকার জীবনে নানাভাবে রেখাপাত করে। তারা এসবের দ্বারা কখনো উজ্জীবিত আর কখনো নিরুৎসাহিত হন। ছোট্ট একটি উদাহরণ দেই; "১৯৮১ সালের সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহের সবগুলো ঈদ সংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিশেষ করে উপন্যাস সমূহে লেখক লেখিকাগণ কয়েকটি


www.pathagar.com

বিষয় অবলম্বনে লিখেছেন। মহিলাদের পোশাকের বর্ণনায় সর্বত্রই লো-কাট, স্লিভলেস ব্লাউজের কথা এসেছে। দেবর বা খালাত মামাতো ভাই- বোন ভাবীর খোলামেলা আলোচনা, ওদের মাঝে এক ধরনের প্রেম-রোমাঞ্চের কথা এসেছে। আর সে বছর মহিলাদের মাঝে ঈদের সেই বিশেষ পোশাক পরিধানের হিড়িক পড়ে যায়। পড়ে যায় খোলামেলা আড্ডার হিড়িক।" এটি বেশ ক'বছর আগের কথা। আজ যেহেতু লেখকদের লেখায় সম্পূর্ণ পশ্চিমা বর্ণনা আসছে সমাজও সেই পোশাক গ্রহণ করে নিচ্ছে সেই সাথে শুরু হয়েছে পশ্চিমা পরকীয়া, ফ্রিসেক্স ইত্যাদির সংক্রামক আক্রমণ।

বাংলাদেশে আগে একমাত্র ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ছিল বাংলাদেশ বেতার আর বিটিভি। বেতারের অনুষ্ঠানসমূহে কিছুটা রয়ে সয়ে পশ্চিমা প্রভাব পড়লেও, সেখানে কিছুটা জাতীয় চেতনা জীবিত থাকলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিটিভি তার সামগ্রিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনবোধকে তুলে ধরতে ব্যর্থ; ব্যর্থ নয় বরং তুলে না ধরার ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি সফল। এ ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে রয়েছে; কৌশলী ও সচেতন কলাকুশলী পারফর্মারগণ। স্বায়ত্তশাসনের নামে বিটিভিকে এদেশের মাটি ও মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহারের পরিপূর্ণ আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পথে। অপরদিকে বর্তমানে বাংলাদেশ অনুমোদিত বেসরকারী, টিভির স্যাটেলাইট চ্যানেলও চলছে। এসব বেসরকারী চ্যানেল ব্যবসা করতে নেমেছে। সুতরাং তারা চাইবে বিনোদনের সস্তা ও তথাকথিত জনপ্রিয় বিষয়সমূহ বেছে নিতে।

বাংলাদেশের আকাশসীমার মালিকানা অন্যদের হাতে। আজ তাই বাংলাদেশ চাইলেই পারছে না বিশ্বময় বিষয় ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে। অচিরেই বাংলাদেশে হয়ত কয়েক ডজন বেসরকারী চ্যানেল চালু হবে যেগুলো হবে বিভিন্ন পরাশক্তি এজন্টেদের পয়সায়, তাদের প্রয়োজনে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে।

এমতাবস্থায় আমরা গেলো গেলো বলে তারস্বরে যতই চিৎকার করি না কেন বাংলাদেশ এখন এক তীব্র মিডিয়া আগ্রাসনের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত। গোটা দেশবাসী পর্যায়ক্রমে এই শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্রের আওতায় বন্দী হতে চলছে। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য আজ সম্পূর্ণ এক নতুন চেতনা ও কর্মসূচীর প্রয়োজন। কেবল দোয়ার মাধ্যমে এ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।


www.pathagar.com

# বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় : কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক

## ভেঙ্গে যাচ্ছে পরিবার : সুশীল সমাজের প্রাথমিক স্তর

মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে পশ্চিমের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসেবে ১৯৯৩ সালের আমেরিকান কংগ্রেসের জন্য প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় 'ইসলামের পরিবার প্রথা' কে। পরিবার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমাজের প্রাথমিক স্তর হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী সংস্কৃতিতে পরিবারের উপর ব্যাপক জোর দেয়া হয়েছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নিয়ে পরিবার। কোরআন-হাদীসে এসব আত্মীয়তার উল্লেখ করে তাদের সম্পর্ক সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সমূহ চিহ্নিত করে তা আদায়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এমনকি আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন 'যারা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

পরিবার প্রথায় 'মহররম; ও 'গায়রে মহররম' আত্মীয় চিহ্নিত করে তাদের ভেতর পর্দা প্রথা চালু করা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ককে একটি সুশীল সমাজ গড়ার বন্ধন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালবাসার বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমানে মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবার প্রথার উপর তীব্র আঘাত হানা হয়েছে এবং হচ্ছে। পারিবারিক জীবনের সুন্দরতম দিকগুলো উপেক্ষা করে মানুষদের ভেতর এক ধরনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হচ্ছে। মানব-মানবীকে কেবল দু'জনের প্রগাঢ় বন্ধনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে পারিবারিক জীবনের অপরিহার্যতা ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

একজন মা যে একটি জাতি উপহার দিতে পারেন সেই সত্য ভুলতে যাচ্ছে মানুষ। যার জন্য আদর্শ মা, বৌ, স্ত্রী, ভাবী, চাচী, দাদী, নানী হওয়ার চাইতে নারীর ভেতর জন্ম নিচ্ছে কেবল একজন প্রেমিকা হওয়ার প্রতিযোগিতার মানসিকাতা।

লেজ কাটা ইউরোপ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাওয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে হাজার বছর এগিয়ে গিয়েও ধ্বংসোম্মুখ সভ্যতায় পরিণত হতে চলছে। সেখানকার চিন্তাশীল মানুষের মাঝে পরিবার প্রথা ফিরিয়ে আনার জন্য গভীর কান্না শুরু হয়েছে। নিজেরা চেষ্টাও করছে সেদিকে ফিরে যাওয়ার কিন্তু পারছেনা। সেই



www.pathagar.com

ব্যর্থতার দায় শোধে অপকৌশলে তারা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করছে পরিবার বিমুখীনতা।

প্রতিনিয়ত তালাক, পারিবারিক কলহ, পরকীয়ার শিকার হয়ে ঘর পালানোর যেসব খবর পত্রিকার পাতায় আসে, ধর্ষণ ও সম্ভ্রম হানির সচিত্র বর্ণনা কাগজের পাতায় ছাপা হয় তা কেবল আমাদের পরিবার প্রথা ভাঙার খবরই দেয় না, তা যেনো আমাদেরকে এক অবশ্যম্ভাবী গজবমুখী যাত্রার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

## মানুষ যেনো সামাজিক জীবন নয় :যৌনজীব মাত্র

'Man is social being, moral being' সমাজতত্ত্বের এই বক্তব্য যেন অসার হতে চলছে। আশারাফুল মাখলুকাত মানুষ যেনো তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ভুলতে চলছে। পৃথিবীময় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষকে এক শ্রেণীর যৌনজীব হিসেবে পরিচিত করানোর, সেই হিসেবে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

"শো বিজ তারকাদেরকে নারী-পুরুষের কাছে স্বপ্নের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষদেরকে তাদের মতো জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করানোর এক অপপ্রয়াস চলছে সর্বত্র। কারা এই শোবিজ তারকা? তারা গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা আর নানা মাধ্যমের নানা পারফর্মার। প্রতিনিয়ত এদেরকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এমনকি ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদেরও রেহাই নেই। প্রমিলা টেনিসের এক নম্বর তারকা হিঙ্গিসের চাইতেও রুশ খেলোয়াড় কুর্নিকুভার উপস্থিতিতে দর্শক সমাগম বেশি হওয়ার পেছনে খেলার সৌন্দর্য প্রাধান্য না পেয়ে পাচ্ছে তার দেহের সৌন্দর্যের বিষয়টি। এভাবে মিডিয়া দেহজ সৌন্দর্যের উপর ভর করে এক উদ্ভট সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে চাইছে। উপমহাদেশের সমসাময়িক কালের অন্যতম মিডিয়া পুরুষ বলে পরিচিত খুশবন্ত সিং সম্প্রতি লিখেছেন-'Love does not last, lust lasts' এই 'কাম' কেন্দ্রিক জীবন যে কেবল পশু সমাজের হতে পারে, মনুষ্য সমাজের নয় সে বিষয়টি উপেক্ষিত হতে চলছে। তথাকথিত নাস্তিক্য সমাজের আবিষ্কার 'মানুষ লিবিডো' কেন্দ্রিক এ বিষয়টিকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

পৃথিবীময় এখন কয়েক কোটি মানুষ তথাকথিত যৌন পেশার সাথে জড়িত। Times পত্রিকার ভাষায় Ugliest profession বা বীভৎসতম এ পেশায়


www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়ছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন থেকে সকল ধরনের নারী ও পুরুষ। এই বীভৎস পেশার নামে একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্র পৃথিবীর এক বিরাট অংশ মানুষকে যৌন দাস দাসীতে পরিণত করছে। তারা মানুষকে পরিণত করছে হীন 'যৌনজীবে'। এরই আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের আশরাফুল মাখলুকাত পরিচয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় এর একটি ভয়ানক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে যা সচেতন মানুষ মাত্রকেই ভাবিয়ে তুলছে।

## শ্রদ্ধা স্নেহের সেই বন্ধন আর নেই

একটা সময় ছিল যখন আমাদের সমাজ-জীবনে বড়-ছোটর একটি নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যেতো। বড়রা ছোটদের স্নেহের বন্ধনে বেঁধে নিতেন। তাদের প্রতি যত্নবান হতেন, তাদের নৈতিক-মানসিক সব ধরনের বিপদে আশ্রয় দিতেন। পড়ালেখার খবর নিতেন, কোন আপত্তিকর বিষয়ে অবগত হলে শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন আর ছোটরাও তা মেনে নিতো। আর ছোটরা বড়দের প্রতি সব সময় শ্রদ্ধা পোষণ করতো, তাদের দেখলে সমীহ করতো, অন্যায়গুলো লুকিয়ে লুকিয়ে ও ভয়ে ভয়ে করতো, ধরা পড়ে যাওয়ার একটা ভয় সবসময় কাজ করতো। কোন ভাল কাজের উদ্যোগ বড়রা নিলে ছোটরাও সেখানে শরীক হতো। মানুষের দুঃখের দিনে ছোটবড় সম্মিলিতভাবে ছুটে যেতো, সুখের দিনেও সবাই সমানভাবে উপভোগ করতো।

কিন্তু আজ তা যেনো সোনার হরিণ। ছোটয় বড়য় সেই শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন কোথায়?

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কেড়ে নিয়েছে সেই সমাজ সৌন্দর্য। নীরব ঘাতকের মতো স্যাটেলাইটের অনুষ্ঠানমালা এসব বিষয়কে ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে সমাজ জীবন থেকে।

## পরকীয়া/এলটি/নীল ছবির দংশন : ক্ষত-বিক্ষত বিয়ে প্রথা

অবাধ যৌনাচারের প্রচারক আজকের পশ্চিমা সংস্কৃতি। আর সেক্ষেত্রে অনুমোদিত, সীমিত ও স্বীকৃত যৌন সম্পর্কের ধারক বাহক ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে 'বিয়ে' নামক এক সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি করে যার একমাত্র উদ্দেশ্য যৌন চাহিদা পূরণ নয় বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা।


www.pathagar.com

আজ তথাকথিত পারফর্মারদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনে পরকীয়া, লিভ-টুগেদার-এর প্রভাব তাদের ভক্তদের মাঝে এসবের জন্ম দিচ্ছে। অপরদিকে তারা যেসব লেখালেখি, নাটক, গান, উপহার দিচ্ছে তারও উপজীব্য থাকছে এই দুটি দুষ্ট ক্ষত।

বাংলাদেশের কোন একজন খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবি, যিনি উপস্থাপক ও পাঠক আন্দেলনের পুরোধা যখন বলেন 'নারী-পুরুষের একত্রে বসবাসের যেসব নিয়ম গড়ে উঠেছে তার মাঝে আমার কাছে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য লিভ টুগেদার' তখন ভাবতেই অবাক লাগে তাদের সংস্পর্শে বেড়ে উঠা ছেলে-মেয়েরা কোন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে। পরকীয়াকে উপজীব্য না করলে আজ যেনো কোন গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাসই হয়ে উঠে না। সত্যি সত্যি কি এসব আমাদের জীবনের প্রাত্যহিকতা?

তথাকথিত উচ্চবিত্ত শ্রেণী, শোবিজ তারকা ও বুদ্ধিজীবিদের মাঝে এসব প্রবণতা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। তারা মুসলমানী নাম বহন করে চলছেন, এসব সংস্কৃতিবান মানুষ মুসলমানদের ঘরে ঘরে নন্দিত। অথচ তাদের জীবনাচারে ইসলাম বিরোধিতাও প্রকট। এদের দেখাদেখি একশ্রেণীর মানুষের মাঝে বিয়ে-বিমুখতা বেড়েই চলছে। এদেরকে কে ফিরিয়ে আনবে স্বস্তি ও শান্তির ঠিকানায়?

## ফ্যাশন শো না প্যাশন শো: কোথায় হারিয়ে গেলো আমাদের আব্রু-ভূষণ

পশ্চিমা সংস্কৃতির যে বাহনটি সম্প্রতি তরুণ-তরুণীদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন সূচনা করছে তা হলো 'ফ্যাশন শো'। ফ্যাশন শো এক ধরনের বিজ্ঞাপন মাধ্যম। ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করে একশ্রেণীর মডেলগণ; তারা নারী ও পরুষ উভয়ই। মুসলিম দেশগুলোতে এটা শরু হয়েছিলে ঈদকে কেন্দ্র করে। নতুন নতুন পোশককে পরিচিত করানোর জন্য ফ্যাশনের আয়োজন হতো। এখন ফ্যাশন শো একটি অতি সাধারণ নৈমিত্তিক বিষয়।

## কি হয় ফ্যাশন শোতে?

বড় হোটেলের বলরুমে বা হলরুমে মডেলগণ হাল ফ্যাশনের পোশাক-আশাক, গয়নাগাটি, প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে মিউজিকের তালে তালে ক্যাটওয়াক করেন, কিউ দেন। এসব পোশাক-আশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশ্চিমা ধাঁচের। সাধারণ মানুষের পরণের শাড়ি, চুড়ি, সেলোয়ার, কামিজ, প্যান্ট-শ্যার্টই এখানে আসছে? না; বরং এখানে হয় পোশাকের সাথে সাথে দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শনীর বিরাট


www.pathagar.com

আয়োজন। ফ্যাশন শোর একটি অন্যতম অনুষঙ্গ ব্যান্ড সঙ্গীত। আর ব্যান্ড সঙ্গীত মানেই যে উন্মাতাল দেহ সঞ্চালন ও চিৎকার সে কথা বলাই বাহুল্য। সবশেষে ডিনার এর পর আধো আলো ছায়ার মাঝে উত্তেজক মিউজিকের তালে তালে গভীর রাত পর্যন্ত নারী-পুরুষের বাধ ভাঙা নৃত্য।

## এই কি আমাদের ফ্যাশন?

নাকি ফ্যাশনের নামে একশ্রেণীর মানুষের প্যাশন (Passion) বা কাম উদ্দীপক অঙ্গভঙ্গির তথাকথিত শিল্পিত উপস্থাপন। এসব আবার ভিডিওতে ধারণ করে গভীর রাতে চ্যানেলগুলোতে সাধারণের জন্য প্রচার করা হচ্ছে। একশ্রেণীর লোক হলে গিয়ে পাঁচশত বা এক হাজার টাকায় উপভোগ করে তাদের পরিচিত-অপরিচিতি নারী-পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য আরেক শ্রেণীর লোক ঘরে বসে অনুভব করে প্রিয় তারকার শরীরি উপস্থিতি।

পশ্চিমারাতো 'ফ্যাশন' নামেই একটা চ্যানেল চালু করেছে। এখানে তার বর্ণনা না আনলেই ভালো। 'আব্রু' শব্দটিও আর রক্ষা পেলো না। সম্প্রতি ঢাকায় 'আব্রু' নামক একটি প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে ফ্যাশন শোর। সেখানেও ছিলো এসব ক'টি পর্ব। এভাবে আব্রু'র নামে জাতিকে বে-আব্রু করার আয়োজন করা হচ্ছে।

## হারিয়ে যাচ্ছে গ্রহণ বর্জনের মাপকাঠি

এক সময় মানুষ গ্রহণ বর্জনের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতো ভাল-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, হালাল-হারাম এর বিষয়কে। আজ মিডিয়ার বদৌলতে যে সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে তাতে এসব বরাবরই উপেক্ষিত। এসবকে ভাববাদ আখ্যা দিয়ে বাস্তববাদের নামে অন্যায়, অনৈতিক, হারাম, বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। সুদ-ঘুষ এখন যেন অনুমোদিত। শোষণের হাতিয়ার সুদ আর অন্যায়ের হাতিয়ার ঘুষ সকলের কাছে সহনীয় হয়ে উঠছে। এসবের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে তৈরি করার কোন উদ্যোগই নেই।

## ভ্যালু ফ্রি সোসাইটি

আস্তে আস্তে সকল মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে মানুষকে মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে অন্যরকম অবস্থায় নিয়ে যেতে। পশ্চিমা ফ্রি উইল, ফ্রি মিক্সিং ফ্রি সেক্স বাসা বাঁধছে মুসলিম দেশসমূহের সহজ-সরল মানুষের জীবনে। তারা নিজেদের অজান্তেই একটি ভ্যালু ফ্রি সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এদের কাউকে



www.pathagar.com

যদি আপনি ভ্যালুজ বা মূল্যবোধের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তাহেল সে আপনাকে সেকেলে আখ্যা দিয়ে বলবে মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অবশ্যই এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। কি হতে পারে এই আপেক্ষিকতার মানদন্ড? কেবল ব্যক্তি বা সমষ্টির ইচ্ছাতো নয় সেক্ষেত্রে কোন নৈতিক বা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অবশ্যই কার্যকর থাকতে হবে।

**আমাদের এই নৈতিক মূল্যবোধ বিস্মৃতির কারণ কি কেউ তলিয়ে দেখবে না?**

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলোকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, ভালমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বিষয়ে জনগণকে প্রশিক্ষিত করা ও তাদের মূল্যবোধ উজ্জীবনে ব্যবহার না করাই এই প্রবণতার প্রধান প্রশ্রয়।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হলে আর সরকার প্রধান নীরবে তা মেনে নিলে জনগণের মাঝে মূল্যবোধ সচেতনতা সৃষ্টি হবে কোত্থেকে?

**ইনফরমেশন সুপার করিডোর ইন্টারনেট**

সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহ শুরু হয়েছে ইন্টারনেটের সুবাদে। ইন্টারনেট এক্সেজ যাদের রয়েছে মুহূর্তে তাদের সামনে হাজির হচ্ছে সমস্ত স্যাটেলাইট চ্যানেল, হাজির হচ্ছে দেশ-বিদেশের ইন্টারনেট ব্রাউজারগণ, হাজির হচ্ছে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া ভাল ও মন্দ অজস্র বিষয়। কীবোর্ড চাপ দিয়ে যুবক তরুণরা ডাটা লোড করছে অসংখ্য নিষিদ্ধ প্রায় বিষয় যেগুলো তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে অপর-সভ্যতার ধ্বংসমুখী থাবায়। এ অবস্থার হাত থেকে বাঁচানোর কোন সহজ রাস্তা নেই।

**এনজিও ঃ প্রভু না বন্ধু**

সোজা সাপটা বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় এনজিও মূলতঃ সাহায্যদাতার ছদ্মাবরণে এক নতুন প্রভু, নয়া সাম্রাজ্যবাদ, নয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। বাংলাদেশ সরকারের একটি এনজিও ব্যুরো রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটি এনজিও তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ, তাদের গাইড করা বা মনিটরিং এর জন্য নয় বরং সেটির কাজ হচ্ছে

এনজিওর সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রীয় বিধিমালা লংঘনের দায়ে কয়েকটি এনজিওর নিবন্ধন বাতিলের সিদ্ধান্ত জানানোর ফলে তিন দিনের



www.pathagar.com

ভেতর এনজিও ব্যুরো মহাপরিচালককে অন্যত্র বদলি করে, সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে সরকারকে তার খেসারত দিতে হয়। হাজার হাজার কোটি টাকার কার্যক্রম পরিচালনাকারী কতিপয় এনজিওর হিসাবপত্র দেখার, তাদের কার্যক্রম মনিটর করার কিংবা তাদের ব্যাপারে কোন বক্তব্য দেয়ার অধিকার সরকারের নেই। কতিপয় কর্তার ভাগ্যবদলের পাশাপাশি বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর ভাঙ্গন সৃষ্টি এসব এনজিওর প্রধান টার্গেট। এর তথাকথিত সুবিধাভোগকারীগণ তাদের হাতের পুতুল মাত্র।

বাংলাদেশের অধিকাংশ এনজিওর তহবিল, মূলধন বা বিনিয়োগ আসছে খ্রীষ্টান সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে। এসব বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ক্ষেত্র বিশেষে দরিদ্র ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে ৪০% ভাগের উপর মুনাফা বা সুদ নেয়ার পরও সরকারকে এক পয়সা কর দিতে হয় না বরং তারা পেয়ে থাকে সম্পূর্ণ করমুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট।

এনজিওগুলোর এখন প্রধান টার্গেট ধর্মান্তর করা। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা, পার্বত্য এলাকাসহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জনপদে বিগত ২৫ বছরে যে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে তাতে অচিরেই ভারতের সাতকন্যার মতো, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের মতো ঐসব এলাকা যে খ্রীষ্ট প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা চাইবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে? আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার নামে রফিক আজাদদের মতো তথাকথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা কি আসলেই সে এলাকার উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত হওয়ার কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করছেন না? মাঝখানে সুবিধা হলো ফাদার টীমের মতো কোন পাদ্রীকে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ শুনতে হলো না।

ব্রাক বা গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা প্রশিকা তারা সমস্ত বাংলাদেশে শতশত দালানকোঠা গড়ে তুলছে। হাজার হাজার একর জমির মালিক হচ্ছে। এসব স্থাবর সম্পত্তি দখল করে, স্কুল-পাঠশালা গড়ে তুলে তারা কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো সাহায্যদাতার বেশে শাসকে পরিণত হওয়ার পাঁয়তারা করছে না? বিগত দুটি নির্বাচনে এনজিওদের প্রকাশ্য রাজনীতির কথা সর্বজনবিদিত। দু'দিন পর তারা সরকারে তাদের আনুপাতিক অংশ চাইতেও পারে। তাদের দাবী উপেক্ষা করে সরকার গঠন ও পরিচালনা কঠিন করে তুলবে তারা।

এরাই নারীর ক্ষমতায়নের নামে এক কোটি বেকার যুবকের দেশে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে সয়ম্ভর করে তোলার পাশাপাশি তাদের মুখে শ্লোগান তুলে ধরছে 'কিসের বর কিসের ঘর' দেহ আমার সিদ্ধান্ত ও আমার। কি হচ্ছে


www.pathagar.com

এনজিওতে? নারী কি সত্যি মর্যাদা পাচ্ছে নাকি এক ধরনের পণ্যে পরিণত হচ্ছে? ক' দিন আগে পত্র-পত্রিকায় গণসাহায্য সংস্থা নামক এক এনজিওর হীন কার্যক্রমের বর্ণনা বিস্তারিত এসেছে। এরা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের, এখানকার বোধ-বিশ্বাসের প্রকাশ্য দুশমন।

## দরকার সমন্বিত ও সামগ্রিক ব্যবস্থা

### *ইসলামী শক্তির ঐক্য চাই*

বাংলাদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যে চিত্র উপরে এলো তা থেকে বাঁচাতে হলে একক বা একদলীয় চেষ্টায় কাজ হবো না। রাজনৈতিক মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের ব্যপারে ইসলামী দলগুলোর মিল রয়েছে, মসিজদ, মক্তব্য মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ঐক্য রয়েছে- এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে। তৌহিদ, আখেরাত, রিসালাত এর ব্যাপারে যেসব সংশয় রয়েছে তা দূর করে তৌহিদ ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা আজ জরুরী। সমগ্র দেশবাসীর ভেতর রিসালাতোর দায়িত্ব-কর্তব্য, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণের অপরিহার্যতা ও তার সঠিক পদ্ধতি তুলে ধরতে হবে। আর সকলের মাঝে জন্ম দিতে হবে আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি। তাহলেই তৈরী হবে সংস্কৃতির মজবুত ভিত্তি। ইসলামী সংস্কৃতির এটাই প্রধান বাণী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিলো একটি টেষ্ট কেইস। প্রমাণিত হয়েছে এদেশের আলেম উলামপীর মাশায়েখগণ ঐক্যবদ্ধ হলে, ইসলামী শক্তি একটু সংগঠিত হলে যতবড় শক্তিধর এনজিওই হোক না কেন তাদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি রাখেনা।

## প্রয়োজন আজ : কথা নয় আজ

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বাণী হচ্ছে কথা ও কাজের মিল। নবী করিম (স.) এর আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিলো তাঁর অনুসারীদের অনুপম চরিত্র। তাঁরা যা বলতেন তাই করতেন। মুসলমানদের অবক্ষয়ের কারণ কথা ও কাজের অমিল। অসংখ্য ওয়াজ মাহফিলে, বক্তৃতার মঞ্চে, কাগজের পাতায় সর্বত্র আমাদের জ্ঞানী নেতৃবৃন্দ, ওয়ায়েজীন ও তাদের অনুসারীরা ইসলামের ব্যাপারে সারগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছেন কিন্তু গোল বেঁধে যায়, তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে এসবের বৈপরীত্য দেখলে।


www.pathagar.com

এমতাবস্থায় আমাদের কথা ও কাজের মাঝে মিল সৃষ্টি করে এক নতুন কর্মসূচীর ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। সেই কর্মসূচী হচ্ছে সাক্ষ্যদানের কর্মসূচী। জীবনের ছোট খাটো বিষয় বাদ দিয়ে 'শোহাদা আলান্নাস' এর সাক্ষ্য দেয়া শুরু করে প্রয়োজনে শাহাদতের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আন্তরিক ইচ্ছা সকলের জীবনে ফুটে উঠতে হবে।

এমনদিন যেদিন আসবে আমাদের পীর মাশায়েখ, মসজিদের খতিব, মক্তবের ওস্তাদগণ যেদিন তাদের জীবনে ইসলামের সাক্ষ্য দিয়ে কষ্টকর জীবনযাপনকে আলিঙ্গন করে নিতে পারবেন সেদিন ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন তত্ত্বরান্বিত হব।

**ঘর সামলান : সন্তানের যত্ন নিন**

সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, জাতিগত দুর্গতি ও ব্যক্তিগত অশান্তিতে হতাশ হয়ে যারা বুক চাপড়াচ্ছেন তাদের জন্য একটিই কথা 'ঘর সামলান, সন্তানদের যত্ন নিন'। সহজ সরল ভাষায় বলা যায় পারিবারিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি মেনে চলুন। এক্ষেত্রে কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নরূপঃ

১. পারিবারিক জীবনে ইসলামে অনুশাসন সমূহ মেনে চলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।
২. ঘরে ঘরে সন্তান সন্ততির জন্য কোরআন শিখার ব্যবস্থ নিন। যতদূর সম্ভব মসজিদ কিংবা পাড়ায় মক্তব চালু রাখুন। সন্তানগণ মক্তব থেকেই শিখবে ন্যূনতম তেলাওয়াত, কোরআনের আয়াত, আদব-কায়দা ইত্যাদি।
৩. ঘরের বাইরে যেতে কিংবা বাইরে থেকে ঘরে আসতে সালাম দিন।
৪. ছোট থেকে ছেলে-মেয়েদের মাঝে পর্দা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। মহররম, গায়ের মহর্‌রম বিষয়ক ধারণা দিন।
৫. ছোটদের বেডরুমে যেতে অনুমতি নিন। ওদেরকে অনুমতি নিতে শিখান।
৬. বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করুন যাতে ওরা দেখে শিখতে পারে।
৭. সকলে উপভোগ করা যায় এমন অনুষ্ঠানমালা সবাইকে সাথে নিয়ে উপভোগ করুন।
৮. ছোটদের হাত দিয়ে দান সদকা করুন, ভিক্ষা দিন।
৯. মেহমানদারিতে ছোটদেরকে শরিক করুন। ওদেরকে বন্টনের দায়িত্ব দিন।


www.pathagar.com

১০. ছোটদের সাথে নিয়ে নামাজের জামায়াতে শরিক হোন কিংবা ঘরে জামায়াত করুন। নামাজ শেষে ওদেরকে কোরআনের আয়াত বা হাদিস শোনান।

১১. ফজরের পর বা এশার নামাজের পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে আসুন।

১২. মাসে কমপক্ষে একদিন পারিবারিক বৈঠক করুন। একটি দারস, পারিবারের সমস্যা, সামনের কোন অনুষ্ঠান কিংবা পারস্পারিক পর্যালোচনা এসব বৈঠকের এজেন্ডা হতে পারে।

১৩. বড় পরিবারে মাঝে মাঝে পরিবারের সদস্যদের মাঝে ছোটখাটো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিনোদমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। কোথাও ইসলামী অনুষ্ঠান হলে সবাইকে নিয়ে যান।

১৪. এছাড়াও পরিবার গঠনে কাজে লাগতে পারে এমন যে কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে চালু করার উদ্যোগ নিন।

## দেশ ও জাতির সুরক্ষায় দেশ রক্ষা

দেশ ও জাতির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন আমরা কখনো কখনো আমাদের করণীয় বিষয়ে উদাস বা বিহ্বল হয়ে যাই। অথচ আমাদের সামনেই অনেক কাজ। ইসলাম সব সময়ই সামাজিক বিষয়ের উপর জোর দিয়ে থাকে। মসজিদে নববীতে আসহাবে সুফফার সদস্যদের কাছে নবী করিম (স.) এর জিজ্ঞাসাগুলো একবার স্মরণ করি তিনি জিজ্ঞেস করছেন আজ কে ক্ষুধার্তকে খেতে দিয়েছে? আজ কে রোগীর সুশ্রুষা করেছে? আজ কে জানাজায় শরিক হয়েছে? আর প্রতিটি প্রশ্নের জবাবেই তাঁর একান্ত সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা) হ্যাঁ সূচক উত্তর করছেন। এটাই ইসলামের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য!

আজ যারা ইসলামের কথা বলবেন, ইসলামী সংস্কৃতির বিজয় কামনা করবেন তাদেরকে ও সৌন্দর্যের পতাকা বহন করতে হবে। সামাজিক কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিতে, তাতে শরিক হতে হবে। একটি গ্রহণযোগ্য ও সহজ বিষয় এখানে উল্লেখ করলে মন্দ হয় না।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনায় ফারায়েজী আন্দোলন বা বালাকোট আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ হিসেবে মুসলিম


www.pathagar.com

পরিবারগুলো ঘরে ঘরে মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করতেন। এসব অর্থ চলে যেতো সুদূরে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের হাতে। আজকের প্রস্তাবনা পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টি চাউল সংগ্রহ প্রকল্প গড়ে তুলে সঞ্চিত অর্থ থেকে ঐ পাড়ারই অভাবী, দুখী মানুষটি, পরিবারটির পাশে কি দাঁড়ানো যা না? যায় না কি ওদেরকে বেনিয়া এনজিওর কালো থাবা থেকে উদ্ধার করা? মানুষ বাঁচলে দেশ বাঁচবে। ইসলামে তাই সমাজ কল্যাণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

## চাই একক ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের জনগণের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি একেকজনের একেক রকম হয়ে গড়ে উঠার কারণ কি? মানুষের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় তার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নানাভাবে বিভক্ত।

প্রথমত : সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা

দ্বিতীয়ত : মাদ্রাসা শিক্ষা আবার আলিয়া নেসাব, খারেজী নেসাব এবং অপরটি দারসেনিজামী নেছাব।

তৃতীয়ত : সাধারণ শিক্ষা আবার বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজী মাধ্যম।

চতুর্থত : প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে শিশুর মানসিক বিকাশের ফাউন্ডেশন সেখানে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র। এসব বিচিত্র স্কুলের বিচিত্র পাঠদান করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরবী উপেক্ষিত ও অবহেলিত। অর্থাৎ শিশুর জন্য কোরআন শিক্ষার আয়োজন নেই বললেই চলে।

এজন্য আজ খুব জরুরী হয়ে পড়েছে সবার জন্য একই রকম ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা করা। মৌলিক বিষয়গুলো সবার জন্য বাধ্যতকামূলক করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই সাংস্কৃতিক সংকটের কবল থেকে আমাদের বাঁচবার একটা পথ হবে।

## শাখা-প্রশাখা নয় মূলে হাত দিতে হবে/বিশ্বাস বাঁচাতে হবে

সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির যত কারণ আমরা তালাশ করিনা কেন এর মূল নির্ভর করছে বিশ্বাসের উপর। অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসই আজ নড়বড়ে। ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে শিরক বাসা বেঁধেছে। শিরক এর যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে এসব বিস্তৃত হয়েছে আমাদের কবিদের কবিতায়, গীতিকারের গানে, নাটকে, সিনেমায় আর সাহিত্যে। পুরাণ নির্ভর হিন্দু সাহিত্যের, হিন্দি সিনেমায় যা নেয়া হয়েছে আমাদের অবিমৃষ্যকারী নকলবাজদের পাল্লায় তাইই, হুবহু চলে আসছে সাহিত্য সংস্কৃতির দিগন্তে। ভাণ্ডারী, মারফতি, মুর্শিদী গান আর



www.pathagar.com

দেহতত্ত্বের নামে এক অদ্ভুত শিরক জাতীয় বিষয় গানে গানে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম বাংলার মানুষের মাঝে। শরিয়ত, সামাজিক সুরক্ষার জন্য শর্ত সাপেক্ষ যে বহুবিবাহের বিদান দিয়েছে, সবচেয়ে অপছন্দনীয় বলে যে তালাকের অবকাশ রেখেছে তার ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল প্রয়োগ করে মানুষের মাঝে আল্লাহর বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করার এক ধরনের হীন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এসব বন্ধ করতে হলে বিশ্বাস শুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। মোল্লা মৌলভীও বুজুর্গানের দ্বীনের মুখে মুখে ইসলামকে জানা ও শিখার পরিবর্তে সরাসরি কোরআন, হাদীসের সমুদ্রে অবগাহনের প্রেরনা ও ব্যবস্থা উভয়ই নিশ্চিত করতে হবে।

## মিডিয়া নামক দৈত্যের সাথে লড়াই

বাংলাদেশ শুধু নয় সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার সামনে এক বিরাট লড়াই সমুপস্থিত। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ধ্বংস করার জন্য হাজার কোটি টাকা দিয়ে গড়ে তুলেছে এক বিশাল মিডিয়া সাম্রাজ্য। প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সবগুলোই তাদের হাতে। মুসলমানদের হাতে সে ধরনের অস্ত্র নেই বললেই চলে। অথচ লড়াই করতে হবে এবং জিততে হবে সেই 'মিডিয়া দৈত্যের' বিরুদ্ধেই।

এ লড়াইয়ে জেতার জন্য ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্র যে পর্যায়েই থাকুন না কেন আপনার আমার করণীয় হলোঃ

১. যে মানেরই হোক না কেন ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা মিডিয়া সামগ্রীর ক্রেতা হতে হবে, দু' একটা যা গড়ে উঠেছে তার শ্রোতা হতে হবে, ন্যূনতম পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে হবে।
২. সম্ভব হলেই এই দুই মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করতে হবে। আজকাল কোন কোন চ্যানেলে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা দেখে খুব আশান্বিত না হলেও হতাশার মাঝে আলোর বিন্দুর মতো মনে হয়। এগুলোকে বিকাশের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
৩. শক্তির জবাব শক্তি দিয়ে দিতে হয়। মিডিয়া দৈত্যের জবাব মিডিয়া দিয়েই দিতে হবে।

কবে কোথায় কোন শক্তিশালী মসীহ মিডিয়া দজ্জালের মোকাবেলায় নাজিল হবেন আমরা যেনো সেই অপেক্ষাতেই আছি।



www.pathagar.com

# যুব অবক্ষয় : প্রতিকার কোন পথে

বর্তমানে আমরা এক অবক্ষয়ী সমাজের বাসিন্দা। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক কর্মবিমুখ এক ধর্মনিরপেক্ষ ভোগবাদী ও ভোগসর্বস্ব সমাজের সর্বশেষ পরিণতি অবক্ষয়, অবক্ষয় এবং অবক্ষয়। অবক্ষয়ের শিকার বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ যুব সমাজ। তামাম পৃথিবীর ভাঙা-গড়ার ইতিহাস রচনায় এদের রয়েছে এক অনস্বীকার্য ভূমিকা। এরাই সৃষ্টির কারিগর, ধ্বংসের প্রমিথিউস।

বিশ্বময় মানুষের মধ্যে আবার একটি নতুন রেনেসাঁ বা পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রেনেসাঁত্তোর পৃথিবীতে নৈতিক বাঁধনমুক্ত যে ভোগবাদী সভ্য সমাজ গড়ে উঠেছে তার অন্তঃসারশূন্যতা (hollowness) ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং দিন যত যাচ্ছে ততই তা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থ-বিত্ত-আকাশচুম্বী সভ্যতা, দিগন্ত প্লাবী সংস্কৃতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে সীমাহীন উৎকর্ষ সত্ত্বেও গোটা ইউরোপ, আমেরিকার বুক চিড়ে বেরিয়ে আসছে এক অসহায় আর্ত পীড়িতের ক্রন্দন। ইউরোপ আজ যেনো নিজেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, নিজের গড়া দানবের হাতে বন্দী, মুক্তির জন্য কেঁদেও তার মুক্তি নেই।

ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র মানব সভ্যতায় যুব সম্প্রদায়ের রয়েছে মুখ্য ভূমিকা। আজ যুব সমাজ সবচেয়ে বেশী অবক্ষয়ের শিকার। সদা ক্রিয়াশীল যুবক কখনো নিস্ক্রীয় থাকার নয়। হয় সে মেতে উঠবে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে না হয় মেতে উঠবে ধ্বংসের উম্মত্ততায়। অবক্ষয়ের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া যুব সম্প্রদায়কে বাঁচানোর এক তীব্র তাগিদ অনুভব করছেন সবাই। কিন্তু কিভাবে সম্ভব তারুণ্যের উদ্বেলতাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার?

## যুব সম্প্রদায় : একটি সমাজ

শৈশব-কৈশোর-পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের ন্যায় যৌবন কথাটি মানব চক্রের একটি নির্দিষ্ট স্তরকে বুঝায়। লিঙ্গ পার্থক্য বিবেচনায় না এনে নারী-পুরুষ একটি বয়োঃসন্ধিক্ষণে উপণীত হলে তাদের আমরা বলি যুবক।

জাতিসংঘের মতে ১৫-২৪ বছর বয়সের প্রতিটি ছেলে-মেয়েই যুবক হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫-৩০ বছর



www.pathagar.com

সীমার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নাগরিক যুবক হিসেবে গণ্য। ১৫-৪০ বছর বয়সটাই যৌবন। মালয়েশিয়ার মতো অনেক দেশে যুবকের বয়সসীমা ১৫-৪০।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল, দরিদ্রতম ও বিকাশমান দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯১ সালের আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯ বছর বয়স সীমার নীচে জনসংখ্যা ৪৮.৫%। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে অর্থাৎ যুবকের হার বাড়ছে। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র পৃথিবীতেই যুবকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

ইউরোপ-আমেরিকাসহ তথাকথিত উন্নত বিশ্বে যুবকশ্রেণীর স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি খুবই প্রকট। ১৬ বছর বয়স হয়ে গেলেই ছেলেমেয়েরা adult, matured, বয়োঃপ্রাপ্ত। এমনকি বাবা কিংবা মা তাদের মারধোর করলে তারা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে দিতে পারে। বাংলাদেশেও এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইউরোপ আমেরিকায়- বর্তমানে ৩০% এর বেশী মানুষের পিতৃ-পরিচয় নেই; যুবক-যুবতীদের মাঝে পারিবারিক জীবনের কোন সুখানুভূতি নেই, নেই মানব সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর কোন চর্চা।

### বাংলাদেশের যুবকেরা

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুবক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এই সংখ্যা অনুপাত দিন দিন বাড়ছে। সত্তর দশক থেকে নব্বই এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের যুব সমাজের জনমিতিক অবস্থান হিসেব করলে দেখা যায় ১৯৭১-এ ২৩.১৯%; ১৯৭৪-এ ২০.০%; ১৯৮১-এ ২৪.৫% এবং ১৯৯১-এ ৩০.২%।

বর্তমানে বাংলাদেশে যুবকের সংখ্যা প্রায় ৩৬ মিলিয়ন যাদের ২৬ মিলিয়ন বসবাস করে গ্রামে আর ১০ মিলিয়ন বসবাস করে শহরে। এদেশে বেকার যুবকের সংখ্যা ১২ মিলিয়ন এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২২ মিলিয়ন। অশিক্ষা ও বেকারত্বের শিকার যুবকরা গ্রাম ছেড়ে শহর এবং শহর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে। যুবকদের ৭৮.২৫% দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে।

### যৌবনের ধর্ম

যৌবন ধর্ম নতুনত্ব, অস্থিরতা, ভেঙ্গে-গড়ার প্রবণতা।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশটির নাম যৌবন ও সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়টিই যৌবন।


www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা যৌবনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন এভাবে- "যুবকের একটিবার ডাকে তিনি চল্লিশবার সাড়া দেন।"

*"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের রক্ত হচ্ছে যৌবনের রক্ত।"*

হাদীসে রাসূলে (স.) রয়েছে "পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আল্লাহর বান্দারা কিয়ামতের মাঠে একটি কদম সামনে যেতে পারবেনা। জীবন কোন পথে ব্যয় করেছে। যে যৌবন দেয়া হয়েছে তা কোন কাজে ব্যয় করেছে? যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা কোন কাজে লাগিয়েছে?" নবী করিম (স.) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়ার সময় বললেন পাঁচটি বিষয়ের প্রতি (সময় থাকতেই) গুরুত্ব প্রদান কর 'বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের ; রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের, দারিদ্র আসার আগে স্বচ্ছলতার, ব্যস্ত হওয়ার আগে অবসর সময়ের এবং মৃত্যু আসার আগে জীবনের।" মূলতঃ যৌবনের গুরুত্বই আলাদা, ধর্মই অন্যরকম।

যেখানে চঞ্চল কিশোরের কৌতুহল থমকে দাঁড়ায়, বয়োবৃদ্ধ আবেগে স্তব্ধ হয়ে পড়ে, পৌঢ় ভাবনার কাছে বন্দী হয়ে যায় সেখানেই যৌবন বিদ্রোহ করে, উচ্ছলতা ও উদারতা মাড়িয়ে যায় সমস্ত স্থবিরতা ও অলসতাকে।

এদেশের এক কবি যৌবনের ধর্ম চিহ্নিত করেছেন এভাবে-

*"এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়*
*এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়!"*
*যৌবনের ধর্ম পুরাতনের বিরোধ আর নতুনেরে গ্রহণ।*

ভাল-মন্দ ভূত-ভবিষ্যত বিবেচনার আগেই যৌবন দুর্বার গতিতে ছুটে যায় নতুন নতুন বিষয়ের দিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সব বড় ঘটনার নায়ক যুবক, চাকা ঘুরিয়ে ইতিহাসের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছে যুবক।

শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয় বিশ্ব জগতে যতগুলো রেকর্ড রয়েছে চাই তা খেলাধুলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কিংবা বিজ্ঞান যেদিকেই তাকাবেন আপনি বিজয়ীর মঞ্চে যাকেই দেখবেন-সেই যুবক। যৌবন তাই বিজয়ের ধর্ম নিয়ে চলে। পরাভব পরাজয়ের চেয়ে যৌবন মৃত্যুকে অনেক শ্রেয় মনে করে।

**অবক্ষয়ের কবলে যুবক**

*এ পর্যায়ে আমরা আঁকবো এমন এক চিত্র যেখানে বাংলাদেশের যুব সমাজের অবক্ষয়ের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠবে। কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন অবক্ষয় কি? কেননা একজনের মতে যেটি মূল্যবোধ অপর জনের দৃষ্টিতে সেইটি গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, পশ্চাদপদতা; একজনের মতে যেটি অবক্ষয় অপর*



www.pathagar.com

*একজনের মতে সেটিই প্রগতি, উন্নতি ও অগ্রগামিতা। কিন্তু একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে কাম্য ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও মান থেকে সরে যাওয়াটাই মূলতঃ অবক্ষয়।*

ড. আহমদুল্লাহ মিয়ার মতে বর্তমানে যুব সমাজ বেকারত্ব, দারিদ্র, হতাশা, নিরক্ষরতা, অদক্ষতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে উশৃঙ্খল আচরণ করছে। এরা নেশাগ্রস্ত; আত্মবিশ্বাসহীন এবং কর্ম-শক্তিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। যুবকদের এই হতাশাজনক অবস্থা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে আকৃষ্ট করে তুলছে। অপর এক গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকা শহরে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের বয়স ১৫-৩০ বছরের মধ্যে সেসব যুবকদের ৬০% এবং যুবতীদের ৫০% নেশাগ্রস্ত। এছাড়া ফিরোজ (১৯৮৮) সালে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, মাদকাসক্তদের ৮৯% ৩০ বছরের নীচে, মুস্তফা দেখেছেন এদের ৮৪ % ৩০ বছরের নীচে এবং অতি সম্প্রতি দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি দৈনিকের জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় নেশাগ্রস্ত ও নেশার চোরাচালান ও এই ব্যবসার সাথে জড়িত ৯০%- ই হচ্ছে যুবক-যুবতী; বস্তিবাসী ও কর্মসংস্থানহীন লোক।

উপরের চিত্র থেকে বুঝা যাচ্ছে এদেশের যুবশ্রেণী মাদকাসক্তিতে বেশী আক্রান্ত। ড. আতাউর রহমান ও মো. নূরুল ইসলাম তাদের গবেষণায় বাংলাদেশের যুব সমাজের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান "তারা গতানুগতিকভাবে পারিবারিক পরিবেশে অভিভাবকের প্রতি আনুগত্যশীল ও সমাজ সংস্কার মুক্ত। আধুনিক জীবন ধারার সংস্পর্শে তারা ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের মুক্ত ও স্বাধীন নারীপুরুষের সম্পর্ক দেখতে চায়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবাধ স্বাধীনতার ক্ষেত্র সমূহে নিজস্ব ইচ্ছামত সঙ্গী নির্বাচন ও অবাধে সঙ্গলাভের সুযোগ করে নিচ্ছে। প্রেমের বন্ধনে কোন কোন যুবক যুবতী সংসারে পদার্পণ করছে আবার কেউ কেউ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হতাশাজনক জীবনে পাড়ি দিয়ে নেশা, অস্ত্রবাজী কিংবা অপরাপর বিভিন্ন সামাজিক অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এভাবে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মহত্যা, যৌতুকপ্রথা, কালোবাজারী, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তির মতো অসামাজিক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের যুব সমাজ অনৈতিকতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।"

আজ দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা সমূহে চোখ বুলালেই দেখা যাবে- খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজীসহ নানাবিধ অসহনীয় সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র, যার সাথে জড়িয়ে আছে অবক্ষয়ী তরুণ-তরুণী। খুনের আবার ধরণ কি! পুত্রের হাতে নৃশংস নির্মম মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছেন নেশার পয়সা যোগাতে ব্যর্থ পিতা, যুবক স্বামীর হাত ধরে একদিন ঘর বেঁধেছিলো যে যুবতী তাকে যৌতুকের বলি হয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে পথের পাশে, পরকীয়া প্রেমের


www.pathagar.com

ছোবলে দংশিতা যুবতী বধূর লাশ বার বার আঘাত হানছে আমাদের বিবেকের দ্বারে, মাস্তানীর বিরোধিতা করতে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরছে এলাকার শান্তিপ্রিয় সুবোধ যুবক। এ্যাকশন ফিল্মের প্রভাবে আজ ছোট্ট স্কুল ছাত্র ঈশা তারই বন্দুদের হাতে প্রাণ দেয় রাজধানীর বুকে। সারারাত ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া অসাবধান তরুণী। স্বামীর সামনে সারারাত সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে হত্যা করা হয় গার্মেন্টস কর্মী অবলা যুবতীকে। সন্ত্রাস কবলিত শিক্ষাঙ্গনগুলোর চিত্রতো আরো ভয়াবহ। দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে কাজ করতে গিয়ে মা-বাবার কাছে লাশের কফিন হয়ে ফিরে যাচ্ছে কত সাহসী যুবক।

ঠিকাদারী আর টেন্ডার বক্স ছিনতাইয়ের প্রতিযোগিতায় নেমে প্রাণ হারাচ্ছে কত সম্ভবনাময় তরুণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী আজ জড়িয়ে পড়ছে নেশায়, পয়সা যোগাড় করতে জড়াচ্ছে দেহ ব্যবসায়, বড় বড় হোটেলে আজ তারা নিজেকে বিকিয়ে বেড়াচ্ছে। অবক্ষয়ের এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? উপরের চিত্রটিকে সামনে রেখে আমরা অপর একটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে পারি আর তাহলো এই অবক্ষয়গুলোর ধরণ কি?

## ১. নৈতিক অবক্ষয় (Moral Degradation)

মূলতঃ মানুষ নৈতিক জীব। একটি নির্দিষ্ট বোধ-বিশ্বাসের আলোকে তার নৈতিকতা গড়ে উঠে। আমাদের যুব সমাজ এই বোধ বিশ্বাসের সংকটে পতিত হচ্ছে। এদেশে আজ একটি প্রজন্ম গড়ে উঠছে যারা স্রষ্টা বা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেখবর। 'আল্লাহকে মানা না মানার বিষয়টি তাদের কাছে খুবই গৌণ'।

জীবনের ইহকালীন ও পরকালীনতার বিষয়টি তারা কখনোই বিবেচনায় আনেনা বরং তাদের কাছে ইহলোকই শুরু ও শেষ, পরলোক অবিবেচ্য বিষয়। একটাই ওদের দর্শন *"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও/বাকীর খাতা শূন্য থাক, দূরের বাদ্য শুনে কি লাভ/ মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক।"*

পৃথিবীতে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রসাদ ও আত্মতুষ্টির প্রয়াস। এক আত্মকেন্দ্রিকতা যুবকদের নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলছে। "নিজে বাঁচলে বাবার নাম" এই যাদের বোধ তাদের কাছ থেকে সমাজ কতটুকু সামাজিকতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা, দেশপ্রেম আশা করতে পারে? খুবই নগণ্য।

ইউরোপ আমেরিকায় এই আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙ্গে ফেলছে পারিবারিক প্রথা। সেখানে জন্ম নিচ্ছে এক চাপা কান্না। মায়ের প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি বাবা মা'র দায়িত্ব সচেতনতা লোপ পেয়ে তৈরী হচ্ছে এক বিস্ময়কর সমাজের যেখানে আস্তে আস্তে বাবা কন্যার অঙ্গশায়ী হতে চায় এ অজুহাতে যে তিনি তার পড়ার খরচ দিচ্ছেন আর মা ছেলের শয্যাসঙ্গীনি হতে চান তার বাবাকে কাছে না


www.pathagar.com

পাওয়ায়। এই একই ধারার সমাজ জীবন আমাদের উঁচুতলায় মাঝে মাঝে খবর হয়ে বেরিয়ে আসছে। আমাদের যুবতীরা এর মরণ ছোবল থেকে কি করে বাঁচবে?

## ২. মূল্যবোধের অবক্ষয় (Loss of Values)

নৈতিকতা আর মূল্যবোধ কাছাকাছি শব্দ হলেও এর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। ইসলাম, খৃষ্ট, ইহুদী বা হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি ধর্ম মূলতঃ নৈতিকতার নিয়ামক। নৈতিকতার সাথে ধর্মবোধের নিগুঢ় সংযোগ রয়েছে। কিন্তু মূল্যবোধ ধর্মহীনও হতে পারে। মূল্যবোধ একটি সমাজ-সভ্যতার অবদান। ধর্মহীনতা সমাজ সভ্যতা থেকে মূল্যবোধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। সে বিবেচনায় ধর্ম ও মূল্যবোধ পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজতান্ত্রিক সমাজও এক ধরনের মূল্যবোধের জন্ম দিতো।

আমাদের যুবকেরা ক্রমশঃ মূল্যবোধের সংকটে নিপতিত হচ্ছে। আমাদের ধর্মবোধ হারানোর পাশাপাশি একটি কর্মহীন ধর্মবোধ জন্ম নিচ্ছে। এমন বহুলোক আছেন যারা নামাজ পড়েন, সুদ খান, ঘুষ খান ও দেন, পর চর্চা করেন, মিথ্যা বলেন ইত্যাদি নানা অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করেন। যুবকেরা বড়দের এই আচরণ দ্বারা নিত্য প্রভাবিত হবেন এটিই স্বাভাবিক। এটিই কর্মহীন ধর্মবোধের কুফল।

আগেই বলেছি পারিবারিক প্রথা, সামাজিক দায়িত্ববোধও জাতীয় চেতনা এসব মূল্যবোধ ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, প্রবল আত্মকেন্দ্রিকতা ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থের কাছে। এরই ফলে অভাব দেখা দিচ্ছে উদারচেতা, সাহসী, দেশপ্রেমিক, সামাজিক ও জনকল্যাণকামী যুব সম্প্রদায়ের।

### অবক্ষয়ের কারণ সমূহ

### কেন এই অবক্ষয়?

আমাদের তরুণেরা কি হঠাৎ করেই এই অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছে না কি এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রের ফল? হ্যাঁ একদিকে এটি আমাদের আত্ম-বিস্মৃতি, উদাসীনতা আর বেখেয়ালীর পরিণতি অপরদিকে তা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের উপর চেপে বসা শাসকগোষ্ঠী ও বর্তমানের বিশ্বমোড়লদের পরিচালিত অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফল। এসব ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান দিক হচ্ছে-

### এক. নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন

১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলে যখন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সুপারিশ করেন তখন তার ভূমিকায় উল্লেখ করেন-

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions who we govern;


www.pathagar.com

a class of persons Indians in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in Intellect,"

অর্থাৎ "আমরা এমন একটি শ্রেণী তৈরী করবো যারা আমাদের ও শাসিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্তে মাংসে বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত তরুণরা আজ ইংরেজ, আমেরিকান বা ভারতীয় হচ্ছে, ভাল বাংলাদেশী বা ভাল মুসলমান হচ্ছে না। কেননা এশিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম উপেক্ষিত,

দেশপ্রেম অনুপস্থিত, নৈতিকতা বিবর্জিত, মূল্যবোধ নির্বাসিত। এখানে এখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে কেবল জাগতিকতার কথা। যে শিক্ষা ব্যবস্থা সুদকষার মাধ্যমে লাভের হিসেব শিখায়, ভেজালের উপর লাভ-ক্ষতির হার বের করতে বলে। ঘুষকে অনুৎসাহিত করেনা। সে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত যুবক আত্মকেন্দ্রিক, মুনাফাখোর, সুদী ও ঘুষখোর হবে এটিই স্বাভাবিক।

যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে বানরের বংশধর হিসেবে জ্ঞান দেয়, মানব জন্মের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসচেতন রাখে তাতে শিক্ষিত হয়ে কেউ অমানুষ ও মানবতা বিরোধী হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবেনা।

কেবল সিলেবাস-কারিকুলাম নয় সামাজিকভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে, শিক্ষার পরিবেশকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেনো এখানে মানুষ বিপথগামী হয়। সহ-শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ এক পর্যায়ে জুটি বাঁধবে, অবৈধ সম্পর্ক রক্ষা করবে, প্রেমের মহড়া দিবে তারপর আবার হতাশও হবে এটা খুবই স্বাভাবিক কথা।

## দুই. প্রচার মাধ্যম (Media)

বর্তমান সময়টি মিড়িয়া সাম্রাজ্যবাদের সময়।

যে জাতি বা যে দেশের হাতে মিড়িয়া তারাই এখন পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছে। কাঁধে তুলে নিচ্ছেনা বরং অদৃশ্য সুতোর টানে এখন সবকিছু তাদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিড়িয়ার মালিকেরা শেষ করে দিচ্ছে আমাদের যুব চরিত্র। দেশের কতিপয় সাপ্তাহিক ও দৈনিকের পাতায় পাতায় এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যেসব অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন, বিকৃত ফিচার রচনা ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীল ও বিকৃত (পার্ভাটেড) ফিচারাবলী ছাপানো হয় তাতে যুবকেরা এতটুকু ঠিক থাকইতো বিস্ময়কর। বিবাহিত ও অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা এসব গল্প, উপন্যাস ফিচার পড়ার পর তা বাস্তবতায় দেখতে আকুল হয়ে উঠে। তাদের ভেতরে অতি সংগোপনে একটি নৈতিক ও মূল্যবোধগত পরিবর্তন ঘটে যার ন্যূনতম মাত্রা হলো এসব কিছুকে নীরবে সয়ে যাওয়ার তথাকথিত



www.pathagar.com

(ঃolerance) ক্ষমতা ! পার্শ্ববর্তী দেশ ও বাইর থেকে এমন কিছু পত্র-পত্রিকা এদেশে আসে যেগুলো পড়তে যেকোন রুচিশীল মানুষের বিবেকেই বাঁধবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কথা এখানে বলাই বাহুল্য।

## কি না পারে এই মিডিয়া?

অবাস্তবতাকে বাস্তব, মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এক অসাধারণ ক্ষমতা রছেে ইলেকট্রনিক মিড়িয়ার। অখ্যাতকে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে নেয়া আর খ্যাতিমানের মান যশঃ কেড়ে নেয়ার এক অসূরীয় শক্তি আছে এর হাতে। দেশের টি. ভি চ্যানেলের চেয়েও অনেক গুণে মারাত্মক হচ্ছে শুধুমাত্র সস্তা বিনোদন প্রোগ্রামে ঠাসা ক্যাবল নেটওয়ার্ক, ডিশ এন্টেনা ইত্যাদি।

এসব চ্যানেলে এক নাগাড়ে ঘণ্টাখানেক মা-বাবা, ভাই-বোন সমেত দেখার মতো কোন প্রোগ্রাম থাকেনা। থাকে হয় মারদাঙ্গা ছবি, কিংবা কোন প্রায় অর্ধ ও পূর্ণ নগ্ন ছায়াছবি, কোন নাচ-গানের অনুষ্ঠান। ডিশের কল্যাণে এসব কিছু ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আরও বড় বিপদ হয়ে এসেছে ইন্টারনেট। ব্যক্তিগত কম্পিউটারে বসে ছেলে-মেয়েরা যখন একাকী অফসিন লোড করে ভোগ করতে থাকে তখন পরিস্থিতি হয় আরও ভয়াবহ।

গভীর রাত পর্যন্ত এসব দেখার পর একে প্যাকটিস্ করার এক অদম্য দানবীয় ইচ্ছা জেগে উঠে যুবক-যুবতীদের মনে আর তারই পরিণতি হয় এক ধ্বংসকর অবক্ষয়। সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়ার মতো উন্নত দেশ যেখানে ডিশ ও ক্যাবলের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে সেখানে একটি হত দরিদ্র দেশে এগুলোর এ অবাধ লাইসেন্স আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল আর কি উপহার দিতে পারে?

## তিন. মাদক দ্রব্যের ছড়াছড়িঃ নারী ব্যবসা

১৯৯৬ সালে নিউজ উইক এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে পৃথিবীর দুই বিলিয়ন নর-নারী এক কুৎসিত (Uggliest Business) ব্যবসায় জড়িয়ে রয়েছে যার নাম দেহ ব্যবসা। ডিশ-ক্যাবলের দ্বারা আক্রান্ত যুবক-যুবতীর অবৈধ ক্ষুধা নিবারণের জন্য হাত বাড়ালেই আজ পাওয়া যাচ্ছে বিপরীত শ্রেণীর লোক। এটিকে এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের যুব সমাজের নৈতিকমান ধুইয়ে নেয়ার পাক্কা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে ব্ল্যাক মেইলিং ও প্রতারণা।

সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে বেকার জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের এক বিরাট অংশ অবৈধ চোরাচালান ও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে ওরা নেশার কবলেও আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। এভাবেই জাতির সবচেয়ে সবল অংশ যুবক-যুবতীরা আমাদের সম্পদ না হয়ে আপদে পরিণত হচ্ছে, ধ্বংস হতে যাচ্ছে শতাব্দীর কারিগরেরা।



www.pathagar.com

## চার. আইনের শিথিলতা ও আইন না মানার প্রবণতা

কথায় আছে, 'বেড়ায় ক্ষেত খায়'।

বাংলাদেশে আইন আছে, আইনের ফাঁকও আছে, সবচেয়ে বেশী আছে আইন লংঘনের প্রবণতা। এদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ লোক তারাই যারা দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে রয়েছে, আইন তারাই বেশী লংঘন করেন যাদের রয়েছে আইন রক্ষার দায়িত্ব।

এদেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের পিছনে রয়েছে আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কিছু সদস্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ। সন্ত্রাসীদের ধরতে যাওয়ার আগেই ওরা সটকে পড়ে। আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায় ওদের প্রায়শঃ।

পত্রিকার পাতায় যখন পুলিশ কর্তৃক একের পর এক যুবতীদের ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয়, ছিনতাইকালে পুলিশ যখন জনতার হাতে ধরা পড়ে, ডাকাতি করতে যখন পুলিশের সদস্য অস্ত্র সমেত গণপিটুনিতে মারা যায়- তখন স্বাভাবিকভাবেই উঠতি যুবক এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি অংশ আইনের প্রতি বুড়ো আঙ্গুল প্রদর্শনকে নিজের কৃতিত্ব মনে করেন। খুনের আসামী যখন মন্ত্রীর ফোনে ছাড়া পেয়ে যায়, সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে থানায় ধরে নেয়ায় যখন রাজনৈতিক কর্মসূচীর মুখোমুখি হতে হয় কিংবা যখন নেতার তদবিরে ওসির শাস্তিমূলক বদলীর আদেশ হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই যুবক নতুন উদ্যমে সন্ত্রাসেই জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে নাজমুল আলমের বিখ্যাত 'সার্টিফিকেট' গল্পের কথা মনে পড়ে। চরিত্রগত সার্টিফিকেট লাভের জন্য এক অবলা নারী ধর্ণা দিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে একা ডেকে নিয়ে চরিত্র ধ্বংস করে ইস্যু করলো একটি 'চারিত্রিক সার্টিফিকেট'।

## পাঁচ. কলুষিত সমাজ

যুবক-যুবতীরা দেশের পরিচালক নয় ওরা পরিচালিত।

দেশে বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থা, সমাজপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ তাদের মডেল। অবক্ষয় ছেয়ে আছে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের, যে সমাজ নিজে দরদী (caring) নয়, যে সমাজ আগামী প্রজন্মের মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করেনা, যে সমাজ ভাল হবার কোন মহৎ উদাহরণ স্থাপন করতে পারেনা সে সমাজে বেড়ে উঠা যুবক-যুবতীরা আর কতটুকু ভাল হতে পারে?

ওরা যখন ক্ষুধা-দারিদ্র-বেকারত্বের সাথে লড়াই করছে তখন ওদের সামনে এসে দুমুঠো অন্ন, লোভনীয় বেতন ভাতা নিয়ে দাড়িয়েছে এনজিওর শ্লোগান 'কিসের ঘর, কিসের বর। দেহ আমার, ইচ্ছা আমার'। এনজিও ওদের ঘরের বাঁধনমুক্ত এক


www.pathagar.com

অনাচারী জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, পরিবার ভাঙছে। কেড়ে নিচ্ছে ক্রমান্বয়ে ওদের লালিত ধর্মবোধ, বিশ্বাসগুলো। কলুষিত এ সমাজের যেখানে বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে, ধর্ষিতা তার বিচার পায়না, বাস্তুহারা পায়না মোড়লের রক্তচক্ষু থেকে কোন পরিত্রাণ সে সমাজে প্রতিবাদী তরুণ হয় মোড়লের গোলাম, না হয় প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে।

### ছয়. বেকারত্ব

আগেই আমরা বলেছি বাংলাদেশে বেকার তরুণের সংখ্যা ১২ মিলিয়ন, এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রথাগত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা পাশ শিক্ষিত বেকার তরুণের সংখ্যাও মেলা। যৌবনের উদ্দাম নিয়ে এ তরুণ-তরুণীরা বেকারত্বের নির্মম শিকার হয়ে এক পর্যায়ে আয়-রুজির বিকল্প পথ খুঁজতে গিয়ে অবক্ষয়-মুখী যাত্রা শুরু করে।

যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধ ও অপর্যাপ্ত প্রয়াস যুবক-যুবতীদের জন্য যে কারিগরী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে তা সিন্ধু মাঝে বিন্দুবৎ।

### সাত. জেনারেশন গ্যাপ

কথাটি শুনতে খারাপ লাগলেও বাংলাদেশের বর্তমান যুব অবক্ষয়ের এটি অন্যতম কারণ। কিছু অতি বিত্তবান পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। এরা কোথায় যাচ্ছে, কি করছে খোঁজ খবর রাখছেন না, ওদেরকে প্রশ্রয় ও প্রাচুর্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। আর কিছু অভিভাবক উঠতি তরুণ-তরুণী ছেলে-মেয়েটির সাথে ফ্রি হতে পারছেন না, একটা গ্যাপ মেন্টেইন করে চলছেন। ফলে কি হচ্ছে?

এরা আমাদের অজ্ঞাতেই কোথায় যেনো হারিয়ে যাচ্ছে, লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে অপরাধ প্রবণ, অবক্ষয়মুখী হয়ে যাচ্ছে। বলা যায় সংস্পর্শ ও স্নেহ বঞ্চিত তরুণ-তরুণীটি স্বাভাবিকভাবেই খুঁজে ফিরে বাইরের বন্ধু ও শুভার্থী যা অধিকাংশ সময়ই তাদের জন্য হিতকর হয় না।

### প্রতিকারের উপায়

আমরা ভুলে যাই - Prevention is better than cure.

অসচেতন হওয়ার কারণেই আমরা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে আজ তার প্রতিকারের পথ খুঁজছি। অবক্ষয়ের এই ধারা প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়া প্রতিকারযোগ্য নয়। তবুও আমরা জাতির ভবিষ্যত


www.pathagar.com

রক্ষার তাগিদে, আগামী দিনের যুব সম্প্রদায়কে সুস্থ-সুন্দরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে পারি।

### এক. ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা

ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র পাশ্চাত্য তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-মুক্ত করেছে। তাদের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বও ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তাদের মত লেজ কাটাদের দলে অন্তর্ভূক্ত হতে থাকে। এরই ফলে অনৈতিকতার সমস্ত দুয়ার খুলে যায় তরুণ-তরুণীদের সামনে।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই দৈন্যর কারণেই পাকিস্তান আমলে তরুণরা অবক্ষয়ের শিকার হতে থাকে। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে সরকারের টনক নড়লেও গতস্য শোচনা নাস্তি। তেমন কাজ হয়নি তাতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আবার চাপিয়ে দেয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা।

আজ ইউরোপ-আমেরিকারও একই আওয়াজ - Back to the religion.

ধর্মই মানুষের স্বস্তি ও শান্তির একমাত্র ঠিকানা।

ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে ছেলে-মেয়েরা ছোটবেলা থেকে আল্লাহর দাসত্ব, তাঁর ভয়, সৎপথে চলা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, দেশের ভালোর জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। যুবকদের ভেতর শৃঙ্খলাবোধ; আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মাতা-পিতাকে মেনে চলা ইত্যাদির অনুভূতি সৃষ্টি করতে হলে ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক সুনিবিড় করতে হবে। নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে আনা। ইউরোপ-আমেরিকার হতাশাগ্রস্ত-পথভ্রান্ত তরুণেরা ধর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার পরই লাভ করছে উন্নত নৈতিকতা।

### দুই. শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন

শুধু ধর্মীয় শিক্ষার সংযোজন নয় বরং আমাদের যুব সম্প্রদায়কে সত্যিকারের মূল্যবোধ দিয়ে গড়ে তুলতে হলে দরকার একটি পরিপূর্ণ আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। Jhon Milton এর ভাষায় 'Education is the harmonious development of body, mind and Soul' - কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই তিনের সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সহায়ক নয় বরং প্রতিবন্ধক।



www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশপ্রেম, মানবিকতা, সততা, মহানুভবতা সৃষ্টির জন্য কারিকুলাম পর্যালোচনা করে সংযোজন ও বিয়োজন করা দরকার। বেকার তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে কারিগরী ও প্রায়োগিক শিক্ষা সমৃদ্ধ করে যুবকদের বেকারত্বের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। শিক্ষার পরিবেশকে মার্জিত করতে হবে। সহ শিক্ষা বন্ধ করতে হবে।

## তিন. প্রচার মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

অবাধ তথ্য প্রবাহের নামে প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার অনিয়ন্ত্রিত দানবকে লাগাম পরাতে হবে। চরিত্র বিধ্বংসী, যৌনতার দিকে ধাবিত করতে পারে এমন গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস-ফিচার ইত্যাদি প্রচার বন্ধ করতে হবে। ডিশের দানবকে শেকল পরাতে হবে। রেডিও, টিভিতে যেসব অনৈতিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয় তা বন্ধ করতে হবে এবং তার স্থলে উত্তম-বিকল্প কর্মসূচী চালু করতে হবে।

'প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনেই অপরাধ প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে।' আর এই পশু প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে ডিশের নগ্ন কালচারকে অস্বীকার করা যায় না। ছেলে-মেয়েরা ঝুঁকে পড়েছে এডাল্ট ফিল্মের দিকে। শুধুমাত্র যুবক-তরুণদের নৈতিক অবক্ষয়ই নয়; আমাদের সংস্কৃতি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, উৎকর্ষ যান্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাসে, ডিশের কল্যাণে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় তা ভস্মীভূত হতে চলেছে। এ অবস্থায়ও কি সরকার সমূহ আইন করে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার কোন ব্যবস্থা করবেন না?

## চার. আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ

দেশে প্রচলিত আইনের সংস্কার প্রয়োজন; প্রয়োজন আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আইনের যে নিরপক্ষে প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিল সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয় একথাটি বক্তৃতার সুউচ্চ নিনাদ না হয়ে বাস্তবরূপ লাভ করা দরকার।

যুবক-তরুণরা যখন দেখবে আইন অবক্ষয়ের পক্ষে নয় রবং নীতি-নৈতিকতা ও সুস্থতার পক্ষে তখনই তাদের মাঝে জন্ম নেবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমীহ। আইনের ভয়েও অনেকাংশে তারা বিপথগামিতা থেকে সরে থাকবে।

## পাঁচ. কর্মসংস্থানের উদ্যোগ



www.pathagar.com

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। আমাদের যুবক-যুবতীদের মাঝে যে বিরাট বেকার অংশ রয়েছে তাদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান করতে হবে। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের মধ্যে দিয়ে। সেখানে যুবতীদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশী। এনজিওরা যে কর্মসংস্থান করছে তাও মেয়েদের জন্যই বেশী। এমতাবস্থায় একটা ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে এবং দিচ্ছে। বেকার যুবকগুলো কর্মজীবি যুবতীদের আসা যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে নানা রকম ন্যুইসেন্স সৃষ্টি করে। এসব বেকার যুবকদের হাতে কাজ তুলে দিতে হবে। ব্যাপক কারিগরী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। যুব মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাত্র ১৫৪ টি স্থায়ী ইউনিটের পরিবর্তে কমপক্ষে ৪৯২ টি থানার প্রত্যেকটিতে একটি করে স্থায়ী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে যুবক-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থানমুখী তৎপরতায় জড়িয়ে নিতে হবে। বেকার, যুবক-যুবতীদের সরকার দক্ষ মানব হিসেবে গড়ে তুলে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদুল্লাহ মিয়ার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "এদেশের যুব সমাজের চাহিদা হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মের সুযোগ, স্বাস্থ্য সুবিধা, অর্থপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি পরিপূর্ণবিশ্বাস, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা, জাতীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিগত আবেগের সন্তোষজনক অবস্থান।"

**ছয়. জেনারেশন গ্যাপ দূর করতে হবে।**

উঁচুতলার মা-বাবাকে তাদের সন্তানদেরকে দেশ-মাটি-সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ছেলে-মেয়েদেরকে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যেখানে- যেমন খুশী চলতে দেয়া এবং চাহিবামাত্র অর্থ হাতে তুলে দেয়ার যে বিষফল তা তাদের উপলব্ধি করতে হবে। বিত্তশালীদের ছেলেমেয়েদের এ আচরণ সমাজের আর অন্য দশজনকেও প্রভাবিত করে। এরা সামর্থহীন অথচ ওদের এরূপ করার সাধ জাগে। তখনই শুরু হয় সামর্থ অর্জনের বৈধ-অবৈধ প্রয়াস যা জন্ম দেয় নানা সামাজিক অপরাধের। ছেলে-মেয়েদের মাঝে দেখা দেয়া নানা অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণগুলো অভিবাবকরা চাইলে দরদ মাখা সম্পর্ক দিয়ে দূর করে দিতে পারেন। একটু যত্ন প্রয়াস আমাদের সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করতে পারে বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে।



www.pathagar.com

## সাত. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

উপরে যতগুলো কথাই আমরা বলেছি সেগুলো মুখরোচক, শ্রুতিমধুর কিন্তু বাস্তবে খুব কঠিন। যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে; যে সমাজের প্রতিটি সদস্য পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই, ধনী-নির্ধন সবাই সমান, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে, অন্যায় যেখানে প্রত্যাখ্যাত, ন্যায় ও সুবিচার যেখানে নিশ্চিত, সেখানে সবার জন্যই শিক্ষা বাধ্যতামূলক, মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করা সরকারের মুখ্য দায়িত্ব, সেখানে অপবিত্রতা ও অশ্লীলতার কোন স্থান নেই, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ যেখানকার অনন্য বৈশিষ্ট্য এমনি একটি দরদী (caring) সমাজ কায়েম করতে পারলে যুব অবক্ষয় আপনা থেকে রোধ হয়ে যাবে।

## যুবক মাত্রই শক্তি, সাহস, সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক

যুবক-যুবতীরাই আগামীর প্রতিশ্রুতি। আমরা যে সুখী-সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি তা বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হলো আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়ন। তেল-গ্যাসসহ আমাদের যে খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডারের সম্ভাবনার কথা প্রায়শঃ শোনা যায় তার চাইতে বহুগুণ বেশী সম্পদ লুক্কায়িত রয়েছে যুব-সম্প্রদায়ের মাঝে। অবক্ষয়ী সমাজের পাল্লায় পড়ে আজ এই যুবক-যুবতীরা সম্পদ না হয়ে আপদে পরিণত হতে যাচ্ছে। সময় এসেছে ওদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার।

জাগতিক উপায়-উপকরণ ও যোগ্যতায় সমৃদ্ধ করার যে প্রয়াস ইউরোপ-আমেরিকাসহ তথাকথিত উন্নত বিশ্ব তাদের যুব-সম্প্রদায়ের জন্য পাচ্ছে এগুলে থেকে কল্যাণকর দিকগুলো অবশ্যই আমরা গ্রহণ করতে পারি; কিন্তু কেবল এতেই আমাদের চলবেনা। আমাদের যুব সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি বাড়তি জিনিস নিশ্চিত করতে হবে আর তা হলো সুউন্নত নৈতিক চরিত্র, ঐশী বিধানের প্রতি আনুগত্য। কাজটি সরকার, বিরোধীদল, অভিবাবক, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবি, লেখক, কবি, সাহিত্যিক বা সমাজকর্মী কারো একার নয়। সকলকে সমানভাবে সমানগুরুত্ব দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই যুব সম্প্রদায়ের অবক্ষয় প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য।



www.pathagar.com

# মুসলিম তরুণের ভাবনার বিষয়

"তোমরা ভয় পেয়োনা, শংকিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও"

"তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উত্থিত করা হয়েছে যেনো তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ আর ঈমানদার হও" প্রায় পনরশ বৎসর আগে জাজিরাতুল আরবের অজ্ঞতা-মুর্খতায় লিপ্ত হৃত-দরিদ্র একদল মানুষের মাঝে রাসূল (স.) এসেছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে। তিনি তাদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, সংগঠিত করলেন, প্রশিক্ষিত করলেন অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় স্বল্প সংখ্যক লোকদের নিয়ে ছোট্ট একটি ইসলামী রাষ্ট্র করলেন-যার সংবিধান হলো আল কোরআন, রাষ্ট্রনায়ক, ইমাম ও সেনাপতি হলেন হযরত স্বয়ং। তাঁর সাথে ছিলো মুষ্টিমেয় মর্দেমুমিন যাঁরা আপোষহীন সংগ্রামী, ইসলামের একান্ত অনুসারী। তাঁদের সাথে রেখে এভাবেই আল্লাহ তায়ালা নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য পূরণ করলেন। "তিনি আল্লাহর যিনি নবীকে প্রেরণ করেছেন সত্য দ্বীন ও হেদায়াত সহকারে যেনো অন্য সকল দ্বীনের উপর তাদের বিজয়ী করতে পরেন।" আল্লাহ তার ওয়াদা পূরণ করেছিলেন করন সেই জামানার মুসলমানগণও তাদের ওয়াদা পূরণ করেছিলেন।

### মুসলিম দুনিয়ার অবস্থা

আমরা মুসলিম। আজ আমাদের অনেক সংকট, অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট।

প্রথমেই আমি বিনয়ের সাথে জানাতে চাই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও সংকট তাঁর identit সংকট ও হীনমতাবোধ। অথচ আমাদের জানা উচিত বর্তমান পৃথিবীতে ১৯২ টি দেশের মাঝে ৫৭ টি মুসলিম দেশ সমূহের অধিকারে। পৃথিবীর তৈল সম্পদের ৭০% মুসলিম দেশ সমূহের নিয়ন্ত্রণে। অথচ একটি আশ্চর্য ধরনের হীনমন্যতা আমাদের পেয়ে বসেছে, সেটি হচ্ছে আমাদের কিছুই নেই। অর্থ বিত্ত নেই, জ্ঞান নেই বিজ্ঞান নেই, প্রযুক্তি নেই,



www.pathagar.com

সামরিক শক্তি নেই যেনো চারদিকে নেই রাজ্যের বাসিন্দা আমরা। অথচ আমাদের সংকট অন্যখানে। সে বিষয়গুলো আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। বিরাজমান সমস্যাগুলো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

## আমাদের ভেতরের সমস্যাগুলো

### এক. আত্মপরিচয় সংকট

ক. আমাদের পরিচয় আমরা 'শ্রেষ্ঠ জাতি' মধ্যমপন্থী জাতি, 'আমরা মুসলিম জাতি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা নাম সর্বস্ব মুসলমান হয়ে বেঁচে আছি। "তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা" কিংবা "আল্লাহর রজ্জুকে (কোরআনকে) সংঘবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ করো, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা"। কোরআনে এতসব সুস্পষ্ট পরিচয় ও আহবান থাকার পরও আমরা 'মুসলিম উম্মাহ' হিসেবে পরিচয় নিয়ে আছি কি?

খ. আজ মুসলিমগণ এক উম্মাহ্ পরিচয়ে যতটা পরিচিত তার চেয়ে বেশী পরিচিত, আরবী, আজমী, বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ইরানী, ইরাকী এমনসব ভৌগলিক জাতীয়তার পরিচয়ে। এটিই আমাদের ভাল লাগছে। এ নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। আমরা Pan-Islamism কে বাদ দিয়ে Regionalism নিয়ে ব্যস্ত।

গ. মুসলিম দেশের নাগরিকদের মাঝে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়, পরিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় আয়োজনে কোথাও আমাদের গৌরবময় অতীতকে সামনে রেখে সোনালী ভবিষ্যত গড়ার পরিকল্পনা নেই বরং কোথাও কোথাও হয়ত অতীতের জাবর কাটাই হচ্ছে প্রধান কাজ। অথচ আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন- "ধ্বংস তার জন্য যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম হলোনা।" আমাদের আজ বড় অভাব আত্মজিজ্ঞাসার, আত্মঅনুসন্ধানের।

ঘ. এসবের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে জাতীয় বিভেদ, অনৈক্য ও পারস্পরিক হানাহানি। আজ আমাদের মায্হাবী দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে অথচ জাতি শেষ হয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের খড়গাঘাতে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- "মুসলমানরা পরস্পর ভাই সুতরাং তাদের সাথে সমঝোতা করে দাও"। আজ কোথায় আমাদের ভ্রাতৃত্ব? ভ্রাতৃত্ব যদি থাকতই তাহলে কাশ্মীর, ইরাক, ফিলিস্তীন, বলকান, আলজেরিয়ার মুসলমানদের রক্তের স্রোতধারা আর তাদের জীবন নিয়ে অন্যদের হোলিখেলাকে এত নির্লিপ্তভাবে মেনে নিতে পারতামনা আমরা।


www.pathagar.com

## দুই. মুসলিম সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অভাব

ক. আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন "মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মতো দেহের একটি অংশে আঘাত লাগলে যেমন অন্য অংশগুলো ব্যথা পায় উম্মাহর কেউ আঘাত পেলে তেমনি পুরো উম্মাহ ব্যথিত হবে। একবার যদি সারা পৃথিবীর দিকে তাকাই তাহলে কি মনে হয় মুসলিম উম্মার কোন অস্তিত্ব আছে? মুসিলম উম্মাহর Physical existance বা শরীরি উপস্থিতি অবশ্যই রয়েছে কিন্তু বিদায় হয়ে গেছে উম্মতের রূহানী তালুক, হৃদয়ের সম্পর্ক।

আজ যখন মধ্যপ্রাচ্যর বিষফোঁড়া, ৩২ লাখ ইহুদী অধ্যুষিত ছোট্টদেশ ইসরাইল ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে, তার অধিবাসীদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে পশু-পাখির মত গুলি করে হত্যা করে, রাষ্ট্রপতিভবন দখল করে রীতিমত দস্যুবৃত্তি ও খুন-খারাবীতে লিপ্ত আর তার পার্শ্ববর্তী বিশাল বিশাল ধনাঢ্য মুসলিম দেশসমূহ নাজানা, নাচেনার ভান করে নির্বিকার ভূমিকায় লিপ্ত হয় তখন ভাবাই যায় না মুসলিম এক সংগ্রামী উম্মতের নাম, এর কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ আদৌ এসব খবর রাখেন।

খ. পৃথিবীর দারিদ্র সীমানার নীচে অবস্থানরত দেশগুলোর এক বড় অংশ মুসলিম রাষ্ট্র। আবার পৃথিবীর ধনীদেশগুলোর শীর্ষদেশসমূহও বেশ ক'টি মুসলিম দেশ। ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম দুনিয়ার ধনীর সংখ্যাও প্রচুর। বিখ্যাত সুইসব্যাংক সমূহের এক বড় অংশ গচ্ছিত অর্থের মালিক মুসলিম দুনিয়ার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ।

ইসলাম যেখানে ধনীদের সম্পদে পরিষ্কার ভাষায় গরীবদের হক নির্ধারণ করে দিয়েছে, রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়েছে পাই পাই করে এই হক আদায় করে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করতে, যেখানে ইসলামের স্বর্ণযুগে এমন সব ব্যবস্থা হয়েছিল যে হযরত উমরের (রা.) সময় মানুষ যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পায়নি সেই ক্ষেত্রে আজ মুসলিম দুনিয়ার এ হতদরিদ্র চিত্র কেন?

গ. মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য OIC, Rabita, IDB, সহ বেশ কিছু বড় বড় সংস্থার জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে সব সংস্থা মুসলমানদের সমস্যার সামাধানে তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সংকটকালে OIC র ভূমিকাকে আজকাল রস করে বলা হয় Oh ! See. এর চেয়ে বড় লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে? মুসলিম দুনিয়ার প্রতি এসব সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রচুর, এদের করার মতো সাধ্যও রয়েছে। কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই তার বড় দাতা সদস্যগণ বিশ্বমোড়ল আমেরিকার এজাজত নিয়ে কথা বলতে


www.pathagar.com

দেয়, না হয় তাকে চুপ মেরে থাকতে হয়। যেমনিভাবে জাতিসংঘের ব্যাপারে বলা হয়- UN has become kitchen of USA.

ঘ. ব্যক্তি, সমষ্টি, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক এই চারপর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাঝে প্রথম ২টি মোটামুটি পালিত হলেও শেষের দুটো বিষয় আজ সবিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের কর্ণধারদের/শাসক গোষ্ঠির নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতায় ব্যথিত সাধারণ মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তে জাগতে শুরু করেছে। তারা রাজা ও রাষ্ট্র প্রধানদের ভূমিকার ব্যাপারে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠছে। বিগত এক দেড় দশকে এক নব জাগরণ (New upsurge) শুরু হয়েছে যা আরব দেশের রাজাদের প্রাসাদেও ধাক্কা দেয়া শুরু করেছে।

## তিন. ইসলামের শত্রুমিত্র চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা ও সুক্ষ্মচিন্তার অভাব

ক. কোরআনে হাকীমে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের বন্ধুও শত্রু চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ইহুদী ও নাসরাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ নিষেধ করে মুমিন-মোমেনাদের পরস্পরে বন্দুত্ব করতে বলা হয়েছে। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে- "ইহুদী নাসারাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হবেনা যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুসরণ করবে।"

পরিতাপের বিষয় মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান, তাদের অনুসারী ও জনগণ সেই ইহুদী নাসারাদেরকেই তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ভুলে গিয়ে নিজেদের মাঝে হানাহানিতে লিপ্ত। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার যে ইসলাম অহেতুক কোন ধর্ম গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিষোদগার ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টির জন্য বলেনি বরং বন্ধুত্বের বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানো আজ আমাদের কর্তৃব্য, কাশ্মিরী মুসলমানদের সংগী হওয়া প্রয়োজন, উচিত ছিল আফগানের উপর এক তরফা তথাকথিত মিত্র শক্তির আক্রমনের সময় আফগান মুসলমানদের পক্ষ নেয়া। আমরা এটা পারিনি কারণ পাছে আবার মুসলিম দেশসমূহের ইহুদী নাসারাও মুশরিক বন্ধুগণ আহত হন। এ বড়ই তাজ্জবের বিষয়। আজ বড়ই পরিতাপের সাথে সত্তর দশকে ইয়াসির আরাফাতের হঠকারিতামূলক বিষয়গুলো মনে পড়ছে। ভুল ধরাপাতের ছক থেকে আরাফাত জাতীয় নেতৃত্ব আজও বেরিয়ে আসতে পারছেন না। সাধারণ মুসলমানদের প্রশ্ন আরাফাত কি একজন অমুসলিমকে স্ত্রী এবং অপর এক অমুসলিম নারীকে ব্যক্তিগত সহকারী না করলে তার খুব অসুবিধা হতো?



www.pathagar.com

খ. সামরিক শত্রুমিত্রতার বাইরে আজ মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন কারো হাতে বন্দী করে দেয়া বা লীজ দেয়া যারা ইসলামী শিক্ষার মূল চেতনা থেকে তাদের সন্তানদের দূরে সরিয়ে দেবে।

মুসলিম দুনিয়ার বিখ্যাত শাসক ব্যক্তিত্ব ও ধনাঢ্য জনগণের ছেলেমেয়েরা কোথায় পড়ালেখা করে? তারা আমেরিকা বা ইউরোপে অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়ালেখা করছে এবং সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতির আদলে জীবনকে গড়ে তুলছে। উচ্চতর শিক্ষার জন্যও আমরা ছুটে চলছি তথা কথিত ওরিয়েন্টালিষ্টদের কাছে। তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করে ভাল করে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসতে হলে খুব কম ক্ষেত্রেই ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা সম্ভব। এর অর্থ কি আমরা ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে সেই তিমিরে ফিরে আসবো? অবশ্যই নয়।

## চার. আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামের অভাব

ক. রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময়েই আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করে দ্বীনের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছেন। তরুণ সাহাবীগনের মতের প্রতি প্রাধান্য দিয়ে তিনি মদীনা থেকে এগিয়ে গিয়ে বদর প্রান্তরে শত্রু পক্ষের জন্য অপেক্ষা করেন। আত্মরক্ষার আসল কৌশলই হচ্ছে প্রতিপক্ষকে কৌশলগত আঘাত হানা। মুসলমানদের এই অগ্রিম অবস্থানের কারণেই শত্রু হামলা করা ছাড়া কোন বিকল্প পায়নি আর যেই মাত্র তারা আক্রমণ করে বসলো তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমগণ আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলেন।

আজ মুসলিম দেশসমূহ আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কে যেমন অজ্ঞতা ও মুর্খতার পরিচয় দিচ্ছে তেমনি হঠকারী নীতি অবলম্বন করে পিছু হঠার মত হীনমন্যতার পরিচয়ও কম দিচ্ছে না।

খ. রাসূল (স.) এর সকল সাহাবীই ছিলেন একজন দাঈ, একজন শিক্ষক, পাশাপাশি একজন সৈনিক। আজ মুসলিম দুনিয়ার সেনাবাহিনী আছে বটে কিন্তু Para militia-র পরিমাণ নগন্য। সকল ইসরাইলী যদি সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে পারে তাহলে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলিম নর-নারী কেন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবেনা? প্রত্যেক মুসলিম সুস্থ নাগরিকের জন্য সামরিক শাসন বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল। আমাদের সেনাবাহিনী সমূহের নৈতিকভাবে আরও তাকওয়া সম্পন্ন হওয়া দরকার। শুধু অস্ত্র চালনা আর যুদ্ধের কৌশল একটি বিজয়ী মুসলিম বাহিনী গড়ে তুলতে পারে না। বরং এজন্য চাই একদল সাহসী, অকুতোভয়,


www.pathagar.com

খোদাভীতি সম্পন্ন সেনাবাহিনী ও তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো বিশাল অনিয়মিত বাহিনী।

গ. মুসলিম দুনিয়ার সাথে বাকী দুনিয়ার সমরাস্ত্র সংখ্যার অনুপাত বিবেচনার যোগ্য নয়। তবুও পাকিস্তানের পারমানবিক শক্তি অর্জন কারো কারো চোখের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব প্রতিবছর যে পরিমাণ সমরাস্ত্র ক্রয় করে থাকে তাও কিন্তু বিরাট অংকের কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এসব অস্ত্র প্রায় ক্ষেত্রে দুই/এক জেনারেশন আগের। এটি বোধগম্য নয় কেন মুসলমানগণ তাদের নিজেদের সমরাস্ত্রবিদ ও সমরাস্ত্র কারখানা গড়ে তুলবেনা? কেন তারা বারবার তথাকথিত বিগ বসদের অনুমতি ও কৃপা প্রার্থনা করবে? কই ইসরাইলতো কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না। সেখানেতো ঠিকই প্রায় ৫০,০০০ ডক্টরেট ডিগ্রী ধারী রয়েছে যারা সেদেশকে সবদিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

## পাঁচ. অশিক্ষার কালো থাবা

ক. ২০০১ সালের হিসেব অনুযায়ী দুনিয়ার বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী তিনটি ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে। ১. শতকরা হিসেবে আমাদের রয়েছে সর্বাধিক পরিমাণ অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী যারা মানব সন্তান কিন্তু মানব সম্পদ নন। ২. পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে একটি মুসলিম দেশ তার নাম বাংলাদেশ। ৩. অপরদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাতি হয়েও ২০০১ সালে সর্বাধিক নির্যাতিত, নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত জাতিও একটি আর তা হচ্ছে মুসলিম জাতি। আমাদের শিক্ষার হার বর্তমানে ২২% যা মূলতঃ সাক্ষরতা ক্ষমতা দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। আজকের দুনিয়ার শিক্ষিত বলতে বুঝায় যে কম্পিউটার চালাতে জানে। সেক্ষেত্রে আমাদের কি কোন স্থান আছে?

খ. পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত বই বা গ্রন্থের নাম আল-কোরআন! প্রায় সকল প্রধান প্রধান ভাষায় কোরআন অনূদিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ উত্তর ইউরোপের সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ আল-কোরআন। একজন জার্মান যখন কোরআন পড়েন তিনি অর্থ সহ পড়েন কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই একজন মুসলমান যখন কোরআন পড়েন তিনি পড়েন আরবী। তারা কোরআন তেলাওয়াত করেন, পড়েন। বুঝেন না, মানেনও না। মানেন একটি অকিঞ্চিতকর অংশ যাদেরকে শতকরা হিসেবে ধরলে ১১% এর বেশী নয়।

গ. রাসূল (স.) এসেছেন বিশ্ববাসীর শিক্ষক হয়ে আর তিনিই উদাত্ত কণ্ঠে পৃথিবীবাসীকে আহবান জানালেন 'সকল মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ 'জ্ঞান অর্জন কর দোলনা হতে কবর পর্যন্ত' 'জ্ঞানঅর্জন করো, যদিও চীনে যেতে হয়'। ইসলামী শাসনের সময় প্রায় আটশত বৎসর পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান বিজ্ঞান যে উৎকর্ষতা লাভ করেছে তা হয়েছে মুসলমানদের হাতে।


www.pathagar.com

বর্তমানে পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলমান ছুটে বেড়াচ্ছে অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান ধার করতে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অস্বীকারতো ইসলাম করেনা বরং বলা হয়েছে প্রযুক্তি হচ্ছে মুসলমানের হারানো সম্পদ, যেখানেই পাবে সেখানে সে তা কুড়িয়ে নেবে। মুসলমানদের অভ্যন্তরীন সংকটের সবচেয়ে বড় সংকট নেতৃত্বের সংকট। তামাম পৃথিবীর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে কোরআনের কর্মী হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলার মতো সৎ ও সাহসী নেতা কোথায়? আজ এই নেতৃত্বের সমাধান দিতে পারলেই বোধ করি পৃথিবী এক নতুন সভ্যতার দিকে সাহসী ও সঠিক যাত্রা করতে পারবে।

## ইসলাম বিরোধী কর্তৃক আরোপিত সমস্যা ও আগ্রাসন সমূহ

মুসলমানদের ভিতরের এই সমস্যা সমূহের পাশাপাশি বাইর থেকেও আমরা কতিপয় সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি নিয়মিত। এইসব সমস্যাকে আমরা আলাদাভাবে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি।

### ক. নির্জলা আগ্রাসন

ইসলাম সব সময়ই এই ধরনের প্রকাশ্য, নির্জলা বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে এবং এর মোকাবেলাও করেছে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিষয় ছিলো উপনিবেশের কবল থেকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা অর্জন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য হচ্ছে এসব দেশ স্বাধীনতা লাভের সময়েই উপনিবেশিক শক্তি তাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মাঝে কতিপয় বিরোধপূর্ণ সীমান্ত রেখা ঠিক করেছে যা বিরোধকে প্রলম্বিত করেছে। আরব দেশসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে ইংরেজ, আরব বিশ্ব ও মুসলমানদের সাথে একটি স্থায়ী সামরিক বিরোধ টিকিয়ে রাখার জন্য দুনিয়ার নানা প্রান্তর থেকে খুঁজে এনে ইহুদীদের গেড়েছে ফিলিস্তিনে, জন্ম দিয়েছে ইহুদী রাষ্ট্রের, পাকিস্তানের সাথে ভারতের স্থায়ী বিরোধ বাধিয়ে রেখেছে কাশ্মীর সমস্যার সহজ সমাধান Plebisite না দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এক সময় আফগানদের সাথে লড়াই করেছে দখল করে রেখেছিল অসংখ্য মুসলিম জনপদ, বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ, গণহত্যা ও লুণ্ঠন হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে, চেচেনদের উপর হামলা হয়েছে একই প্রক্রিয়ায়, বর্তমানে আহমেদাবাদে যা হয়েছে মানব সভ্যতার জন্য তা এক কলঙ্ক মাত্র।

### খ. আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও ঐক্যবিনাশ

দোষ ইসলামের শত্রুদের হলেও এসব ঘটনার জন্য দায়ী আমাদের অজ্ঞতা, মুর্খতা ও অশিক্ষা। আশির দশকে ইরান ইরাক যুদ্ধ কেন হলো? কারা মরলো


www.pathagar.com

আর বগল বজালো কে? নব্বই সালে আবার ইরাক কুয়েত যুদ্ধইবা হলো কেন? কে সাদ্দামকে মদদ দিলো কুয়েত দখল করতে? কে এই সুযোগে আরব বিশ্বে তার তিন-তিনটি ঘাঁটি করলো।

ইতিহাসের পাতায় এই কথা গুলো জ্বল জ্বল করছে। ইস্যু তৈরী করে আফগানিস্তানকে আবার করদ রাজ্য বানিয়ে সেখানে পুতুল সরকার কায়েম করেছে তা বা কার স্বার্থে? আবার ইরাক ইস্যু সামনে নিয়ে এনে সাদ্দাম খেদাওর নামে সেখানে নগ্ন সামরিক হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ইরাক পরিস্থিতি সকলেরই জানা। এসবের একটি অবশ্যই অস্ত্রবাজার সম্প্রসারণ, অপরটি মুসলিম সমর শক্তির বিনাশ এবং শেষটি একটি একটি করে মুসলিম দেশেকে বগল দাবা করা।

## গ. স্বাধীনতা আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ইস্যু

পূর্ব তিমুর যখন ইন্দোনেশিয়ার হাত থেকে মুক্ত হয়ে আলাদা হওয়ার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইসলামদ্রোহীরা তখন নাম দেয় স্বাধিকার আন্দোলন, ঠিক তেমনটি ভারতের সাতকন্যা seven sisters, এমন কি বাংলাদেশের তথাকথিত পাহাড়ী, শান্তিবাহিনীর বিষয়টিও ওদের মতে স্বায়ত্ব শাসনের আন্দোলন। অপরদিকে কাশ্মীরে নির্যাতিত মুসলমান স্বাধীনতার লড়াই করলে, মিন্দানাওয়ের বঞ্চিত মানুষ স্বাধীনতা চাইলে কিংবা ইরিত্রিয়ার মুক্তিকামী মুসলমান লড়াই করলে তার নাম হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, sepratist movement বা terrorism.

## ঘ. ক্রীড়ণক সরকার বা পুতুল সরকার

বিভিন্ন সময়ই মুসলিম দেশসমূহে পুতুল সরকার দেখা যায় যেমন আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই সরকার, ইতোপূর্বে বারবাক কারমাল সরকার, কিংবা সুদানে এক সময় যেমন ছিলো নিমেরী সরকার, মিসরে ছিলো হাফিজ আল আসাদ, ইরানে রেজাশাহ্ পাহলভী কিংবা তুরস্কের সামরিক জান্তা। বিভিন্ন সময় সামরিক জান্তাকে অবশ্যই ক্রীড়ানক সরকার হিসেবে বসানো হয়। বলা হয় এটা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য। মুসলিম বিশ্বের এসব দেশকে কতকাল তৃতীয় বিশ্ব ও পচাঁদপদতার গ্লানি সইতে হবে?


www.pathagar.com

## ঙ. রাজনৈতিক বশ্যতা

মুসলিম বিশ্বের ৫৭ টি দেশের মাঝে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসন কোন দেশে কায়েম নেই। ইরান বিষয়ে কোন বিতর্কের জন্য না দিয়েই বলতে চাই ইরান একটি মাত্র দেশ সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম আছে তবে সে বিষয়ে শিয়ামতবাদ দুষ্টতার যে অভিযোগ তা থেকেই গেছে। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কিংবা এসবের সংমিশ্রনে (admixture) কতিপয় মডেল বানিয়ে মুসলিম দেশসমূহ শাসন করা হচ্ছে। এটি একটি বড় সমস্যা। এ বিষয়টি আরোপ করে দিয়ে বলা হচ্ছে ইসলাম পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান দিতে ব্যর্থ। সম্ভবতঃ ঐতিহ্য বিস্মৃত মুসলিম জাতির জন্য এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না।

কোরআনকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করতে OIC ভুক্ত দেশগুলোর সমস্যা কোথায়?

## চ. অর্থনৈতিক গোলামী

পৃথিবীর তাবৎ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক বিষয়ের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন অর্থনৈতিক বিজয়। বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংক নতুন সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেও বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ সংস্থার ও অর্থনৈতিক সকল আন্তর্জাতিক লেনদেন হচ্ছে সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায়। সুদের অক্টোপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারায় যতরকম বৈদেশিক ঋণ নেয়া হয় তার জন্য গুনতে হয় বিরাট অংকের সুদের বোঝা। উন্নয়নের নামে, যে অর্থ বরাদ্দ দরিদ্র দেশগুলোতে দেয়া হচ্ছে তা অদৃশ্য কালো বেড়াল Black cat খেয়ে ফেলে। কেবলমাত্র জিইয়ে থাকে Dr. Dos Santosh-এর ভাষায় Dependency মুসিলিম দেশসমূহের এই পরনির্ভরশলিতা মুক্তি এক সুদুর পরাহত বিষয়।

## ছ. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যা

মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এটাই সবার কাম্য তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। অধিকাংশ মুসলিম দেশের প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের সকল শিক্ষা ব্যবস্থা উপনিবেশিক এক উত্তরাধিকার যা স্বাধীন দেশ ও জাতির উপযোগী কোন মানুষ জন্ম দিতে পারেনা। প্রায় সকল


www.pathagar.com

মুসলিম দেশের ছেলেমেয়েরা একমুখী, একক শিক্ষা না পেয়ে একাধিক ধরনের ও দ্বান্দ্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন বড় হচ্ছে। ফলে না তারা বড় মানুষ হচ্ছে, না ভাল মুসলমান হচ্ছে, না হচ্ছে উপযুক্ত মানব সম্পদ। অপরদিকে আকাশ সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম। পুরাতন প্রজন্ম এসব সইতেও পারছেন না আবার এর বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারছেনা। আজ কেন তরুণদের এক বিরাট অংশ মাদকাসক্ত? কেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের ৩০% ছেলে মেয়ে ড্রাগ গ্রহণ করে? কারণ ওরা কোন সাংস্কৃতিক দিগদর্শন পায়না, পায়নি, ভবিষ্যতে যে পাবে তাও নয়। এদের সামনে এক প্রগাঢ় অন্ধকার। ইতিহাসের চাকা ঘুরে আবারও যেনো সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দু একমাত্র নারী, তার দৈহিক সৌন্দর্য, তার অঙ্গ সৌষ্ঠব। এ পৃথিবী যেনো আর আদর্শ মা চায়না চায় একদল উচ্ছল প্রেমিকামাত্র।

মুসলিম দেশগুলো অপসংস্কৃতির এই প্রবল জঞ্জালে যেনো বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে। আশঙ্কার বিষয় মুসলিম দেশ ইউ. এ. ই. হতে যাচ্ছে আগামী দিনের নগ্ন বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র বা এর চেয়েও জঘন্য।

## জ. প্রচার প্রপাগান্ডা বা মিডিয়া

নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদের জন্য আপনি কি শুনবেন সিএনএন, বিবিসি, ভোয়া এইতো? এরা কারা? কারা এসব বিশাল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মালিক? কোন মুসলমান নয়। বিশ্বের সেরা প্রিন্ট মিড়িয়াগুলো কাদের হাতে? ইহুদী ও নাসারাদের হাতে, মুশরিকদের হাতে। আর মুসলমানদের হাতে কী আছে? আছে একদল বিমুগ্ধ শ্রোতা, চোখবন্ধ করে অনুসারী ও অনুভূতিহীন এক ভোক্তাশ্রেণী। খবরের কাগজ, বই, রেডিও টেলিভিশন, ওয়েবসাইট সর্বত্র ওদের জয় জয়কার। আমরা কেবল দর্শক ও শ্রোতাশ্রেণী।

ফলে আমরা বড় বড় মিছিল করলে তার খবর আসে এক কলামে আর ওরা যখন দশজন রাস্তায় হেঁটে যায় তখন তার খবর আসে তিন কলাম। ইসলামের কিছু হলে TV coverage আসে কয়েক সেকেন্ড আর অন্যদের একটু কিছু হলেই দশ মিনিটেও শেষ হয় না। আহমাদাবাদে ঠাণ্ডা মাথায় শত শত মুসলিম পুড়িয়ে মারার উপর কয়টা break up news করেছে media গুলো? আর যদি এ ঘটনা মুসলমানদের হাতে অন্য কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের উপর হতো তা হলে তার চিত্রটা কী দাঁড়াত? প্রতিকারের উপায়গুলো সমস্যা চিহ্নিত করণের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এ যেন সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দেব কোথা?



www.pathagar.com

## প্রতিকারের উপায়

১. সবার আগে প্রয়োজন OIC, IDB, Rabita জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা আলাদা বিষয় ভিত্তিক body র মর্যাদা দিয়ে মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন এক জাতিসংঘ যার নাম হবে 'মুসলিম জাতিসংঘ, । আর এই জাতীয় সংঘবদ্ধতা আজ সময়ের দাবী। এছাড়া America 'র আজ্ঞাবহ থেকে (UN) মুসলমানদের কোন ভবিষ্যত নেই। জাতিসংঘ পূর্ব তিমুরের ভবিষ্যত নির্ধারণের ব্যাপারে গণভোট বা Plebiscite দিলেও কাশ্মীরের ব্যাপারে নীরবে ভারতকে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে।

২. মুসলিম দুনিয়ার দেশসমূহে সুশিক্ষিত ইসলামী সরকার কায়েম করতে হবে। পৃথিবীর বুক থেকে ফিৎনা ফ্যাসাদ দূর করে সুকৃতির আদেশ ও দুস্কৃতি নিষেধ করে, নামাজ ও যাকাতের বিধানকে বাস্তবায়ন করে যারা কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম তাদেরকে দায়িত্বে আনতে হবে। আর এজন্যই প্রয়োজন দেশে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। পথের ভিন্নতা থাকতে পারে তবে একই মঞ্জিল যদি অভিষ্ট হয় তাহলে এ ধরনের পরিবর্তন স্বপ্নবিলাস নয়, প্রয়োজনীয় বাস্তবতা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে পশ্চিমাদের ভাষায় মৌলবাদী প্রয়াস আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবেনা।

৩. মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার ১০০ ভাগে উন্নীত করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী নিজে শিক্ষিত হবেন, সন্তানকে শিক্ষিত করবেন এবং শিক্ষা বিস্তারকে জীবনের অন্যতম জিহাদ হিসেবে কবুল করবেন। এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য - নিজ ভাষা ও কোরআনের ভাষা শিক্ষাদান। প্রতিটি মুসলিম কোরআনকে জীবন্ত প্রথপ্রদর্শক হিসাবে শিখবেন, কেবল তেলাওয়াতের মন্ত্র হিসেবে নয়। সরকারের পাশাপাশি প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে এ কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। প্রতিটি শিশুকে ইসলামের সোনালী অতীতের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে, প্রত্যয়ী হিসেবে গড়তে হবে।

৪. সমগ্র মুসলিম দেশ ও জাতির জন্য উপযোগী একটি অভিন্ন শিক্ষা কারিকুলাম তৈরী করতে হবে। এই কারিকুলামে প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান (কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি) পাঠ আবশ্যকীয় থাকবে, থাকবে ন্যূনতম ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল ও


www.pathagar.com

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের পাঠ। তাহলেই দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান একই মানসিক সমতলে থেকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সাড়া দিতে পারবেন। সকল মুসলমান নর-নারী যারাই শারীরিক ভাবে সুস্থ তাদের জন্য আলাদা সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। শিক্ষা কারিকুলামের লক্ষ্য থাকবে প্রতিটি নাগরিককে মুসলিম উম্মাহর integral part হিসেবে গড়ে তোলা যার ভিত্তি হবে ভ্রাতৃত্ব, ঈমান ও বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুপুংখ অনুসরণ।

৫. জ্ঞানে বিজ্ঞানে অন্যদের অনুসরণ নয় বরং সোনালী যুগের মতো অন্য সব জাতির পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় এগিয়ে আসতে হবে। এক সময় যেমন ইউরোপ থেকে মানুষেরা দলে দলে কর্ডোভা আর বাগদাদ আসতো, আজ যেমন আমরা ছুটে যাই আমেরিকা-ইউরোপ-তেমনি আবার মুসলিম দেশসমূহে এমন সব centre of excellence গড়ে তুলতে হবে যাতে পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মানুষ মুসলমানদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য, শিক্ষার জন্য ছুটে আসতে বাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে মুসলিম সরকার সমূহকে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা খাতে ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ, বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং তাদের বই পুস্তকাসমূহের ব্যাপক প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। একটি মাত্র ট্রিয়েষ্ট বিজ্ঞান কেন্দ্র নয় শত শত এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অর্থ, জনবল বা অন্য কিছুই সমস্যা নয় সমস্যা কেবল সিদ্ধান্ত ও সদিচ্ছার। চাইলে অন্ততঃ ৫৭ টি দেশে ৫৭ টি specialised centre গড়ে তোলা যেতো।

৬. সকল মুসলিম দেশে অভিন্ন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্যের ফলে আজ ইউরোপের বুকেও ইসলামী ব্যাংক ও অর্থ সংস্থাসমূহ গড়ে উঠছে, অনৈসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং বুথ খুলছে। এসবই প্রমাণ দিচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা (monetery system) আর তত্ত্ব মাত্র নয় বরং বাস্তবায়নযোগ্য বাস্তবতা (practicable reality)। যাকাত ভিত্তিক ইসলামী কল্যাণ অর্থ ব্যবস্থা চালু করলে মুসলমানদের অভাব দারিদ্রই শুধু দুর হবে না সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক নেতৃত্ব হাতে তুলে নিতে পারবে। পৃথিবী ধনী দরিদ্র সৃষ্টির কারখানা হিসেবে বিবেচিত যে অর্থব্যবস্থার উত্তরাধিকার বহন করে চলছে তার হাত থেকে মানবতার মুক্তি বিধানের জন্য আজ একটি সুবিচারপূর্ণ just economy অর্থনীতি চালু করা


www.pathagar.com

প্রয়োজন। একটি Islamic cmmon Market আজ সময়ের দাবী। পৃথিবীর সমস্ত multinational company গুলো আজ যখন global economy, globalisation এর দোহাই দিয়ে বিশাল মুসলিম ভোক্তাশ্রেণী ও বাজারকে পুঁজি করে Corporate Management এর অধীনে নতুন কোম্পানীর জন্ম দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখনও কি আমরা ঘুমিয়ে থাকবো? এতবড় একটি অভিন্ন বাজার ও ভোক্তাশ্রেণী যাদের গ্রহণ বর্জনের মাপকাঠি হালাল-হারাম-একে সামনে রেখেও কি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অভিন্ন ইসলামী বাজার গড়ে তুলতে পারেন না? এই উদ্যোগ না থাকার কারণেই আজ যখন ইসলামের দুশমনীর কারণে কোন দেশ বা গোষ্ঠীর পন্য বর্জনের আহবান জানানো হয় তখন তা এক দুঃখজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ বিষয়ক seminar symposium অনেক হয়েছে এবার সরকার সমূহকে বাস্তবকর্মসূচী হাতে নিতে হবে আর সমস্ত মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের বেসরকারীভাবে common awareness বা গণসচেনতাও সৃষ্টি করতে হবে।

৭. মুসলিম দুনিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র প্রস্তুতি, ক্রয় ও সংরক্ষণের ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে। এক দুইজন আব্দুল কাদের দিয়ে হবেনা। পশ্চিমা সমাজ চায় আমরা তাদের উপর আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, শর্ত সাপেক্ষে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনি আর আমাদের ভূখন্ডে তাদেরকে ঘাঁটি গাড়তে দিই। শুভঙ্করের ফাঁকির পাল্লায় পড়ে কাতর মরা মুসলিম জাতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। NASA, Pentagon, Kremilin আর Tel Aviv এর বিকল্প গড়ে তুলতে। কেউ যেনো এসবকে reactionery পরামর্শ না ভাবেন বরং আজকের বাস্তবতা আমাদেরকে যে proactive সক্রিয় চিন্তার দিকে নিয়ে যায় তা কেবল এভাবেই সম্ভব। আরব বিশ্ব থেকে ঘাঁটি গুটিয়ে নিলে, তথাকথিক নিরাপত্তা চৌকি স্থাপনের নামে সেখানে নিয়োজিত সৈন্য ও অস্ত্র তুলে নিলে আমেরিকার মত্তো দেশে এক/দুই বৎসরের মাথায় নৌবহিনীর বেতন-ভাতা বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের শাসকশ্রেণী একবারও কি ভাবছেন তারা এসব ভাড়াটিয়া সৈন্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন যদি তা নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়া, তাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ক্রয় ও তৈরীতে ব্যয় করতেন তাহলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম? বিগত আফগান ইস্যুতে কেবলমাত্র আলজাজিরা নামক TV Channel এর উপস্থিতির কারণে মুসলিম বিশ্ব কিছুটা হলেও সেখানকার বাস্তবতা দেখতে পেলো। কিন্তু অতি দুর্বল


www.pathagar.com

চ্যানেল বিশ্বের তাবৎ media-tycoon দের বিরাট প্রতিরোধের মুখে যোনো খড় কুটোর মতো ভেসে গেলো।

এই ঘটনা থেকে শিখা নিয়ে মুসলিম দুনিয়ার ধনাঢ্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্র যন্ত্রকে এগিয়ে আসতে হবে স্বনামে বেনামে প্রচুর media গড়ে তোলার জন্য। আরব বিশ্ব দুনিয়াময় মসজিদ বানানো, খেজুর বিলি আর কোরআন শরীফ বিলির জন্য বিলিয়ন ডলার খরচ করছেন তা বন্ধ না করেও তারা একাধিক electronic ও print media জন্ম দিতে পারেন। সুরম্য মসজিদ না হলেও দুনিয়ার মুসলমানগণ বিস্তীর্ণ জমিনকে জায়নামাজ বানিয়ে বানিয়ে নামাজ আদায় করে নেবেন, খেজুর না পেলে তারা শুধু পানি দিয়ে ইফতার করবেন, নিজেদের উদ্যোগেই এক সময় কোরআনের স্থানীয় অনুবাদ তারা করে নেবেন কিন্তু চাইলেই তারা একটি সিএএন, বিবিসি, ভোয়া জন্ম দিতে পারবেন না যা প্রতিনিয়ত সুকৌশলে মুসলিম উম্মাহকে একটি মৌলবাদী দল, কোরআনকে একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতা গ্রন্থ আর ইসলামী আন্দোলনসমূহকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে কেবল বলে বেড়াচ্ছেনা বরং এর পক্ষে কল্পিত বিষয়সমূহ জড়ো করে বিশ্বের সামনে হাজির করছে। এই তথ্য সন্ত্রাস ও তথ্যযুদ্ধের মোকাবেলা করতে না পারলে আমাদের সামনে এক গাঢ় অন্ধকার ধেয়ে আসছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষবাষ্প থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলেও প্রয়োজন শক্তিশালী media।

৮. উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে সকল মুসলমানের মাঝে বিরাজমান সুষুপ্তি, নির্লিপ্ততা ও অসচেতনতা দুর করতে হবে। আজ আমাদের মাঝে একশ্রেণীর মুসলমান রয়েছেন যারা ইসলামকে ঠিক একটি ধর্ম ও মুসলিমকে একটি সম্প্রদায় মনে করেন, তারা ব্যক্তি জীবনে ইসলামের কতিপয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন কিন্তু সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে বেশ পছন্দ করেন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যেমন তারা বুঝতে চাননা তেমনি এটি বাস্তবায়নযোগ্য কোন বিষয় তাও তারা মনে করেন না। অপরদিকে যে সব দল গোষ্ঠী ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সংঘবদ্ধ তারা নিজেদের মধ্যকার ছোট খাটো বিরোধ মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না। একারণেই আমাদের শক্তিমত্তা দুনিয়ার অন্যজাতি টের পায়না, তারা জানে আমরা সকলেই কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন সেই মেষ যাকে যেকোন সময় নেকড়ে থাবা দিলেই কাবু করে দিতে পারবে।


www.pathagar.com

৯. সকল মুসলমানের অন্তরে উম্মাহ চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে, উম্মাহর সঠিক কর্মপন্থা সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করতে হবে, উম্মাহর করণীয় সমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাস্তবায়ন করতে হবে। কেবল ইস্যুভিত্তিক আবেগ সর্বস্ব সভা সমাবেশ এর কোন সমাধান নয় এর সমাধান নির্ভর করছে আমাদের সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণের উপর।

এ আলোচনায় যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে, মন্তব্য রয়েছে তা একান্তই লেখকের। যেকেউই এর সাথে দ্বিমত করার অবকাশ রাখেন। আমরা তো সেই উম্মাহর অংশ যারা মৌলিক বিষয়ে ঐক্য বজায় রেখে সকল যুগেই মতপার্থক্যসহ পথচলার শিক্ষা লাভ করেছে। আমাদের সামনে আলোচনা, মত বিনিময় ও পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের পথ সব সময়ই উন্মুক্ত।

তবে আজ সময়ের দাবী কিছু প্রায়োগিক practical উদ্যোগের, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে বহাস আর বিতর্কের মাহফিল গুলজার করার নয়। উম্মাহর এই দুর্দিনে আমরা যেনো বাগদাদের সেই সব দুর্ভাগা আলেম সমাজের অনুসারী না হই এক দিকে যারা রাস্তার মোড়ে দাঁড়ির দৈর্ঘ্য, টুপির ধরণ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত অপরদিকে হালাকু খাঁ বাগদাদ দখল করে নেয়ার পর তার পাষণ্ডবাহিনীর দুধারী তলোয়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নির্মম শিকার।

আজ আমাদেরকে ডেকে কোরআন বার বার বলছে, "কী হলো তোমাদের কেন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছোনা, অথচ নির্যাতিত নারী, পুরুষ আর শিশুরা ফরিয়াদ করছে- আয় আমাদের রব, আমাদেরকে এই জালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে রক্ষা করো, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পাঠাও অভিভাবক ও সাহায্যকারী।" আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের সে ডাকে সম্বিত ফিরে পাওয়ার তাওফিক দিন।


**তথ্য সূত্র:**

১. আল কোরআন; আলে ইমরান-১১০; আলে ইমরান-১৩৯; বাকারা-৪৩; ১০২, বাকারা-২০, আলে-ইমরান ২৮, ৭২; বাকারা-২১৮; আলে ইমরান-১০৪, আল মায়ারিজ-২৫, আলহাজ্ব-৪১, নিসা-৭৫, হুজুরাত-১০৯।

২. Muslim Ummah in Crisis: Measures of Mitigate the Crisis; Dr. M. A. Saleh. Published in Journal of Islamic Administration, Vol. 4-5 Winter 1998-9, No. 1.

৩. The challenge of the century; Dr. Aslam Abdullah; Radiance views weekly, 24 pub.




www.pathagar.com

৪. The World Almanac; 1988.
৫. Un resolution regarding Kashmir and Palestine, 1947 and 1967.
৬. Western Civilization through Muslim Eyes; sayid Mujtaba Musawi Lari, Iran, 1977.
৭. Islam Between East and West. Alija Ali liet Begovich.
৮. Articles on different contemporary issues published in The Daily Star, American Journal of Islamic social since (AJISS) etc.
৯. Priorities of Islamic Movement; Allama Yousuf Al karadawi internet.
১০. খালিদ বিন ওয়ালিদ; মেজর জেনারেল আকবর।
১১. ইসলামের রনকৌশল-ঐ।
১২. ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারাঃ সাইয়েদ কুত্বব।
১৩. শতাব্দীর নিরিখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব : আ. জ. ম. ওবায়েদুল্লাহ, সুবেহ সাদেক ১৯৯৯।
১৪. দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্তসমূহ।
১৫. Profiles of Islam countries; Tehran, 1992.



www.pathagar.com

# সেরা তরুনের কাহিনী

এই অধ্যায়টি বর্তমান বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা মুসলিম যুবকদের নিয়ে অনেক কথা লিখেছি। সেই সব সুন্দর সুন্দর কথা কেবল তত্ত্বের বিষয় নয় বরং অনুধাবনের, অনুসরণের বিষয়। এই অধ্যায়ে আমরা বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরবো সংক্ষেপে যেখানে ভেসে উঠবে ইতিহাসের সেরা তরুণদের জীবন কাহিনী। এসব কাহিনী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে এক নতুন জীবন যাত্রার জন্য।

**এক. হযরত আদমের (আ.) পুত্র হাবিল**

হযরত আদম (আ.) ও হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানোর ঘটনা কমবেশী সবাই আমরা জানি।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন- "তোমরা একই সাথে এখান থেকে নেমে যাও। আর এরপর আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত পাঠানো হবে। যদি তোমরা তা অনুসরণ করো তাহলে তোমাদের জন্য কোন ভয় নেই, নেই কোন শংকা।"

হযরত আদম ও হাওয়া যখন আবার পৃথিবীতে মিলিত হয়ে বসবাস করতে থাকলেন তখন তাদের ঘরে সন্তানদের জন্ম হতে থাকলো। প্রথম আদম (আ.) এর ২ সন্তান হলো। একপুত্র কাবিল ও এক কন্যা। এরপরও তাদের ২ সন্তান হলো। এবারে একপুত্র হাবিল ও অপর এক কন্যা। আল্লাহর ইচ্ছায় কাবিলের সাথে জন্ম নেয়া কন্যা সন্তানটি ২য় বারে জন্ম নেয়া কন্যা সন্তানের চেয়ে সুন্দরী ছিলো।

আদম (আ.) এর সন্তানগণ যখন ধীরে ধীরে বড় হলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো তাদের মাঝে বিয়ে প্রথা চালু করার জন্য। নির্দেশ হলো যেন কাবিলের সাথে বিয়ে দেয়া হয় হাবিলের সাথের বোনটিকে আর তদ্রুপ হাবিলের সাথে বিয়ে দেয়া হয় কাবিলের সাথের বোনটিকে। আগেই বলেছি কাবিলের সাথের বোনটি ছিল সুন্দরী।

কাবিল বেঁকে বসলো এই কথা বলে যে- আমার সাথে জন্ম নেয়া বোনটিকেই আমি বিয়ে করব। মানুষের চির দুশমন শয়তান কাল বিলম্ব না করে কাবিলের সঙ্গী হলো। কাবিল কোন অবস্থাতেই এই নির্দেশ মানতে চাইলো না। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে এক বিশেষ ব্যবস্থা হলো।

আল্লাহ হাবিল ও কাবিল দু'জনকে দুটো পশু কোরবানী করে পাহাড়ে রেখে আসতে বললেন। যার পশুটি কবুল হবে তার সাথেই সুন্দরী বোনটির বিয়ে


www.pathagar.com

হবে। অবশেষে তারা পশু কোরবানী করে পাহাড়ে রেখে এলো। আল্লাহর ইচ্ছায় হাবিলের কোরবানী কবুল হয়ে গেলো। হাবিলের সাথে ঐ বোনটির বিয়ে হলো। হাবিল আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট রইলেন যেমনটি তিনি আগেও ছিলেন। কিন্তু কাবিলের পিছু ছাড়লোনা শয়তান।

একদিন হাবিল পাহাড়ের পাদদেশে ঘুমুচ্ছিলেন। শয়তান কাবিলকে বললো এইতো সময়। হাবিলকে হত্যা করলেই তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে। কাবিল পাহাড়ের উপর উঠে হাবিলের দিকে ছুঁড়ে মারলো বিরাট এক পাথর। পাথরের আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো আল্লাহর প্রিয় বান্দা হাবিল।

ভাইয়ের এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে হতবাক কাবিল ভাবতে পারছিলোনা কী করবে?

অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে ২টি কাক এলো যাদের একটি আরেকটিকে হত্যা করলো। অতঃপর মাটি খুঁড়ে নিহত কাকটিকে কবর দিলো। এখান থেকে কাবিল শিখলো কবর দিতে। এভাবেই কাবিলও তার ভাইকে কবর দিলো।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হত্যাকান্ড এভাবেই ঘটলো। হাবিল জীবন দিলো কিন্তু সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে সরলোনা আর কাবিল শয়তানের প্ররোচনায়, সুন্দরী নারীর জন্য আপন ভাইকে হত্যা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

## দুই. প্রভুর সন্ধানে ইব্রাহিম (আ.)

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগের কথা। দুনিয়ার মানুষের মুক্তি ও পথের দিশা দেয়ার জন্য তখন এক নবী ছিলেন। তিনি 'আজর' নামক এক পৌত্তলিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। আজর ছিলো নমরুদ নামক খোদাদ্রোহী শাসকের মন্ত্রী। সেই আজরের ঘরে জন্ম নিয়েও কৈশোরেই তিনি নিজ চেষ্টায় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এক আল্লাহকে চিনতে পারেন এবং পৌত্তলিকতা বা শিরক পরিহার করেন। ইনিই আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)। ইব্রাহীমকে (আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেকগুলো পরীক্ষা করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সব ক'টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর বন্ধুতে পরিণত হন। ছোট বেলা থেকেই পৌত্তলিক পিতার সন্তান ইব্রাহীমের মন এই দুনিয়ার স্রষ্টার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি একবার মনে করেন সূর্যটাই বুঝি সবকিছুর স্রষ্টা। আবার সূর্য ডুবে গেলে ভাবেন-না, এটি কি করে স্রষ্টা হবে? রাতের আকাশে চাঁদ দেখা দিলে আবার ভাবেন-এই শান্ত স্নিগ্ধ চাঁদটাই মনে হয় স্রষ্টা। কিন্তু সকালে চাঁদ হারিয়ে গেলে মনে হতে লাগলো-না, এটাও হতে পারে না। এমনিভাবেই তিনি অবশেষে সিদ্ধান্তে আসেন-সূর্য নয়, চাঁদ নয়, সমুদ্র নয়, পাহাড় নয় বরং এসব কিছুর যিনি স্রষ্টা, মালিক, তিনি নিরাকার, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহ। এভাবেই তিনি প্রথম পরীক্ষায় পাস করে গেলেন। পেলেন আল্লাহর সন্ধান।


www.pathagar.com

একটু বড় হয়ে আসলো তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষা। মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রচন্ড বিদ্রোহ দেখা দিলে একদিন চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে নিজ হাতে ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে বড় মূর্তিটার কাঁধে রেখে দিলেন ভাঙ্গার অস্ত্র। লোকেরা বুঝলো, এই ইব্রাহীম করেছে। তারা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো তিনি চটজলদি জবাব দিলেন-'ঐ বড় মূর্তিটাকে জিজ্ঞেস কর। ওই সবাইকে ভেঙ্গে নিজে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' লোকেরা বললো, সে কি করে সম্ভব? পাথরের মূর্তি কি করে এ কাজ করবে? ইব্রাহীম সুযোগ বুঝে বললেন-'তাহলে কেন শুধু এই অক্ষম পাথরের মূর্তিকে তোমরা পূজা কর, যার নিজেকে রক্ষা করারও ক্ষমতা নেই?'

যেই তিনি একথা বললেন, লোকেরা বুঝে নিলো আসল ঘটনা কি। নমরূদের দরবারের সবাই চটে গেলো। সুতরাং তারা আজর পুত্র ইব্রাহীমকে আগুনে পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত নিলো। বিশাল অগ্নিকুন্ড তৈরি হলো। হাজার হাজার লোক চারদিক থেকে ঘিরে আছে অগ্নিকুন্ড। সবারই বুক দুরু দুরু করছে। ভয়ে, আশংকায়, শিহরিত সবার মন। অবশেষে চরকিতে ঘুরাতে ঘুরাতে ইব্রাহীমকে সে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো। তিনি অবিচল, নিশ্চুপ। সবাই অবাক হয়ে দেখলো তিনি হাসতে হাসতে আগুনে বসে আছেন। ঘটনা কি?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইব্রাহীমের তাওয়াক্কুল বা তাঁর ওপর ভরসা পরীক্ষা করলেন। ফেরেশতা গিয়ে যখন ইব্রাহীমকে বললো-আপনি আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি আগুন নিভিয়ে দেবেন। আর ইব্রাহীম (আ.) বলছেন-আল্লাহ তো সবই দেখছেন। তার কাছে চাওয়ার কি আছে! আল্লাহ তার এই মনোবলে খুশি হয়ে আগুনকে নির্দেশ দিলেন 'হে আগুন, তুমি ইব্রাহীমের জন্য আরামদায়ক শীতল হয়ে যাও।' আগুন তা-ই হয়ে গেলো। এভাবেই ইব্রাহীম এখানেও পাস করে গেলেন।

## তিন. পিতা, আপনি তাই করুন

বুড়ো বয়সে হযরত ইব্রাহীমের ঘরে বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মলাভ করে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)। কিন্তু আল্লাহ নির্দেশ দিলেন শিশু ও তার মাকে এক ধু ধু মরুপ্রান্তরে জনমানবহীন শুষ্ক এলাকায় রেখে আসতে। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সব সময়ই নত ছিলেন ইব্রাহীম। তিনি এই অসহায় মা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈলকে (আ.) বর্তমান কাবা ঘরের নিকট বিরান ভূমিতে রেখে আসেন। মা ও শিশুর দায়িত্ব আল্লাহর উপর সোপর্দ করে তিনি সেদিকে আর না ফিরেই চলে আসেন নিজ এলাকায়।


www.pathagar.com

শিশুপুত্র যখন তৃষ্ণায় ছটফট করে কাঁদছিলো, বিবি হাজেরা তখন একটু পানির আশায় দুই পাহাড়ের মাঝে অসহায়ের মত ছুটাছুটি করছিলেন। একবার সাফায় যান তো আরেকবার মারওয়ায়। দৌড়াতে দৌড়াতে মাঝে মাঝেই তিনি ফিরে তাকান শিশুটির দিকে। আবার ছুটেন। সাতবার সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোর পর মা দেখলেন শিশুটি থেমে আছে। ছুটে গেলেন তিনি। বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় তিনি দেখলেন শিশুর পায়ের কাছে, যেখানে এতক্ষণ সে পা আছড়াচ্ছিলো সেখানে একটি পানির ধারা। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার পুরস্কার পুনরায় পেলেন তিনি। আর পানির এই ধারাটিই হলো জমজম।

যে শিশুর জীবনের শুরুতেই এই পরীক্ষা হলো, যে শিশুর বরকতে আল্লাহ বিরান মরুভূমিতে দিলেন অন্তঃহীন স্বচ্ছ পানির ধারা সে শিশুর প্রতি ভালবাসা ও স্নেহের টান বেড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। শিশু ইসমাঈল হলেন পিতার নিত্যসঙ্গী। এখন ইসমাঈল পিতার সাথে সাথে ছুটে বেড়াতে পারেন। পিতা সবসময়ই সন্তানের উজ্জ্বল-উচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি সুন্দর হাসি-খুশি সন্তান তার! এরই মাঝে একদিন হযরত ইব্রাহীম স্বপ্ন দেখেন-আল্লাহ তার প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ইব্রাহীম (আ.) বেশ মূল্যবান ও প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী দিলেন। কিন্তু না। আবারও সেই স্বপ্ন। এভাবে পরপর কয়েকবার স্বপ্ন দেখার পর ইব্রাহীম বুঝতে পারলেন আল্লাহর ইচ্ছা কি। ইব্রাহীমের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, সবচেয়ে আদরের ধন ইসমাঈলকেই আল্লাহ নজরানা হিসেবে চান। আর কিছুই নয়। কিন্তু কি করে তিনি তার স্ত্রীর কাছে একথা বলবেন? কি করে তিনি নিজ হাতে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর রাস্তায় জবাই করবেন? আল্লাহ তো তাকে জবাই করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত ইব্রাহীম মনস্থির করলেন-তিনি সন্তানের কাছে একথা বলবেন। অবশেষে তিনি বললেন-'প্রিয় পুত্র!' আমি স্বপ্নে দেখছি যে, তোমাকে যেন জবেহ করছি। বল দেখি কি করা যায়?'

ইসমাঈলও ছিলেন বাপকা বেটা। তারও ছিল আল্লাহর প্রতি জান কুরবানী করার মত হিম্মত ও সাহস। তিনি বুঝলেন পিতা নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন। সুতরাং আর দেরি কেন। মনকে শক্ত করে শিশুপুত্র অনায়াসে পিতাকে বললেন- 'আব্বা'! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা শিগগির করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে দেখতে পাবেন, অবিচল পাবেন।' অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়ের হৃদয়েই আল্লাহর ভালবাসা গভীর হয়ে দেখা দিলো।' উভয়েই নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। পিতাপুত্র পাশাপাশি চললেন আল্লাহর ইচ্ছা পুরা করার জন্য। ইব্রাহীম (আ.) চললেন শিশু-পুত্র ইসমাঈলকে (আ.) আল্লাহর রাহে কুরবান করার জন্য।


www.pathagar.com

আর মানুষের চির দুশমন শয়তান তখন তাদের পিছে লেগেছে। শয়তান বারবার ইসমাঈলকে এসে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে আর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। জীবনের মায়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দা ইসমাঈল মোটেও ভয় পাননি। বরং প্রতিবারই তিনি শয়তানকে ভর্ৎসনা করছেন এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন। তাই আজও হাজীরা শয়তানের এই অসওয়াসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। মিনায় অবস্থিত দুটি চিহ্নিত স্থানে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারেন। মূলত তারাও চেষ্টা করেন হযরত ইসমাঈলের মতো শয়তানকে জীবনের সকল বিভ্রাণ থেকে দূর করে দিতে।

পিতা-পুত্র অবশেষে শয়তানের সমস্ত ধোঁকাকে উপেক্ষা করে একদিলে, এক ধ্যানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী গাহে উপস্থিত হলেন। সন্তানের জন্য পিতার হৃদয়ে ভালবাসা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর ভালবাসা যে তারও উপরে। পুত্রের মনেও সেই একই চিন্তা। আল্লাহকে খুশি করতে হবে।

অবশেষে পিতাপুত্র উভয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের সোপর্দ করে দিলেন এবং ইব্রাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন (যবেহ করার জন্য)'। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য। নিজ হাতে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধ পিতা ইব্রাহীম! সামান্য শংকা, সামান্য আবেগ নেই! আর পুত্রও কি অনুপম। শান্ত শিষ্ট হয়ে উপুড় হয়ে আছেন। অথচ একটু পরেই তাঁর গলায় ছুরি চালানো হবে। আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন পিতা-পুত্রের এই আত্মত্যাগের মহিমায়। আল্লাহ তো কেবল পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন ইব্রাহীম (আ.) এর এই ত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতাকে।

'তখন (যখন জবাই করতে যাচ্ছিলেন), আমরা তাকে (ইব্রাহীম) সম্বোধন করে বললাম, ইব্রাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমরা সৎ কর্মশীলদের এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। বস্তুত এ এক সুস্পষ্ট অগ্নিপরীক্ষা।' আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন ইব্রাহীম (আ.)-এর ওপর। তাঁরই ইচ্ছায় ইসমাঈলের স্থলে চলে আসলো একটি হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা। ইব্রাহীম অবাক হয়ে দেখলেন ইসমাঈল পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার ছুরির তলায় জবেহ হয়ে আছে একটি দুম্বা। ইব্রাহীম কিছুটা ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলেন, ইব্রাহীমকে আল্লাহ অভয় দিলেন- 'আর আমরা ভবিষ্যতের উম্মতের মধ্যে (ইব্রাহীমের) এই সুন্নত স্মরণীয় করে রাখলাম। শান্তি ইব্রাহীমের ওপর। এভাবে জীবনদানকারীদেরকে আমরা এ ধরনের প্রতিদানই দিয়ে থাকি। নিশ্চিতরূপে সে আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যে শামিল।' এই ছিল শুরু; এভাবেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ত্যাগ কুরবানী ও তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর রেখে যাওয়া এই সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন। প্রতি বছর জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ সারা বিশ্বের মুসলমান একই জযবা নিয়ে নিজেদের প্রিয়


www.pathagar.com

পশুটিকে কুরবান করে মূলত আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সব কিছুকে কোরবান করার প্রস্তুতি ঘোষণা করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও চান তাঁর প্রতিটি বান্দা এই ত্যাগ ও কুরবানীর চেতনায় সারাটা জীবন উজ্জীবিত থাকুক। তাঁরই ভাষায় 'বল, (হে মুহাম্মদ) আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে।' তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে তাঁরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি সকলের আগে তাঁর অনুগত ও ফরমাবরদার।'

আজকের প্রতিটি পিতা যদি ইব্রাহীমের (আ.) মত হতেন, আর প্রতিটি সন্তান যদি হতে পারতো ইসমাঈলের (আ.) মত তাহলেই দুনিয়ায় আবার নেমে আসতো আল্লাহর নেয়ামতের বিপুল ধারা।

মানুষ যদি কেবল পশু কুরবানীর রেওয়াজ চালু না রেখে তার সাথে সাথে মনের পশুগুলোকে (সমস্ত খারাপ ইচ্ছাকে) কুরবান করে দিতে পারতো তাহলেই আবার বড় গলায় আমরা পরিচয় দিতে পারতাম-আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ.), আর আমরা হলাম মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।

যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন জারী থাকবে ইব্রাহীমের (আ.) এই সুন্নত। ততদিন পৃথিবী স্মরণ করবে এক স্নেহকাতর বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর আদরের সন্তানের অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর সুমহান ইতিহাস।

## চার. সুন্দর তরুণের আদর্শ হযরত ইউসুফ (আ.)

মিসরের কেনান নামক স্থানে ছিলো নবী হযরত ইয়াকুব (আ.) এর বসবাস।

তাঁর ছিল অনেক সন্তান। তাদের মাঝে ছোট ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। ভাইদের মধ্যে ইউসুফ (আ.) ছিলেন খুবই ভাল। তাকে তার বাবা ইয়াকুব (আ.) খুব আদর করতেন। বিষয়টি ভাল লাগছিলোনা তার অন্য ভাইদের। ভাইয়েরা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো ইউসুফের বিরুদ্ধে।

একদিন ইউসুফ স্বপ্ন দেখলেন। অদ্ভুত সেই স্বপ্ন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন আকাশের ১০টি তারা ও চাঁদ তাঁকে সেজদা করছে। ইউসুফ স্বপ্নটি বাবাকে বললেন। বাবা বললেন- খবরদার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলোনা। তারা তোমার ক্ষতি করবে।

ইউসুফের ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকলো।

একদিন তারা বাবার কাছে আবদার করলো ইউসুফকে নিয়ে তারা বনে শিকার করতে যাবে। বাবাকে তারা প্রতিশ্রুতি দিলো ছোট ভাই ইউসুফের সব যত্ন-আত্মি করার। অতঃপর তারা শিকারে গেলো। গহীন জঙ্গলে গিয়ে তারা ইউসুফকে এক কুয়ার ভেতর ফেলে দিল। ইউসুফের কাপড়-চোপড়ে রক্ত মেখে


www.pathagar.com

পিতার সামনে এসে বললো- "পিতা আমরা শিকারে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী এসে ইউসুফকে হত্যা করে নিয়ে গেছে। আমরা অনেক খুঁজেও পাইনি।" তারা এই কথা বলে কাঁদতে লাগলো।

অন্যদিকে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো এক ব্যবসায়ী দল। তারা কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য থামলো। কুয়ায় পাত্র ফেলতেই তা বেশ ভারী লাগলো। অবশেষে তারা দেখলো পাত্রের সাথে ওঠে এসেছে অপূর্ব সুন্দর এক কিশোর। তারা তাকে সঙ্গে নিয়ে চললো মিসরের রাজধানীতে।

রাজধানীর বাজারে ঐ সওদাগরেরা কিশোর ইউসুফকে বিক্রী করার জন্য তুললো। মিসরের এক মন্ত্রীর পছন্দ হলো ইউসুফকে। তিনি ইউসুফকে ক্রয় করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। ইউসুফ (আ.) তাঁর বাড়ীতে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ যুবকে পরিণত হতে লাগলেন।

ইউসুফ যখন পূর্ণাঙ্গ যুবক তখন তাঁকে অসম্ভব রকমের সুন্দর মনে হতে লাগলো। বলা হয়ে থাকে ইউসুফ (আ.) ছিলেন পৃথিবীর সুন্দরতম মানুষ। তাঁর এই সৌন্দর্য অনেককেই মুগ্ধ করতে লাগলো। বিশেষ করে মন্ত্রীর স্ত্রী জুলায়খা ইউসুফ (আ.) এর প্রেমে পড়ে গেলেন। তিনি ইউসুফকে নানা ভাবে আকৃষ্ট করতে চাইলেন তিনি বুঝাতে চাইলেন মন্ত্রীর স্ত্রীর সাথে কোন রকম অসুন্দর সম্পর্ক স্থাপন তার দ্বারা সম্ভব নয়। মন্ত্রীর স্ত্রী এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র করলো।

একদিন মন্ত্রীর স্ত্রী ইউসুফ (আ.) কে তার নিজের কক্ষে একান্তে ডাকলেন, এরপর ইউসুফ (আ.) কে আহবান করলেন নিজের দিকে। ইউসুফ (আ.) দেখলেন তিনি বন্দী হয়ে পড়েছেন। তিনি আল্লাহর সাহায্য চাইলেন এবং প্রত্যাখ্যান করা অব্যাহত রাখলেন। অতঃপর যখন মন্ত্রীর স্ত্রী বেপরোয়া হয়ে উঠলেন ইউসুফ (আ.) তাকে পিছনে ফেলে দৌড়ে পালাতে লাগলেন। মন্ত্রীর স্ত্রীর হাতে ইউসুফ (আ.) এর জামার কিছু অংশ ছিড়ে রয়ে গেল। এমতাবস্থায় মন্ত্রীর স্ত্রী মন্ত্রীর কাছে গিয়ে উল্টা অভিযোগ করতে লাগলো ইউসুফ আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছে। ওকে এখনই জেলখানায় দেয়া হোক। মন্ত্রীর স্ত্রী বলে কথা। সাথে সাথে ইউসুফ (আ.) কে কারাগারে প্রেরণ করা হলো।

ইউসুফ (আ.) কারা যন্ত্রণা কবুল করলেন কিন্তু নিজের চারিত্রিক সততা অটুট রাখলেন। তিনি সুন্দরী রমণীর হাতছানি উপেক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করলেন।



www.pathagar.com

## পাঁচ. যেমন রাজা তেমন প্রজা

খলিফা উমর (রা.) ছিলেন যেমন সাহসী, তেমনি দরদী।

তাঁর সময়ে ইসলামী খিলাফতের বিপুল বিস্তার হয়। রোম-পারস্যসহ সব বড় বড় দেশ মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। এজন্যই তাঁকে বলা হয় আধা জাহানের শাসক। উমর ছিলেন একজন দরাজ দিল লোক।

খলিফা উমর রাতের বেলা ঘুরে ঘরে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। তিনি মনে করতেন ফোরাতের তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মরে তাহলে তাঁকেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

সেই ঘটনাতো সবারই জানা যে একরাতে উমর (রা.) একা একা ঘুরছিলেন। হঠাৎ এক তাঁবু থেকে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি বাচ্চাদের মা উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে তাপ দিচ্ছেন আর বলছেন-আর একটু অপেক্ষা কর, এখনই খাবার দেয়া হবে।" কিন্তু খাবার আর হয়না। আসলে অভাবী মা সন্তানদের প্রবোধ দিচ্ছিলেন। আর ওরা ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে কাঁদছিলো।

হযরত উমর ছুটে গেলেন খাজাঞ্চীখানায়। নিজ মাথায় করে তিনি বয়ে আনলেন আটা ও খেজুর। তারপর রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশে থাকলেন। বাচ্চারা খাবার পর তিনি আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

আরেকদিনের ঘটনা।

একইভাবে রাতের আঁধারে খলিফা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি এলাকায়। একটি পর্ণকুটির থেকে ভেসে আসছে মা-মেয়ের সংলাপ। খলিফার কান খাড়া হয়ে গেলো, থমকে গেলেন তিনি।

"কী হবে একটু পানি মিশালে? তাতে দুটো পয়সা বাড়তি আয় হবে। আমাদের সংসারে একটু স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে।" বলছেন মা।

মেয়ে বলে উঠলো-না, এটা ঠিক হবেনা মা। আমাদের খলিফা হযরত উমর এটা জানতে পারলে খুবই নাখোশ হবে। তাছাড়া এটাতো ভারী অন্যায় কাজ। দুটো সামান্য পয়সার জন্য আমরা এভাবে দুধে পানি মেশাবো।

মা আবারও বললেন-বেটি, আমাদের দুঃখের সংসার। এছাড়া আমাদের উপায় কী? আর খলিফা তো এটি দেখতে পাচ্ছেন না।

মেয়েটি দৃপ্ত কণ্ঠে বললো-খলিফা হয়তো দেখবেন না মা, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনতো দেখছেন। তিনি সর্বদ্রষ্টা, সব খবর রাখেন তিনি।"


www.pathagar.com

পর্ণকুটিরের এই বালিকার সততা, সাহসিকতা আর ঈমানের তেজ দেখে অভিভূত হলেন খলিফা। এমন একটি মেয়েরই সন্ধান করছেন তিনি যাকে তাঁর পুত্রবধু করা যায়। খলিফা পরবর্তীকালে এই মেয়েকে তার পুত্রবধু করে ঘরে নেন এবং এভাবেই তিনি তার সৎ প্রজাটিকে সততার জন্য পুরস্কৃত করেন।

## ছয়. বিস্ময়কর বালক হযরত আলী (রা.)

আল্লাহর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চাচা আবু তালিবের সন্তান ছিলেন হযরত আলী। চাচা আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা বলে তার সহযোগিতার জন্য রাসূল (স.) খাদিজা (রা.) এর ঘরে আলীকে নিয়ে এলেন।

হযরত খাদিজার গৃহে অবস্থানের সময়ই নবী করিম (স.) নবুয়ত লাভ করেন। তাঁর উপর ঈমান কবুলকারী প্রথম মানুষ হযরত খাদিজাতুল কুবরা। প্রথম কিশোর হযরত আলী (রা.)।

হযরত আলীর বয়স তখন ৯-১১ বছর হবে।

নবুয়তের তৃতীয় বৎসরে নবী ঘরে আব্দুল মুতালিব খান্দানের সব মানুষ একত্রিত হলো। হযরত আলী রাসূলের নির্দেশে সবাইকে আপ্যায়ন করালেন। আপ্যায়ন শেষে রাসূল (স.) তাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবেন? সকলেই নীরব। হঠাৎ আলী (রা.) বলে উঠলেন: যদিও আমি অল্প বয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে। এভাবেই অতি অল্প বয়সে, একজন অকুতোভয় কিশোর হযরত আলী ইসলাম কবুল করলেন।

হিজরতের সময় হলো।

একে একে সাহাবীরা মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে যাচ্ছেন। আল্লাহর রাসূল (স.) অপেক্ষা করছেন আল্লাহর হুকুমের জন্য। কুরাইশরা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো রাসূলকে হত্যা করার জন্য। এ খবর আল্লাহ তার নবীকে জানিয়ে দিলেন। নবী করিম (স.) হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবেন। কাফিরদের সন্দেহ করার সুযোগ না দেয়ার জন্য রাসূল (স.) হযরত আলীকে (রা.) নিজের বিছানায় ঘুমাবার নির্দেশ দেন। তাছাড়া রাসূলের কাছে কুরাইশগণ অনেক আমানত জমা রেখেছিলো। তিনি আলীকে দায়িত্ব দিয়ে যান সেসব আমানত তার মালিকদের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য।

হযরত আলী জানতেন রাতের আঁধারে কাফির-মুশরিকগণ অতর্কিতে হামলা করে তাঁকে হত্যা করতে পারে। তিনি তাতে মোটেও ভয় পাননি বরং আনন্দিত


www.pathagar.com

ছিলেন যদি এভাবে জীবন দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। রাসূল (স.) চলে গেলেন হিজরতের উদ্দেশ্যে। আলী ঘুমিয়ে থাকলেন তাঁর বিছানায়। সুবহে সাদিকের সময় আরবের পাষন্ডরা এলো হযরতকে হত্যা করতে। কিন্তু তারা হতাশ হলো। তারা দেখতে পেলো আলী সেখানে শুয়ে আছেন।

আলী ছিলেন জ্ঞানী। রাসূল (স.) বলেন-'আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী হলো তার দরোজা।' তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। রাসূলের সময়কার সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। এজন্য রাসূল তাঁর নাম দেন-হায়দার।

খন্দকের যুদ্ধের কথা। কাফিরদের অন্যতম সেনাপতি আমর ইবনে আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হলো। হুংকার ছেড়ে সে বললো: কে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। হযরত আলী দাঁড়িয়ে বললেন-'হে আল্লাহর নবী, আমি প্রস্তুত। রাসূল (স.) বললেন-'এ হচ্ছে আমর' তুমি বস।' আমর আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো- আমার সাথে লড়বার মত কেউ নেই? তোমাদের সেই জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে তোমাদের ধারণা? তোমাদের কেউই আমার সাথে লড়তে সাহসী নয়? আলী (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (স.) বললেন- বস। তৃতীয় বারের মতো আহ্বান জানিয়ে আমর তার একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। আলী (রা.) আবার উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (স.) বললেন সেতো আমর। আলী (রা.) বললেন- তা হোক। এবার হযরত আলী অনুমতি পেলেন। আলী (রা.) তাঁর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমর জিজ্ঞেস করলো- তুমি কে? বললেন- আলী। সে বললো- আবদে মান্নাফের ছেলে আলী? আলী বললেন- আমি আবু তালিবের ছেলে আলী। সে বললো- ভাতিজা আমি তোমার রক্ত ঝরানো পছন্দ করিনা। আলী বললেন- আল্লাহর কসম আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানো অপছন্দ করিনা। একথা শুনে আমর ক্ষেপে গেল। সে তরবারী খাপ্ মুক্ত করে হযরত আলীর ঢালে আঘাত হেনে তা ফেঁড়ে ফেললো। আলী পাল্টা এক আঘাত করলেন। এক আঘাতেই ধরাশায়ী হয়ে গেলো আমর। এ দৃশ্য দেখে রাসূল তকবীর ধ্বনি দিলেন। আলী কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসূলের কাছে এসে বসলেন। এই ছিল বিস্ময়কর সাহসী হযরত আলীর যৌবনের কথা।


www.pathagar.com

## সাত. খালিদ বিন অলিদ অনন্য এক সেনাপতি

আমরা জানি গিরিপথে কর্তব্যরত মুসলিম সৈনিকদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে অহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়। কাফিরদের সেদিনের অন্যতম জয়ের নায়ক ছিলেন খালিদ বিন অলিদ। তিনি ছিলেন সাহসী ও কৌশলী সেনাপতি। সুযোগ বুঝে তিনি ঐ গিরিপথ দিয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালান।

হেদায়েতের মালিক আল্লাহর রহমতে খালিদ বিন অলিদ অবশেষে ঈমান গ্রহণ করলেন এবং মুসলিম বাহিনীর একজন সাহসী সেনাপতি হিসেবে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। খালিদ বিন অলিদের নেতৃত্বে যেখানেই মুসলমানগণ যুদ্ধ করেছেন সেখানেই তারা বিজয়ী হয়েছেন। অপরাজিত এই সেনাপতির উপাধি তাই খালিদ সাইফুল্লাহ; আল্লাহর তরবারী খালিদ।

হযরত ওমর (রা.) এর শাসন কালের কথা।

তখন খালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী একের পর এক রাজ্য জয় করছে। পরাজিত সেনাবাহিনীর কাছে খালিদ বিন অলিদ এক আতঙ্কের নাম, আর মুসলিম বাহিনীর সৈন্যদের কাছে তিনি প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস। তখন পারস্য বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত। তারা একের পর এক বিজয় অর্জন করছেন।

মদীনা থেকে যুদ্ধের প্রান্তরে ছুটে এলেন খলিফার দূত। দূতের হাতে চিঠি। খলিফা শুনেছেন খালিদ বিন অলিদের বীরত্বের কথা, মানুষের মনে তার প্রতি ভয় ও সমীহের কথা। তাঁর কাছে অভিযোগ গেছে খালিদ বিন অলিদ অপব্যয়ী ও বেহিসাবী। তিনি মনে করলেন এভাবে চলতে থাকলে হয়তো মুসলমানদের মাঝেও বীর পূজা শুরু হয়ে যাবে। আর তাছাড়া খালিদ বিন অলিদের পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

দূত এসে চিঠি দিলো খালিদ বিন অলিদের হাতে। খলিফার চিঠি পড়তে লাগলেন বীর সেনাপতি খালিদ। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই যেনো সেনাপতির দায়িত্ব আবু ওবায়দা ইবনে জাররা এর হাতে অর্পণ করে তিনি সাধারণ সৈনিক হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। দুই লাইনের চিঠি। কোন কারণ দর্শানো নেই, কোন যুক্তি নেই। আজকের কোন লোকের পক্ষে এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া কতো কঠিন হতো।



www.pathagar.com

খালিদ বিন অলিদ আবু ওবায়দার কাছে ছুটে গেলেন। একে একে মাথার শিরস্ত্রাণ, সেনাপতির পরিচয়বাহী নিশানা পরিয়ে দিলেন তাকে। হাতে রাখা সেনাবাহিনীর পতাকাটি তুলে দিলেন আবু ওবায়দার হাতে। তারপর মিশে গেলেন সাধারণ সিপাহীদের সারিতে। খলিফার আদেশ তো প্রকারান্তরে আল্লাহর আদেশ। সেই আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাই একজন মুসলিম বীরের কাজ। বীরের মতো সেই কাজটি করে খালিদ বিন অলিদ-এক্ষেত্রেও একজন অনন্য সেনাপতির ভূমিকা পালন করলেন।

## আট. স্পেন বিজয়ী মুসা

মুসলিম সাম্রাজ্য তখন চারিদিকে বিস্তৃত হচ্ছে। রোম-পারস্য মুসলমানদের দখলে এসেছে। এবার পালা আসলো ইউরোপের। জিব্রাল্টার প্রণালী পাড়ি দিয়ে সমুদ্রপথে মুসলিম বাহিনীকে যেতে হবে স্পেনে।

সেনাপতি মুসা একজন অসম সাহসী যুবক। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর দু'টি যুদ্ধজাহাজ স্পেনের সমুদ্র উপকূলে গিয়ে ভিড়লো। একে একে সৈনিকেরা জাহাজ থেকে অবতরণ করলো। সেনাপতি সৈনিকদের কাতার বন্দী করলেন। সেনাপতি মুসা নোঙর করা জাহাজ দুটোর দিকে গেলেন।

নিজ হাতে জাহাজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন তিনি। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুন নেভাবার কোন উদ্যোগ নেই, সেনাপতির মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই।

এবার তিনি সৈনিকদের মুখোমুখি হয়ে ঘোষণা দিলেন-

ভাইসব, আমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করতে ঘর থেকে বেরিয়েছি। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমরা এসেছি স্পেনের বুকে। এখানে উড়াতে এসেছি কালেমার সবুজ পতাকা। সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে শত্রু শিবির, তাদের তলোয়ার। আমাদেরকে সেই তলোয়ারকে পরাজিত করে বিজয়ী হতে হবে। আর না হয় পেছনে যাত্রা। সেদিকে দেখো-আমাদের বহনকারী জাহাজ দুটো জ্বলছে। এ জাহাজ আর সাগরে ভাসবেনা। সুতরাং পেছনে গেলে সমুদ্রের ঢেউয়ের খোরাক হয়ে বরণ করতে হবে অপমৃত্যুর যন্ত্রণা।



www.pathagar.com

এবার তোমরাই ঠিক করো আমরা কি শত্রুর মোকাবেলা করে গাজীর বেশে স্পেনের বুকে কালেমার পতাকা উড়াবো না হয় শহীদী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবো নাকি সমুদ্রের বুকে আত্মহত্যা করবো।'

যেমন সাহসী সেনাপতি, তেমনি তার সৈনিকেরা।

তারাও জানিয়ে দিলেন লড়াইয়ের ইচ্ছা, যুদ্ধের কথা। মুসলিম সৈনিকগণ সেনাপতি মুসার নেতৃত্বে স্পেনের খোদাবিরোধী সেনাবাহিনীর সাথে প্রবল বিক্রমে জিহাদ করলেন। লড়াই করলেন। অবশেষে স্পেনের বুকে পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগলো ইসলামের কালেমা খচিত সবুজ পতাকা।

এভাবেই যৌবনের রক্তকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়া সাহস রাখতেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, যুবক তরুণেরা। পরাজয় তাদের দেখে পালাতো, বিজয় এসে চুম্বন করতো তাদের মজবুত কদমকে।

## নয়. জীবন বিলাতে আকুলঃ ওরা দুই ভাই

মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। রাসূলের নির্দেশে সকল সামর্থবান পুরুষ নিজেদের নাম লেখাচ্ছেন সেনাবাহিনীর খাতায়। আল্লাহর পথে লড়াই করলে কতো লাভ! যুদ্ধ করতে করতে যদি মারা যায় তাহলেই শহীদি মর্যাদা, জান্নাতের গ্যারান্টি। আর যদি বিজয়ী হয়, বেঁচে যায় তখনও গাজীর মর্যাদা।

মায়াজ আর মুয়ায দুই ভাই বার-তেরো বৎসরের কিশোর। দুই ভাইয়ের খুব সখ তারাও যুদ্ধে যাবে। আল্লাহর রাসূলের সাথে থেকে লড়াই করবে। গাজী হবে। কিন্তু বাধ সাধলো ওদের বয়স আর শারীরিক গড়ন। তাদের আগ্রহ দেখে আল্লাহর নবী হাসলেন। তিনি বললেন- তোমরাতো ছোট। একথা শুনেই বড় ভাই মায়াজ আঙুলে ভর দিয়ে নিজেকে একটু বড় করে দেখাতে চাইলেন। আল্লাহর নবী তাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন। ছোট ভাই মুয়ায বলে উঠলো- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিতো বড় ভাইয়াকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে পারি। আমাকে কেন যুদ্ধে নেবেন না?

রাসূলুল্লাহ (স.) দুই ভাইকে লড়াই করতে বললেন। মুয়ায মা'জের কানে কানে বললেন- ভাইয়া, তুমিতো যুদ্ধের জন্য নির্বাচিত হয়েই গেছো। এবার আমাকে


www.pathagar.com

একটু সুযোগ করে দাওনা।' ছোট ভাইয়ের প্রতি মায়া হলো মায়াজ এর। তিনি যুদ্ধে হেরে গেলেন। খুশী হলেন মুয়ায।

এবার দুই ভাইই যুদ্ধে শরিক হলেন।

তারা শুনেছেন মুশরিকদের সেনাপতির নাম আবু জেহেল, লোকটি রাসূল (স.) কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সুতরাং তাদের একটাই টার্গেট- আবু জেহেলকে হত্যা করতে হবে।

বড়দের পাশাপাশি লড়াই করছে দু'ভাই আর কিছুক্ষণ পরপরই জানতে চাচ্ছে- আবু জেহেল কোনজন? অবশেষে তারা আবু জেহেলকে চিনতে পারলেন।

আল্লাহর উপর ভরসা করে দুই ভাই একই সাথে হামলা করলেন আবু জেহেলকে। আবু জেহেলতো ভাবতেই পারেনি এতো ছোট ছেলেরা তাকে আক্রমণ করে বসবে। দুই ভাইয়ের হাতে মৃত্যু হলো আবু জেহেলের।

এ খবর ছড়িয়ে পড়লো সবার মুখে মুখে। নেতার মৃত্যুর খবর শুনে মুষড়ে পড়লো কাফের-মুশরিকগণ, পরাজিত হলো তারা। আর বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে মায়ের বুকে ফিরে এলো সাহসী দুই ভাই-মায়ায আর মুয়ায।


www.pathagar.com

**WAMY Book Series :7**
**World Assembly of Muslim Youth (WAMY)**
Sector #,7 Road # 5, House # 17
Uttara Model Town, Dhaka, Phone-8919123
www.pathagar.com